This Book Downloaded From
http://Doridro.com

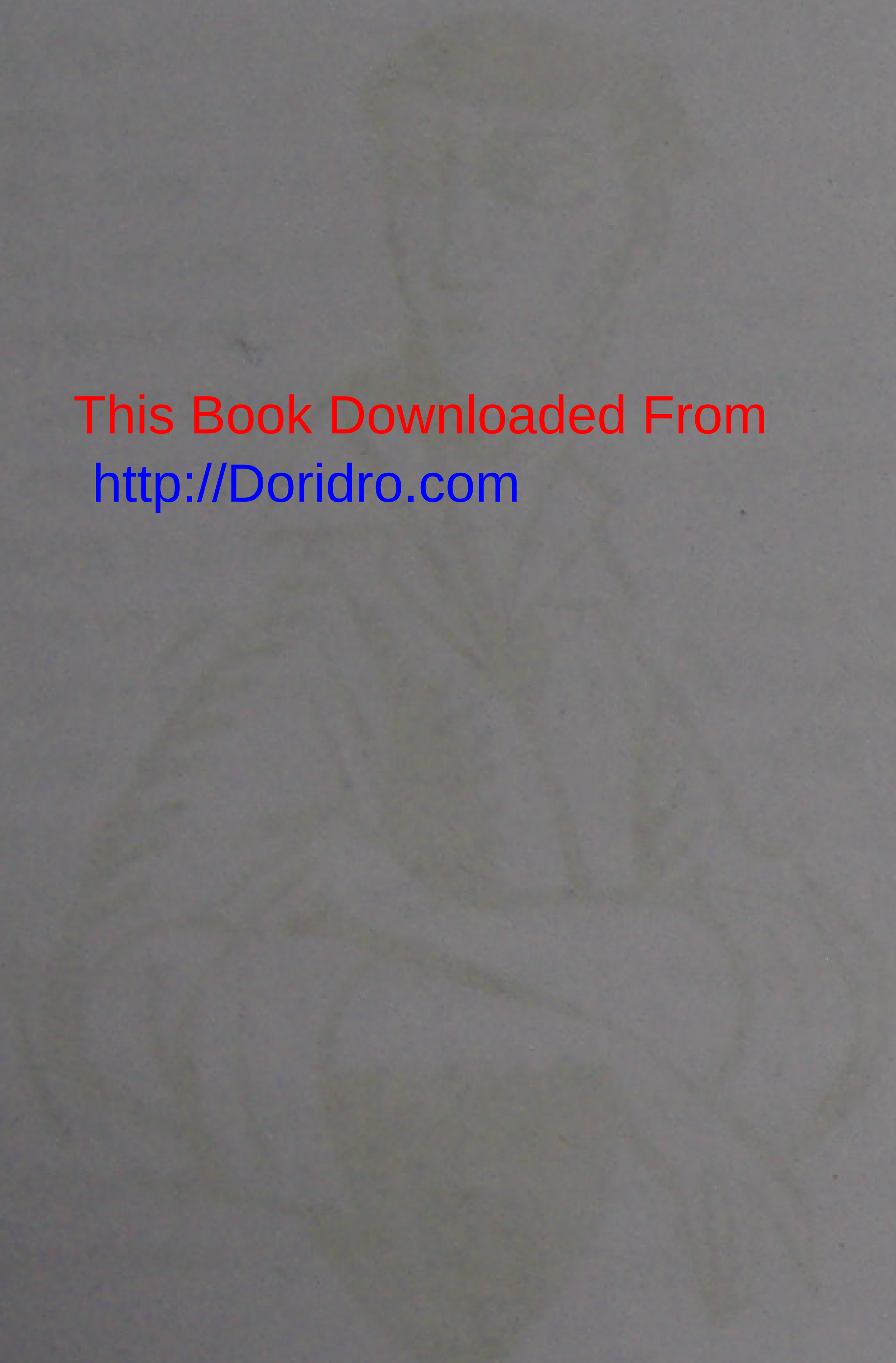

প্রথমবার টেলিফোনটা শব্দ করে উঠতেই ঘুম ভেঙেছিল রঙ্গনের। কিছুটা বিরক্তি নিয়ে গড়িয়ে বিছানার ধারে এসে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলতে গিয়েও থেমে গেল সে। কার ফোন? তিনজন লোক তাকে এই সাতসকালে টেলিফোন করতে পারে। একজন চোপরা। রঙ্গনের মালিক। খুব খেপে আছে বুড়ো, এ মাসে কিস্যু বিজনেস দিতে পারেনি সে। বুড়োর কচি খুকি বউ আর এক কাঠি ওপরে। অফিসে থাকলেই টিকটিক করবে। মিসেস চোপরা মনে করে রঙ্গনকে মাইনেটা না দিয়ে জলে দিলে তার মন ভাল থাকত। খেঁকুরে নেড়ি কুত্তা যাকে বলে! দুই, বাড়িওয়ালা। আজ মাসের পনেরো। সাত তারিখের মধ্যে ভাড়া না দিলে বুড়োর রাত্রের ঘুম চলে যায়। একটাই সুবিধে বুড়োর পক্ষে চার তলায় ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু টেলিফোন ধরলেই বুড়ো এমন গ্যাঁক গ্যাঁক করে উঠবে যে বাপের নাম খগেন হয়ে যায়। তিন, সুব্রত। মাত্র গত রাত্রেই ওকে টেলিফোন নম্বরটা দিয়েছে রঙ্গন। আজ দশটায় আলিপুর রোডের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ওর মারফত হয়েছে। সুব্রত বলেছিল কোনও কারণে যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেলড হয় তা হলে সেটা টেলিফোনে জানাবে। এই ফোনটা মোটেই চায় না রঙ্গন। যদি আজ আলিপুর রোডে সে সফল হয় তা হলে ওই খেঁকি মিসেস চোপরাকে বছরখানেকের জন্যে ঠাণ্ডা করে দেবে।

টেলিফোনটায় এমন ধমকানির আওয়াজ! শেষ পর্যন্ত রিসিভার না তুলে পারল না রঙ্গন। নরম গলায় বলল, 'হ্যালো।'

'এখনও ঘুমুচ্ছ!' নীপার কণ্ঠে দাঁড়কাকের স্বর, 'মাঝরাত অবধি মাল টানলে ঘুম ভাঙবে কী করে! কী দুর্মতি হয়েছিল তোমার তাই মাঝে মাঝে ভাবি। কি, শুনতে পাচ্ছ?'

রঙ্গন চোখ বন্ধ করল, উঃ! এই চার নম্বরটার কথা মাথা আসেনি কেন? কিন্তু সে গলা নরম রাখল, 'পাচ্ছি।'

'যখনই বলি, তখনই শোনাও টাকা নেই অথচ মাল খাবার সময় তো অভাব হয় না। তোমার কোনও কথাই বিশ্বাস করি না আমি। পুরুষ জাতটাই শয়তান, মিথ্যুক। শুনতে পাচ্ছ?'

রঙ্গন বলল, 'এক মিনিট দাঁড়াও।'

'কেন? আবার কী রাজকার্য আছে তোমার?'

'কান কটকট করছে, রিসিভারটা অন্য কানে নিয়ে যাব।' সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় ওপাশে আছাড় খেল রিসিভার কারণ লাইনটা কেটে গেল আর্তনাদ করে। হো হো করে হেসে উঠল রঙ্গন, বাঁচা গেল। এত সহজে যে যাবে তা ভাবতে পারেনি। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে টেবিল-ক্লকটার দিকে তাকাল সে, আটটা বাজে। আলিপুরে ঠিক সময়ে পৌঁছাতে হলে নটায় বের হতেই হবে। দাড়ি কামানো, স্নান সারা এবং ব্রেক ফাস্ট তৈরি করার জন্যে এক ঘণ্টা প্রচুর সময়। খুব খেপেছে নীপা। এটা ওর জীনের শ্রেষ্ঠ আহাম্মকি। এক বছরের প্রেম এবং রেজিস্ট্রি বিয়ে। মেয়ে হিসেবে নীপা ভাল, তার মতো হাজার টাকা মাইনের চাকুরে অমন মেয়ে পেতে পারে না। কিন্তু নীপাকে বিয়ে করতে গেলে তিরিশ দিন পকেট-ভর্তি টাকা চাই। এই এক কামরার ফ্ল্যাটে বিয়ের আগে দুপুর কাটানো যায় কিন্তু বউ হিসেবে বাস করতে গেলে তিন কামরার ফ্ল্যাট চাই। ফ্রিজ টিভি আর কমসে কম একটা হাতফেরতা স্ট্যান্ডার্ড। রঙ্গন বোঝাতে চেয়েছে এই সব হাজার টাকায় কিছুতেই সম্ভব নয়। ভাল ফ্ল্যাটের ভাড়া মেটাতে মাইনে শেষ হয়ে যাবে। এই সব শর্ত না মিটলে নীপার পক্ষে তার ঘরে আসা সম্ভব নয় এবং দুবেলা জুতোয় ওঠা পেরেকের মতো খুঁচিয়ে যাচ্ছে রোজগার বাড়াও রোজগার বাড়াও। এত লোকে কত আয় করে তুমি কেন পারো না?

ইদানীং রঙ্গনও নিজেকে সে কথা বলছে। রোজগার বাড়াতেই হবে। চোপরার সঙ্গে ওর শর্ত, কোটা পূর্ণ হবার পর যা অর্ডার আসবে তার ওপর একটা কমিশন পাবে সে। এখন তো কোটাই পূর্ণ হয় না

তা কমিশন। অথচ খরচ বাড়ছে। মাসে চারদিন নীপাকে নিয়ে চাইনিজ খেতে হয়, দেশে নিদেনপক্ষে দুশো টাকা না দিলে নয়, টেলিফোনের বিল, বাড়িভাড়া ছাড়াও দুবেলা পেটে কিছু দেওয়া দরকার। এ সব পেরে ওঠা মুশকিল। কোন মূর্খ এর পর বিয়ে করে?

আয়নায় নিজের মুখ দেখল রঙ্গন। ফরসা নয় কিন্তু নাক মুখ চোখের গড়নে এমন একটা শ্রী আছে যে মেয়েমানুষগুলো দেখলেই পটে যায়। পৃথিবীতে কেন যে ব্যাটাছেলেগুলো বড় বড় পোস্টে রয়েছে। বছরখানেক ধরে নীপার সঙ্গে তার এমন প্রেম চলছিল যে বাস্তববুদ্ধি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। দুপুরবেলায় এই খাটটাকে তখন নীপার বৃন্দাবন বলে মনে হত। মাস দুয়েক আগে এমন ভান করল যে আর উপায় নেই, কর্মফল অনিবার্য। বাধ্য হয়ে রেজিস্ট্রি করতে হল রঙ্গনকে। নীপার মা খবরটা শুনে কুরুক্ষেত্র করেছিলেন। তারপর মুখের ওপর বলে দিয়েছিলেন যে, ভাল ফ্ল্যাট না নিলে তিনি নীপাকে যেতে দেবেন না। তারপর থেকে সামনে পেছনে লেগে আছে নীপা। কিন্তু গত শনিবারেও রঙ্গন লক্ষ করেছে নীপার কোনও শারীরিক পরিবর্তন বোঝা যাচ্ছে না। ফিনফিনে শাড়ির তলায় ওর পেটে সামান্য ঢেউ পর্যন্ত নেই। প্রথম প্রথম ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করত না, কে যেচে সমস্যার মধ্যে মাথা গলায়। কিন্তু এখন রঙ্গনের সন্দেহ হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটাই হয়তো বানানো। নীপা হল সেই জাতের মেয়ে যারা শরীরের বাগানটাকে বিবাহের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রেখে তারপর সব কিছুতেই সায় দিতে পারে।

গাড়ি বাড়ি ফ্রিজের বাসনা তার নিজের যে নেই তা নয়। তা ছাড়া অন্তত একশো টাকা দিনে খরচ করার সঙ্গতি না থাকলে আজকাল খুব খারাপ লাগে। এই তো গতকাল সুব্রতর সঙ্গে পিটার ক্যাটে নব্বুইটা টাকা খরচ হল। মাল আর খাবার। না গেলে আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা হত না। বুড়ো চোপরা তো একটা পয়সাও এ বাবদ দেবে না! এরকম টেনেটুনে আর চলছে না।

বেরোবার জন্যে তৈরি হতে বেশি সময় লাগল না। সাদা প্যান্টের সঙ্গে হালকা নীল টি-শার্টটা পরবে কি না যখন সে ভাবছে তখনই দরজায় নক হল। রঙ্গন এগিয়ে গিয়ে কি-হোল—এ চোখ রাখতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। নীপা এসেছে। তার মানে এখনই টাইফুন উঠবে। এত তাড়াতাড়ি নীপা কী করে ট্যাক্সি পেয়ে যায় কে জানে! আক্রমণ কী করে সামলাবে ঠাহর করতে পারছিল না সে। এবার দ্বিতীয়বার শব্দ হল, বেশ জোরে।

দরজা খুলতেই কিন্তু ঝড়ের মতন ঢুকল না নীপা। সেখানে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে রঙ্গনকে দেখল। আধা-গবেটের মতো রঙ্গন বলতে পারল, 'কী ব্যাপার—'

এবার ঘরে ঢুকল নীপা, পাশ কাটিয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে বসল। দরজা বন্ধ করে রঙ্গন হাসবার চেষ্টা করল, 'রেগে গেছ?'

থমথমে মুখে নীপা কথা বলল, 'তুমি কি আমাকে আর চাইছ না? আমি স্পষ্ট শুনতে চাই।'

'কী আশ্চর্য! চাইব না কেন?'

'আমি টেলিফোনে কথা বললে যখন তোমার কানে ব্যথা হয়।'

'উঃ! তুমি ঠাট্টাও বোঝ না!' ঝড়টা তেমন জোরাল নয় মনে করে রঙ্গন ধীরে ধীরে বিছানায় গিয়ে বসল। নীপার সামান্য তফাতে কিন্তু স্পর্শের মধ্যে।

'সরে বসো।'

'কেন?'

'আমি তোমার ওসব মতলব জানি। কাল রাত্রে কী করেছ?'

'কাল? কিছু না।'

হঠাৎ খেপে গেল নীপা, 'লজ্জা করে না? নিজের বউকে ঘরে তুলতে পারো না, অথচ বারে গিয়ে মদ গেল। ভাগ্যিস বাপি দেখেছিলেন নইলে তোমার ভাঁওতায় আমি বিশ্বাস করতাম।'

রঙ্গন কিছুতেই মনে করতে পারল না পিটার ক্যাটে নীপার বাবাকে দেখেছে কি না, 'তোমার বাপি নিশ্চয়ই উপোস করে ছিল না!'

'তাঁর পয়সা আছে তিনি খাবেন। তোমার মতো ভিখিরির ওই সব সাধ মানায় না। তা হলে বলো তুমি ব্লাফ দিয়েছ আমাকে। ইচ্ছে করে ফ্ল্যাট নিচ্ছ না।' রাগি চোখে তাকাল নীপা।

রঙ্গন বোঝাতে চাইল, 'শোনো, আমি সুব্রতর সঙ্গে ওখানে গিয়েছিলাম। সুব্রত আমাকে খুব বড়

কাজ পাইয়ে দিচ্ছে।'

'তাতে কত টাকা তুমি পাবে?'

'ঠিক বলা যাচ্ছে না।'

'কোনওদিনও বলতে পারবে না। শোনো, তোমার ও সব ভণিতা আমি আর শুনতে চাই না। তুমি আজ দুপুর একটায় ফ্লুরিতে আসবে।'

'ফ্লুরি!' রেস্টুরেন্টের নাম শুনে হতভম্ব হয়ে গেল রঙ্গন। ছ'কাপ চা খেলেই দশটা টাকা চলে যাবে।

'হ্যাঁ। বাপির এক বন্ধু আর মা ওখানে থাকবেন। মায়ের অনুরোধে উনি রাজি হয়েছেন তোমাকে স্কোপ দিতে।'

'কীসের স্কোপ?'

'ওপরতলায় ওঠার। যেখানেই যাও একটার মধ্যে ওখানে চলে আসবে। সূর্য আঙ্কল সময় রাখতে ভালবাসেন।'

আলিপুরে এই অঞ্চলটায় কখনও আসেনি রঙ্গন। কতটা রেস্ত থাকলে এতখানি বাগানওয়ালা বাড়ির মালিক হওয়া যায় তা সে ভাবতে পারছে না। দু মিনিট আগে গেটের সামনে পৌঁছাবে বলে সে উলটো ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিল। নীপাকে একটু আগে ধর্মতলায় ছেড়েছে সে। ফালতু ছ'টা টাকা ট্যাক্সির পেছনে গেল। এই সূর্য আঙ্কলটি কে, কে জানে? তিনি যদি তাকে স্বর্গের সিঁড়ির সন্ধান দেন তো মন্দ কী! তবে কথা হল শ্বশুরবাড়ির সোর্সে ইনকাম—!' তা হোক। টাকার গায়ে তো গভর্নর ছাড়া আর কারও সই থাকে না।

গেটের সামনে এসে সে সুন্দর বাগানটাকে স্পষ্ট দেখল। প্রচুর ফুল ফুটেছে। গেট খুলতে না খুলতেই উর্দি পরা দারোয়ান ছুটে এসে হিন্দিতে প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই?'

'গুপ্তা সাহেব, আমার দেখা করার কথা আছে।'

'কী নাম আপনার?'

রঙ্গন নাম বলল এবং সেই সঙ্গে সুব্রতর প্রসঙ্গ।

লোকটা তাকে দাঁড়াতে বলে গেটের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। এইবার রঙ্গন দেখল সেখানে খাকি পোশাক পরা একটি নেপালি বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। সাবাস। পার্টি তা হলে সত্যিই শাঁসালো। সুব্রত ব্লাফ দেয়নি। রেসের মাঠে নাকি ওর সঙ্গে এই গুপ্তা সাহেবের আলাপ হয়েছিল।

দারোয়ান ফিরে এসে গেট খুলে বলল, 'সোজা চলে যান। ডানদিকের সিঁড়ি।'

রঙ্গন ফুলের বাগানে ঢুকল। একটা গাড়ি যেতে পারে এমন বাঁধানো প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে এল দুধের মতো সাদা দোতলা বাড়িটার সামনে। কোনও মানুষ নেই এখানে। গাড়ি বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে সে চারপাশে তাকাল। 'ডানদিকের সিঁড়িটা' কোথায়? বারান্দায় উঠে রঙ্গন ডানদিকে তাকাল। শ্বেতপাথরের ঝকঝকে সিঁড়িতে পা ফেলতে সংকোচ হচ্ছিল তার। জুতোটা রং করালেও আজকাল ম্যাটমেটে দেখায়। দোতলায় পৌঁছাতেই যেন মেঘ ডাকল। ডাকটা এমন আচমকা যে রঙ্গনের শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি ধরল যেন। বাঘের মতো বিশাল একটা কুকুর সামান্য না নড়ে শুধু মুখ তুলেছে। চোখের দৃষ্টি এমন যে, আর এক পা এগোলেই সে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে। আর তখনই সেই গলাটা কানে এল, 'সুইটি!'

তৎক্ষণাৎ জন্তুটার দৃষ্টিতে পরিবর্তন এল। মুখ নামিয়ে থাবার ওপর রেখে সে রঙ্গনের দিকে চেয়ে রইল।

'কাম ইন।' সামান্য থমথমে গলার স্বর কিন্তু কর্তৃত্বপূর্ণ।

কপালে ঘাম জমেছিল এরই মধ্যে, রুমালে সেটাকে মুছে রঙ্গন আর একটু এগোতেই তাঁকে দেখতে পেল। দোতলার সাদা বারান্দায় সাজিয়ে রাখা সাদা বেতের চেয়ারে তিনি বসে আছেন। পরনে লাল টকটকে জিনস আর স্লিভলেস আদ্দির জামা। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। চোখে নীলচে রোদ-চশমা। রঙ্গন বয়স আন্দাজ করতে পারল না। তবে পঁয়ত্রিশের আশেপাশে তো বটেই।

এর মধ্যে গলা শুকিয়ে এসেছিল। নিজের কাছেই কণ্ঠস্বর বেশ অপরিচিত ঠেকল তার। 'মিস্টার গুপ্তা আছেন? আমার নাম রঙ্গন।'

চোখ দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু মুখেরও কোনও ভাবান্তর নেই। শুধু একটা হাত ইঙ্গিতে তাকে বোঝাল ওই চেয়ারটায় বসতে হবে। শব্দ না করে রঙ্গন বসল। তারপর ওপক্ষকে নীরব দেখে আবার বলল, 'আমি রঙ্গন সেন।'

'রঙ্গন সেন?' এক চিলতে হাসি ঠোঁট ছুঁল কি না ছুঁল।

'হ্যাঁ।' রঙ্গন যেন এতক্ষণে ঠাঁই পেল। 'মিস্টার গুপ্তা।'

'মিস্টার গুপ্তা বাড়িতে নেই।'

যেন আচমকা বরফজলে ডুবিয়ে দেওয়া হল তাকে। রঙ্গন এতটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল মুখে কোনও কথা এল না। সুব্রত বলেছিল মিস্টার গুপ্তা না থাকলে সে টেলিফোনে ডাকবে। তা হলে কি ও কানেকশন পায়নি? এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ওপর খুব বেশি নির্ভর করেছিল সে। এমনকী চোপরাকেও কিছু জানায়নি যাতে পরে চমকে দেওয়া যায়। অনেকগুলো সমস্যা চোখের সামনে কিলবিলিয়ে উঠল। রঙ্গন মহিলার দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করার গলায় বলল, 'কিন্তু আমি জানতাম উনি থাকবেন।'

'তাই কথা ছিল। কিন্তু উনি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলেন না।' গলার সুর নির্লিপ্ত। কী করবে ঠিক করে নিল সে। রাগারাগি করলে চলবে না। প্রয়োজনটা যখন তার তখন এখানে আবার আসতে হবে। মোলায়েম স্বরে বলল, 'কখন দেখা হতে পারে?'

'প্রয়োজনটা আমায় বলতে পারেন। আমি মিসেস গুপ্তা।' মুখ রঙ্গনের দিকে কিন্তু দৃষ্টিটা রঙিন কাচের আড়ালে অস্পষ্ট।

একটু সাহসী হল রঙ্গন, 'সুব্রত নিশ্চয়ই মিস্টার গুপ্তাকে বলেছে?'

'কে সুব্রত?'

'রেসকোর্সে ওঁদের আলাপ।'

'আই সি। না, আমি কিছুই জানি না।'

'আমি চোপরা অ্যান্ড চোপরা থেকে আসছি। আমার বন্ধু সুব্রত মিস্টার গুপ্তাকে বলেছিল এবং তিনি ইন্টারেস্টেড হয়েছিলেন। তাই—।'

একটু দ্বিধা করল রঙ্গন, কতটা এঁকে বলা উচিত বুঝতে পারছিল না।

'চোপরা অ্যান্ড চোপরার ব্যবসাটা কী?'

'ইনকামট্যাক্স অ্যাডভাইসার।'

'আই সি। কিন্তু আমাদের নিজস্ব অডিটার অ্যান্ড অ্যাডভোকেট আছেন যাঁরা এ সব ব্যাপার দেখে থাকেন। সুতরাং—।' ঠোঁট ওলটালেন সুন্দরী।

'আমি জানি। কিন্তু আমরা এমন সব ব্যাপারে স্পেশালিস্ট যা বিখ্যাত আইনজ্ঞরা সমাধান করতে পারেন না।' নিশ্বাস চেপে কথাটা বলে ফেলল রঙ্গন। না, আজ কোনওভাবেই সে বিফল হয়ে ফিরতে চায় না। সুন্দরী এবার ধীরে ধীরে রোদ-চশমা সরিয়ে নিয়ে স্পষ্ট চোখে তাকালেন। রঙ্গনের শরীর হঠাৎ ভারী হয়ে গেল। এত নীল চোখ কখনও দেখেনি সে। এই দৃষ্টি যেন তার শরীরের অনেক ভেতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, কিছুই লুকোনো থাকছে না। মিসেস গুপ্তার ঠোঁট একটু নড়ল, 'কেমন?'

'ওয়েল!' নিজেকে স্মার্ট করার চেষ্টা করল রঙ্গন, 'বিষয় সম্পত্তি এবং উপার্জন সব সময় আইন মেনে চলে না। হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ সব এমন ফাঁদে আটকে গেল যা আইনের আশ্রয়ে ছাড়ানো যাচ্ছে না। অথবা কোনও বিষয়ের দুরকম অর্থ করা যায়, সরকার যদি বিপক্ষে রায় দেয় তা হলে আইন তাকে রক্ষা করতে পারে না। চোপরা অ্যান্ড চোপরা ওই সব বিষয় নিয়ে ডিল করে।'

'ক্যান ইউ মেক হোয়াইট মানি?'

প্রশ্নটা সরাসরি তবু রঙ্গন একটু নার্ভাস হয়ে গেল, 'বলুন?'

'কালো টাকা সাদা করে দিতে পারেন?'

এবার রঙ্গন সচকিত হল। এটা একটা পরিষ্কার ট্র্যাপ হতে পারে। সে যদি হ্যাঁ বলে এবং তা রেকর্ডেড হয় তা হলে শ্রীঘরে যাওয়া থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। চোপরার স্পষ্ট নির্দেশ

আছে, পার্টি আনো কিন্তু তাকে আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখিয়ো না। তুমি যদি কোনও ঝামেলায় পড় আমি তোমাকে বাঁচাতে যাব না। মাঝে মাঝে ব্যাপারটাকে সোনার পাথরবাটি বলে মনে হয় রঙ্গনের। যারা দু নম্বর নিয়ে কারবার করে না তারা এত লোক থাকতে চোপরা অ্যান্ড চোপরার কাছে কেন আসবে? অথচ তাকে পার্টি ধরে আনতে হবে, কাগজপত্র তৈরি করতে এবং চোপরা গিয়ে মাখনটুকু খাবে।

রঙ্গন বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মিসেস গুপ্তা শিস দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মতো সুইটি ওঁর পাশে এসে থাবা মুড়ে বসল। ব্যাপারটা এত চকিতে ঘটল যে রঙ্গনের হাত পা ঠাণ্ডা, কুকুরটার শরীর যেন তার গায়ে বাতাস ছড়িয়ে গেল। মিসেস গুপ্তা সুইটির মাথায় হাত রাখলেন, 'মিস্টার সেন, আমি ন্যাকামি পছন্দ করি না। কথাবার্তা সোজাসুজি বলতে ভালবাসি।'

ঠিক তখনই পেছনের দেওয়ালে ঝোলানো টেলিফোনটা বেজে উঠল। কপালে ভাঁজ পড়ল মিসেস গুপ্তার। বাঁ হাতে রিসিভার তুলে বললেন, 'হেলো।'

তারপর ওটাকে যথাস্থানে রেখে বললেন, 'মিটার গুপ্তা এসেছেন। হোয়াটস ইওর টেলিফোন নাম্বার?'

রঙ্গন কাঁপা গলায় নম্বরটা বলল। মিসেস গুপ্তা উঠলেন, 'কখন পাওয়া যাবে এই নাম্বার।'

'সকালে নটা পর্যন্ত আর রাত্রে দশটার পর।'

'আমি যে নাম্বারটি নিয়েছি তা কেউ জানতে না পারে।' কথা শেষ করেই সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে গিয়ে থমকে গেল রঙ্গন। সুইটি একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। এক পাশের বিশাল দাঁতের ফাঁক গলে জিভ ঝুলছে। রঙ্গনের মনে হল হাত নাড়ালেই কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সেই সময় হেঁড়ে গলায় কেউ বলে উঠল, 'ডারলিং, সেই লোকটা কি এসেছে?'

মিসেস গুপ্তা বললেন, 'ও হানি! তোমার অফিসের ব্যাপার বাড়িতে টেনে এনো না। ইটস বোরিং। ইয়েস, সামবডি হ্যাজ কাম।' তারপর চলে যেতে যেতে ডাকলেন, 'সুইটি!' তৎক্ষণাৎ বিশাল কুকুরটা রবারের মতো লাফিয়ে সুন্দরীকে অনুসরণ করল।

মিসেস গুপ্তা বাঁদিকের একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। এবং

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রঙ্গন দেখল সিঁড়ির মুখে বেশ মোটা একটি মানুষ দাঁড়িয়ে। মাথায় চকচকে টাক, নিভাঁজ স্টিল রঙের স্যুট, টাই এবং হাতে একটা ছড়ি। পঞ্চাশ অতিক্রান্ত দেখলেই বোঝা যায়।

রঙ্গন হাত জোড় করল, 'নমস্কার। আমি রঙ্গন সেন।'

না হেসে লোকটা মাথা নাড়ল সম্মতির। তার চোখ দুটো যেন রঙ্গনকে সার্চ করছিল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তৃতীয় চেয়ারটিতে বসল, 'সুব্রত তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'চোপরা অ্যান্ড চোপরা?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন কাজ করছ ওর কাছে?'

'পাঁচ বছর।'

'কত মাইনে পাও?'

এবার হোঁচট খেল রঙ্গন। আজ অবধি কোনও খদ্দের তাকে মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। লোকটার ঔদ্ধত্য মারাত্মক। সে বলল, 'এটা একটি গোপনীয় তথ্য।'

'কিন্তু এইমাত্র আমি জানলাম। হাজার টাকা। ভুল বলছি?' এবার চমকাবার পালা রঙ্গনের। সে মনে করতে চেষ্টা করল সুব্রতকে মাইনের কথা বলেছিল কি না। মিস্টার গুপ্তা হাসলেন, 'আমি যার সঙ্গে কাজ করি তার সম্পর্কে পুরো খোঁজখবর নিয়ে থাকি। তোমার আপসেট হবার কোনও কারণ নেই। তোমাকে আমার অপছন্দ হয়নি। কিন্তু একটা শর্ত আছে, ওই মিসেস চোপরার সঙ্গে তোমার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ আসতে হবে।'

মিসেস চোপরা! চকিতে সেই শুঁটকি মাছের মতো চেহারাটা ভেসে উঠল। স্বয়ং ঈশ্বরও বোঝাপড়া

করতে পারবে না ওর সঙ্গে সে তো কোন ছার। কিন্তু এখনই সেকথাটা বলা যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না তা জানে রঙ্গন। সুতরাং সে এমন মুখ করল যেন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। মিস্টার গুপ্তা বললেন, 'আমার ইন্ডাস্ট্রিতে লটস অব প্রবলেম। সুব্রত বলেছে তোমরা নাকি নির্ভরযোগ্য।'

এবার সাহস করে রঙ্গন বলল, 'আপনি যদি ইচ্ছে করেন তা হলে আমি মিস্টার চোপরাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি।'

'নো নো নেভার।' হাত নাড়লেন মিস্টার গুপ্তা, আমি চোপরাকে চিনতে চাই না। একটা দালালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে, আমি তা কাউকে জানাতে চাই না। তোমার ফার্ম তো টেন পার্সেন্ট দেয়?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ওয়েল, আমি নাইন পার্সেন্ট দেব আর এক পার্সেন্ট তোমাকে।'

রঙ্গন উত্তেজিত হল। বাঃ চমৎকার! বুড়ো চোপরা মাইনে ছাড়া তাকে হাফ পার্সেন্ট দেয়। এক্ষেত্রে তার পোয়াবারো। কিন্তু কেসটা কী?

সে বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল।

'শোনো, আমি একটা জমি কিনেছি। মাল্টিস্টোরিড বাড়ি বানাব। কিন্তু অ্যাডভান্স দেওয়ার-পর জানতে পারলাম ওই জমি রেজিস্ট্রি করা যাবে না। ল্যান্ডলর্ডের বারো লাখ টাকা ট্যাক্স আউটস্ট্যান্ডিং আছে। ক্লিয়ারেন্স পাবে না ওটা না মেটালে, যেহেতু আমি অলরেডি ঢুকে গেছি তাই দায়টা আমার। ল্যান্ডলর্ড চাইছে ট্যাক্সটা আমি দিয়ে দিই। তা হলে জমির দাম আরও বারো লাখ বেড়ে গেল। তোমার ফার্ম ওই টাকাটা বাঁচাতে পারবে?'

'কী করে?' রঙ্গন হাঁ হয়ে গেল।

'সেটা তোমরা জানো। আমার উকিলরা কোনও ফাঁক পাচ্ছে না। ওই টাকা ল্যান্ডলর্ডের কাছে সরকারের প্রায় পাঁচ বছরের ওপর পাওনা। আমি তোমাকে একমাস সময় দিলাম। বারো লাখ যদি মকুব করিয়ে দিতে পারো তা হলে এক লাখ কুড়ি হাজার তোমরা পাবে। ডান?' মিস্টার গুপ্তা এবার ঘড়ি দেখলেন।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল রঙ্গন। এত টাকা একসঙ্গে সে জীবনে দেখেনি। শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু মিসেস চোপরার সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে হবে কেন?'

'কারণ কেস হয়ে যাওয়ামাত্র সমস্ত ফাইলপত্র আমার ফেরত চাই। চোপরার কাছে এক টুকরো কাগজও যেন পড়ে না থাকে। ক্লিয়ার?'

রঙ্গনের মুখ থেকে কথা সরল না কয়েক মুহূর্ত। এই লোকটি মারাত্মক। যে সব ক্লায়েন্টদের কাজ মিস্টার চোপরা করে থাকেন তাদের কাগজপত্র আর কেউ হাত দিতে পারে না। সে মিটে যাওয়ার পর ওগুলো মিসেস চোপরার হেফাজতে থাকে। রঙ্গন কানাঘুষোয় শুনেছে হাতে পয়সা না থাকলে মিস্টার চোপরা নাকি ওইসব ক্লায়েন্টদের চাপ দিয়ে মাঝে মধ্যে আদায় করে থাকেন। মিস্টার গুপ্তা সেই খবরও নিশ্চয়ই রাখেন। কিন্তু মিসেস চোপরার সঙ্গে ভাব করা মানে শকুনির গালে চুমু খেতে চাওয়া।

মিস্টার গুপ্তা উঠে দাঁড়ালেন, 'ওয়েল, তুমি চোপরার সঙ্গে আলোচনা করো। যদি ও রাজি হয় তা হলে আমাকে এই নম্বরে টেলিফোন করবে। আমার অফিসে এ সব কথা তোমার সঙ্গে বলতে চাই না। আর হ্যাঁ, এই কেস যদি চোপরা করে তা হলে সে জানাবে ল্যান্ডলর্ডকেই, আমি এর মধ্যে আছি তা যেন না জানে। এইজন্যেই তোমাকে এক পার্সেন্ট দেওয়া হবে, মনে থাকবে?' একটা সাদা চকচকে কার্ড দিয়ে দিলেন তিনি। ঘাড় নাড়ল রঙ্গন। মি. গুপ্তা এমনভাবে হাত নাড়লেন যেন ব্যাক হ্যান্ডে চাপ মারছেন। রঙ্গন ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বারান্দা পেরিয়ে নীচে নেমে এল। কোথাও সুইটি কিংবা তার মালিকানের অস্তিত্ব নেই। নীচে নামা মাত্র সেই দারোয়ানকে দেখতে পেল! নিঃশব্দে প্যাসেজ দিয়ে ওর আগে আগে হেঁটে গেট খুলে নিঃশব্দে সরে দাঁড়াল লোকটা। বাইরে বেরিয়ে রঙ্গনের মনে হল অনেকক্ষণ বাদে সে সহজভাবে নিশ্বাস ফেলতে পারল।

বাসস্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে রঙ্গন পুরো ব্যাপারটা মনে মনে খতিয়ে নিল। বারো লাখ টাকার নাইন পার্সেন্ট। চোপরা রাজি হবেই। আধাআধি খরচ করলেও পঞ্চাশ-ষাট হাজার নেট প্রফিট। কিন্তু তাকে কি আর পাঁচ হাজার দেবে? আধা পার্সেন্ট হিসেব করতে বুড়োর বুক ভেঙে যাবে। কিন্তু এদিকে

মি. গুপ্তা এক পার্সেন্ট দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। তার মানে বারো হাজার টাকা। এরকম কেস যদি বছরে বারোটা পাওয়া যায় তো নীপার মাকে? উত্তেজনায় ট্যাক্সি থামিয়ে ফেলল রঙ্গন। যার পকেটে আজ বাদে কাল এত টাকা আসছে সে সামান্য ট্যাক্সিতে চড়বে না!

ট্যাক্সিতে বসে রঙ্গন কেসের কথা ভাবল। সাদা চোখে কোনও রাস্তা খোলা নেই। যদি কোনও লোক ট্যাক্স না দিয়ে থাকে তা হলে সেটা না মেটানো পর্যন্ত কোনও সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে না। চোপরা যদিও বলে থাকে, 'পচা গন্ধ বের হচ্ছে এমন সব কেস আমার কাছে নিয়ে এসো। যত পচা তত পয়সা। বিদ্যে দিয়ে যে কেস করতে হয় তা করবে অন্য উকিলরা, তিন-চারশো ফি পেতে যাদের কালঘাম ছুটে যায়।' কথাটা বলে আর খিকখিকিয়ে হাসে চোপরা।

আলিপুর থেকে বালিগঞ্জ বাড়ি আসতে ট্যাক্সির মিটারটা যেন চরকির মতো ঘুরে গেল। এখন প্রায় বারোটা। খুব ধীরে সুস্থে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে মিইয়ে গেল রঙ্গন। পকেটে আর গোটা দশেকও নেই। তারপরেই সে নিজেকে বোঝাল যার মাসখানেকের মধ্যে সতেরো হাজার উড়ে আসছে তার এ সব ভাবনা মোটেই মানায় না।

দোতলায় উঠেই কানে এল টাইপরাইটারের খটাং খটাং শব্দ। বুড়ো দাসবাবু ঝুঁকে পড়ে টাইপ করেন। ভাঙা টাইপরাইটারটা পালটানোর প্রয়োজন মনে করে না চোপরা। ওই শব্দটাই বিরক্তির। নিজের টেবিলে পৌঁছে রঙ্গন দেখে নিল, চোপরার ঘরের দরজাটা ভেজানো। তার মানে বুড়ো বেরিয়েছে। কিংবা হয়তো ওপর থেকে নামেনি এখনও। তিনতলায় চোপরার ফ্ল্যাট। চেয়ারে বসে বেল টিপল রঙ্গন। শব্দটা হতেই দাসবাবু ঘাড় ঘোরালেন 'আপনি এসে গেছেন! সাহেব খেপে লাল।'

'কোথায় গিয়েছে?'

ইঙ্গিতে দাসবাবু বোঝালেন ওপরেই আছে। রঙ্গন কাঁধ নাচাল। আজ সে কিছুতেই চাকরের মতো আচরণ করবে না। টাইপ থামিয়ে দাসবাবু প্রায় মিনতি করলেন 'ওটা আজ দেবেন?'

'আজ নয় কাল।' টেবিলে পা তুলে নিল রঙ্গন। তিরিশটা টাকা ধার নিয়েছিল সে দাসবাবুর কাছে, দেব দেব করে দেওয়া হয়নি। হঠাৎ সে সুর বদলে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দাসবাবু, যদি আপনাকে তিরিশের বদলে ষাট দিই তো কেমন লাগবে?'

কথাটা যেন বোধগম্য হল না, দাসবাবু হাঁ হয়ে গেলেন, 'কেন দেবেন আপনি তো তিরিশই নিয়েছেন।'

'দেব, আমার ইচ্ছে হলে তাই দেব। তবে সেটা পেতে হলে আপনাকে আর একটা মাস অপেক্ষা করতে হবে। ভেবে দেখুন।' পা দোলাল।

একটু একটু করে মুখের চেহারা পালটাল দাসবাবুর। মোটা কাচের চশমাটা খুলে ধুতির খুঁটে মুছতে মুছতে বললেন, 'ঠাট্টা করছেন না তো?'

'না।'

'বেশ তাই দেবেন। যদিও এখনই খুব দরকার ছিল তবু তিরিশের বদলে ষাট—ভাবা যায় না।' বলা শেষ করেই ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো মেশিনের দিকে ঘুরে বসে হাত চালালেন দাসবাবু, খটাখট শব্দ হতে লাগল টাইপের। রঙ্গন মুখ ঘুরিয়ে দেখল পিছনের দরজায় মিসেস চোপরা কোমরে দুই হাত রেখে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'এটা কি অফিস না শয়তানের আড্ডা?' ছুঁচল স্বর কানের পরদা ফুটো করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। রঙ্গন আজ একটুও বিচলিত হল না। খুব বিনীত হয়ে বলল, 'আপনি যা বলবেন তাই।'

কটমট করে তাকালেন মিসেস চোপরা। রঙ্গনের এই ধরনের আচরণের সঙ্গে তিনি অভ্যস্ত নন। ক্রোধ তাই দ্বিগুণ হল, 'পা নামান, পা নামান বলছি।' যেন অন্যায় হয়ে গিয়েছে এমন ভঙ্গিতে পা নামিয়ে রঙ্গন বলল, 'সরি।' সিঁড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মিসেস চোপরা চেঁচালেন, 'আমি বার বার বলছি এই বোঝাটাকে কাঁধ থেকে নামাও। ও যা কাজ করে একটা পিয়ন তার ডবল করত। বারোটার সময় হেলতে দুলতে এসে টেবিলে পা তুলে শুয়ে আছেন।'

কথাগুলো অবশ্যই মি. চোপরার উদ্দেশে ছুঁড়ে দেওয়া। কিন্তু রঙ্গন ভাবছিল এই চিজটির সঙ্গে

তাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ আসতে হবে। অসম্ভব! কিন্তু উপায় নেই , ওই শব্দটা নাকি শুধু মূর্খদের অভিধানেই লেখা থাকে। নিজেকে মূর্খ ভাবতে সে কিছুতেই রাজি নয়।

এই সময় শিবলাল ঘরে এল। এই অফিস এবং চোপরার একমাত্র কাজের লোক। রঙ্গন খুব মোলায়েম গলায় বলল, 'শিবলাল, গোটা চারেক চিকেন রোল নিয়ে এসো তো! আমার লাঞ্চ হয়নি। মেমসাহেবকে বলো পয়সা দিতে।'

গট গট করে রঙ্গনের টেবিলের সামনে এগিয়ে এলেন মিসেস চোপরা। 'কী ব্যাপার? সাপের পাঁচ পা দেখেছ। গেট আউট, গেট আউট ফ্রম দিস অফিস।'

রঙ্গন হাসল, 'আচ্ছা, আপনি একটু বন্ধুর মতো আচরণ করতে কখনও পারেন না? মানুষের তো মাঝে মাঝে ভুলও হয়।'

'কী ব্যাপার?' বুড়ো চোপরার সরু গলা শোনা গেল।

'স্যাক হিম, একে এই মুহূর্তে তাড়িয়ে দাও। বারোটার সময় অফিসে এসে টেবিলে পা তুলে আমাকে হুকুম করছে চিকেন রোল খাওয়াতে। এত বড় আস্পর্ধা!'

সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ফুটে উঠল চোপরার মুখে। নিজের ঘরে ঢুকে চিৎকার করে ডাকলেন, 'সেইন ইন!'

রঙ্গন উঠল। তারপর হেলতে দুলতে চোপরার ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসল। চোপরা বলল, 'লুক! তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হচ্ছে না। অতএব চলে যাও। এ মাসের মাইনেটা এক তারিখে এসে নিয়ে যেয়ো। দ্যাটস অল।'

রঙ্গন ঠোঁট কামড়াল, 'কিন্তু আমার দোষ?'

'আমি তোমার কাছে কৈফিয়ত দেব না। তোমাকে যে টাকা দেওয়া হয় তার রিটার্ন তুমি দিচ্ছ না এটাই যথেষ্ট।'

মিসেস চোপরা পেছন পেছন ঢুকেছিলেন, 'ওঃ, বাঁচা গেল।'

রঙ্গন সামনে পড়ে থাকা পিন-কুশনটা নাড়তে নাড়তে বলল, 'আমি চলে গেলে আপনারা আফসোস করবেন।'

মিসেস চোপরা খিক খিক শব্দ করলেন, 'আফসোস! হাজার টাকা বেঁচে যাবে।'

রঙ্গন ঘাড় নাড়ল, 'ঠিক। কিন্তু একশো আট হাজার টাকা তো আসবে না।'

চোপরার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'মানে?'

রঙ্গন বলল, 'মিস্টার চোপরা, আজ বারোটা অবধি আমি কী করেছি আপনি তা জানতে চাননি। এক লাখ আট হাজার টাকা ফি পাওয়া যাবে এমন একটা কেস তাই আপনি হারালেন। অলরাইট।' উঠে দাঁড়াল রঙ্গন।

'এক লাখ আট হাজার! মাই গড! কী কেস?'

'সেটা এখন আর আপনাকে বলতে বাধ্য নই। গুড বাই।'

প্রায় এক লাফে জায়গাটা অতিক্রম করলেন চোপরা, 'ওঃ সেইন, বাপ ছেলের মধ্যেও মান অভিমান হয়, বলো বলো।'

এবার মিসেস চোপরা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এটা একটা ফন্দি, বিশ্বাস করো না।'

চোপরা মাথা নাড়লেন, 'নো রীতা, সেইন আজ অবধি কখনও লাখ টাকার গল্প শোনায়নি। টেল মি সেইন, বসো বসো।'

জোর করেই রঙ্গনকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে গেলেন চোপরা, 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

'আলিপুর রোডে!'

'খুলে বলো, খুলে বলো।'

'শুনুন। একটা লোক তার জমি বিক্রি করবে। কিন্তু তার বারো লাখ টাকা ট্যাক্স আউটস্ট্যান্ডিং রয়েছে। এই টাকাটা না দিলে সরকার ক্লিয়ারেন্স দেবে না। আপনি যদি ম্যানেজ করতে পারেন তা হলে ক্লায়েন্ট এক লাখ আট হাজার আপনাকে দেবে। কথাটা শেষ করে রঙ্গন চোপরার মুখের দিকে তাকাল। প্রায় কপালে চোখ উঠে গেছে চোপরার। ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ না তো?'

'না।'

'এক লাখ আট হাজার। মাই গড। ক্লায়েন্টের নাম কী?'

'রাজি হলে জানতে পারবেন।'

'ওঃ' চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেন চোপরা, 'কিন্তু টেন পার্সেন্ট তো এক লাখ কুড়ি হয়। ইউ নো দি রেট!'

'নাইন পার্সেন্ট এক লাখ আট। রাজি কি না বলুন?'

'ওকে ওকে, নাইন। কিন্তু কেসের ডিটেলস চাই। এভাবে বললে কিছু বোঝা যায় না। আউটস্ট্যান্ডিং ট্যাক্স কোন খাতে? পেনালটি কি? কোন জুরিডিক্সনে কেস? এ সব তো জানতে হবে।'

'সব জানতে পারবেন।'

'ওয়েল ওয়েল, ইন্টারেস্টেড কে? ল্যান্ডলর্ড না বায়ার?'

'দুজনেই।'

মাথা নাড়লেন চোপরা, 'এ সব কেসে বায়াররাই বেশি ইন্টারেস্টেড হয়। ঠিক আছে, আমি একটু ঘুরে আসছি। এসে ফাইনাল বলব।'

ঘড়ি দেখল রঙ্গন, 'কিন্তু আর আধঘণ্টার মধ্যে আমাকে বের হতে হবে। আপনি রাত্রে আমাকে জানাবেন।'

চোপরা এবার বিরক্ত হল, 'এই এলে আর এখনই বেরুবে? তোমার টেবিলে পেন্ডিং কিছু নেই?'

'আছে। কিন্তু আর একজন ক্লায়েন্ট আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'ওহো বেশ বেশ। আমি তোমাকে টেলিফোনে জানাব। দেখো রীতা, সেইন সুন্দর কী কাজ করেছে। আমি সব সময় বলি ওর মধ্যে পার্টস আছে। আচ্ছা তুমি কী? বেচারার খিদে পেয়েছে এখনও চিকেন রোল আনলে না?' চোপরা উঠলেন।

মিসেস চোপরার গলা শুনতে পেল রঙ্গন, 'শুধু চিকেন রোলে কি পেট ভরবে? আমি ওপর থেকে পায়েস পাঠিয়ে দিচ্ছি বরং।'

'আহা, যা হোক কিছু করো। ছেলেটার খিদে পেয়েছে! ঠিক আছে সেইন, আমি আসছি।' হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন চোপরা।

রঙ্গন ঘুরে বসল, 'তা হলে মিসেস চোপরা, আমাকে চলে যেতে হবে না?'

কচি খুকির মতো মুখ করলেন মিসেস চোপরা। 'ওঃ, হাউ নটি ইউ আর। রাগলে আমার মাথার ঠিক থাকে না, তাই বলে আমি কি সত্যি তাই মিন করেছি। তুমি বরং আমার সঙ্গে ওপরে এসো।'

'কেন?'

'আঃ, বোঝ না কেন? অফিস ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে তো! দাসবাবু জেলাস হবেন। খেয়ে নেবে এসো।' শিবলালকে ডেকে কিছু হুকুম দিয়ে চোপরাগিন্নি ওপরে চলে গেলে রঙ্গন হাসিতে ভেঙে পড়ল। ফার্স্ট রাউন্ডে সে জিতে গেছে। কিন্তু একটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। অথচ মিসেস চোপরার সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতেই হবে। সে ঠিক করল, দশ মিনিটের মধ্যে খাওয়া সারতে হবে।

জীবনে এই প্রথম ওপরে উঠল রঙ্গন। জব্বর সাজানো কিন্তু রুচিতে মোটা দাগ বোলানো। শোওয়ার ঘরে তাকে নিয়ে গেলেন মিসেস চোপরা। রঙ্গন দেখল রোগা লিকলিকে শরীরে কেমন যেন দুলুনি। পায়েসে চামচ রেখে সে বলল, 'এটা আপনার শোওয়ার ঘর?'

'হ্যাঁ। আমি ওর সঙ্গে শুতে পারি না। ভীষণ নাক ডাকে ওর।'

পায়েস মুখে দিয়ে রঙ্গন হাসল, 'মিস্টার চোপরার সঙ্গে আপনার বোধ হয় বয়সের অনেক পার্থক্য, তাই না।'

'পঁচিশ বছর।'

'অথচ আপনি এখনও সুন্দর।'

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েও এর চেয়ে সুন্দর ব্রাশ করতে পারত না। রীতা চোপরার শুকনো মুখে আলো ফেলল, 'কিন্তু ও বলে আমি খুব রোগা।'

'মোটেই না। বেঢপ মোটা আমার পছন্দ হয় না। আপনাকে স্লিম বলতে হবে।' পায়েস খেয়ে উঠে

দাঁড়াল রঙ্গন।

'ওমা এত তাড়াতাড়ি উঠবে কী?' রীতা চোপরা আপত্তি জানালেন।

'আমি হয়তো আপনাকে বিরক্ত করছি—।'

'মোটেই না। তোমার মতো হ্যান্ডসাম ইয়ং ম্যান, আমার ভাবতে খারাপ লাগছে যে, আমি তোমার সঙ্গে অনেক কটু ব্যবহার করেছি।'

'ও কিছু না, মিস্টার চোপরা বলেছেন বাপ ছেলের মধ্যে—।'

বাধা দিয়ে রীতা চোপরা বললেন, 'মোটেই না, আমি নিজেকে তোমার মা হিসেবে কখনই ভাবতে পারব না। তুমি পারবে?'

'কখনও না।' হেসে ফেলল রঙ্গন। এর চেয়ে বেশি আর কীসে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়? রীতা চোপরাকে কথা দিয়ে আসতে হল নতুন কোনও খাবার রান্না হলেই রঙ্গনকে ওপরে এসে খেয়ে যেতে হবে।

পার্ক স্ট্রিটে বাস থেকে নেমে জোর পায়ে হাঁটছিল রঙ্গন। একটা বেজে এক মিনিট। যদিও আর কিছুদিনের জন্যে তার নতুন কোনও ধান্দা করার কোনও মানে হয় না তবু নীপার জন্যেই তাকে যেতে হচ্ছে। যদি চোপরার কাজটা করে ফেলতে পারে তা হলে সতেরো হাজার টাকা পকেটে চলে আসবে। কিন্তু নীপা কি সতেরো হাজারে সন্তুষ্ট হবে? ওর বাপির বন্ধু স্বর্গের সিঁড়ির খরচ দেবে! খুব সোজা ব্যাপার যেন।

এয়ারকন্ডিশন্ড রেস্টুরেন্টের দরজা ঠেলা মাত্র মুখে ঠাণ্ডা আমেজ লাগল। বাঃ চমৎকার। বেশ ছায়া ছায়া ভেতরটা। সুদর্শন নারী-পুরুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। উর্দিপরা বেয়ারারা ঘুরছে। রঙ্গন দেখতে পেল ওদের। কোণের টেবিলে জাঁকিয়ে বসেছে ওরা। রঙ্গন এগোতেই তিন জোড়া চোখ ওকে বিদ্ধ করল। নীপা এর মধ্যে শাড়ি পালটাল কখন? নীপার মায়ের একই পোশাক। সেই চার ইঞ্চি জামা, কোমরের তলায় শাড়ির গিট। মাখনরঙা চর্বিঠাসা চামড়া উপচে পড়ছে উর্দ্ধাঙ্গে। আঠারো বছরের মেয়ের মতো ঝুঁটি বাধা চুল। আর ওদের মধ্যে যে লোকটি বসে আছে তার চেহারা বিশাল। যুল বার্নারের মতো পরিষ্কার কামানো মাথা, যেন মোটাসোটা শকুনের মতো দেখাচ্ছে। ইনিই তা হলে সূর্য আঙ্কল! নীপার ঠোঁট খুলল, 'ওঃ আজও তুমি লেট।'

সূর্য আঙ্কল হাত তুললেন, 'বেটার লেট দ্যান নেভার। এসো ইয়ং ম্যান, তোমার আশায় আমরা বসে আছি।'

চতুর্থ চেয়ারটায় সাবধানে বসল রঙ্গন। ভদ্রলোকের কথাটা শোনা মাত্র মাথায় ঝিমিঝিমি শুরু হয়েছিল! চেনাশোনা নেই, দুম করে লোকটা তাকে তুমি বলে সম্বোধন করল! সূর্য আঙ্কল বললেন, 'কিছু মনে করলে না তো, তুমি নীপার স্বামী, সেই সুবাদে তোমাকে ' তুমি' বলতেই পারি।'

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন নীপার মা, 'তুমি এত মজা করো সূর্য, ও কিছু মনে করতে যাবে কেন?'

সূর্য আঙ্কল কাঁধ নাচিয়ে চোখ টিপলেন। রঙ্গনের মনে হল বোধহয় লোকটা খারাপ নয়। বেশ হাসিখুশি জমাটি মানুষ। পঞ্চাশের ওপর যদি বয়স হয় তা হলে বলতে হবে শরীরটা ফিট রেখেছেন। নীপার বাপির মতো বুড়িয়ে যাননি।

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'এরা ভাই অদ্ভুত লোক। আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল না যখন নিজেরাই সেটা সেরে ফেলি। আমার নাম সূর্য মিত্র। বছর খানেক হল জার্মানি থেকে ফিরেছি। নীপাকে যখন শেষবার দেখেছি তখন ও এইটুকুন ছিল। আর তুমি রঙ্গন সেন। ওকে?'

বলার ধরনে রঙ্গন হেসে ফেলল। নীপার মা মুখ ভার করে বললেন, 'জানো সূর্য, নীপার জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। ও যে চট করে এমন একটা কাজ করে ফেলবে ভাবতে পারিনি।'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'প্রেমের জয় সর্বত্র। একজন রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এলেন প্রেমিকার জন্যে। কী বলো নীপা! হু? তা তুমিও কি জীবনে প্রেমকে অস্বীকার করতে পারো সুধা?'

রঙ্গন দেখল নীপা একটুও প্রতিবাদ করল না। লাজুক মেয়ের মতো মুখ নামিয়ে রেখেছে। নীপার

মা বললেন, 'আঃ তুমি আর ধুনোর গন্ধ দিয়ো না। যা বলছিলাম, রঙ্গন ছেলে হিসেবে মন্দ নয়। কিন্তু ওকে তো রোজগার করতে হবে। যা মাইনে পায় তাতে নীপাকে নিয়ে একটা ভাল ফ্ল্যাটে যে থাকবে তার উপায় নেই!'

সূর্য আঙ্কল তুড়ি মেরে বেয়ারাকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিয়ে, রঙ্গনের দিকে তাকালেন, 'তা তুমি ভাল রোজগার করতে চাও?'

রঙ্গন হাসল, 'শুনলেন তো!'

'সে তো ওঁর কথা, তুমি কী বলো?'

নীপা এবার ঝাঁজিয়ে উঠল, 'তুমি নিজে রোজগার করতে চাও কি না তা সূর্য আঙ্কলকে বলতে পারছ না? আশ্চর্য!'

রঙ্গন বলল, 'কী আশ্চর্য! রোজগার করতে কে না চায়? আমি নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম নই। বেশি টাকা পকেটে এলে বেশি আরাম পাওয়া যায় যখন—তখন আমি টাকা রোজগার করতে চাইব না?'

'সাবাস! এবার তোমার সঙ্গে কথা হতে পারে। আমি শুনেছি তুমি ট্যাক্স কনসালটেন্ট অফিসে আছ এবং তোমার কাজ হচ্ছে অনেক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা। তাই কি?' সূর্য আঙ্কল বাঁ পকেট থেকে একটা হাতির দাঁতের কাজ করা বাক্স বের করে সেখান থেকে চুরুট বেছে নিলেন। তারপর বন্ধ করতে গিয়ে বাক্সটা এগিয়ে ধরলেন রঙ্গনের সামনে। রঙ্গন হেসে ঘাড় নাড়ল, সে খাবে না।

অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ বের হল চুরুট থেকে। নীপার মা নাক টেনে বললেন, 'আঃ ফাইন!'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'আজই আনিয়েছি। হ্যাঁ, বলো?'

প্রশ্নটা রঙ্গনকে। রঙ্গন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

বিশাল হাতের মুঠো খুললেন, সূর্য আঙ্কল, 'ব্যাস। তুমি পারবে। শুধু একটু উদ্যোগী হতে হবে, তা হলেই পৃথিবীটা তোমার পকেটে চলে আসবে। আমি বুঝতে পারি না বাঙালি ছেলেরা কেন পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। অথচ জার্মানিতে অন্য চেহারা।'

এই সময় চা এবং খাবার এল। রঙ্গন দেখল ভদ্রলোকের পছন্দ আছে। এইসব খাবার ইংরেজি ছবিতেই সে দেখেছে। এখানেও যে পাওয়া যায় তা জানা ছিল না। এই খাবার সূর্য আঙ্কলের পোশাকের সঙ্গে চমৎকার মানায়। ব্রাউন রঙের কর্ডের জ্যাকেট পরেছেন সূর্য আঙ্কেল। ওটা যে বিদেশে তৈরি, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। হাতের ঘড়িটায় নানান রকম কাজ। এই ভদ্রলোক যদি বাংলায় কথা না বলতেন তা হলে বিদেশি বলে স্বচ্ছন্দে চালানো যেত। মাথা কামানো বলে এমন একটা স্মার্টনেস এসেছে যা বাঙালির নেই। নীপার মা খাবার পরিবেশন করছিলেন, সূর্য আঙ্কল বললেন, 'নো, আমি ক্রিম খাব না। শুধু চা।'

নীপার মা যেন আঁতকে উঠলেন, 'সেকী! এত খাবার বললে কার জন্যে? প্লিজ, না বোলো না।'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে বিদেশিনীদের পার্থক্য এখানেই। ওরা কখনও জোর করে না।'

নীপার মা কপট গলায় বললেন, 'কখনও না?'

'না।'

'অসম্ভব। তা হলে বিয়েগুলো হচ্ছে কী করে?'

'কারণ তারা দুজনেই চাইছে বলে। ছেলেটি এড়াতে চাইলে কোনও মেয়ে জোর করে তাকে ধরে রাখবে না, এটা তার অপমান।'

সূর্য আঙ্কলকে ভাল লাগছিল রঙ্গনের। বেশ স্পষ্ট কথা বলেন। দীর্ঘকাল বিদেশে থেকে ওর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে সূর্য আঙ্কল বললেন, 'নাউ রঙ্গন, তুমি কি এখন ব্যস্ত? তা হলে আমরা কাজের কথা বলতে পারি।'

রঙ্গন কিছু বলার আগেই ডান পায়ে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করল। কোনওদিকে না তাকিয়েও রঙ্গন বুঝতে পারল এটা কার সংকেত। সে দ্রুত মাথা নাড়ল, ঠিক আছে। সঙ্গে সঙ্গে নীপার দিকে তাকাতে একটা তৃপ্ত মুখ দেখতে পেল। হাত নেড়ে বেয়ারাকে ডাকলেন সূর্য আঙ্কল, 'বিল!'

হঠাৎ বাঁ পায়ে চাপ লাগতে রঙ্গন অবাক হয়ে শাশুড়ির দিকে তাকাল। নীপার মা চোখ ইঙ্গিত

করছেন কিছু। প্রথমে ধরতে পারেনি রঙ্গন। সেটা বুঝতে পেরে মহিলা একটু ঝুঁকে এলেন। রঙ্গন বাধ্য হল কান এগিয়ে দিতে, চাপা স্বরে নির্দেশ শুনল, 'তোমার কি ভদ্রতাবোধও নেই। সূর্য আমাদের গেস্ট, বিলটা পে করো!'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'কী হল?'

নীপার মা চকিতে সোজা হয়ে বললেন, 'রঙ্গনকে বলছিলাম আর তোমার চিন্তা নেই, এবার ফ্ল্যাট দেখো।'

কিন্তু ততক্ষণে পাথর হয়ে গিয়েছে রঙ্গন। শাশুড়ি ঠাকরুন কী কথা শোনালেন? তার পকেটে পাঁচটা টাকাও নেই অথচ বিল হবে কত কে জানে? সে মেটাবে কী করে? এই দামি রেস্টুরেন্টে এত ভাল খাবার নিশ্চয়ই পাঁচ টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে না। মেরুদণ্ডে কনকনানি শুরু হয়ে গেল তার। ওই না-দেখা বিলটাকে তার মিসেস গুপ্তার কুকুর সুইটির মতো মনে হল। তার গলার টুঁটি ছিঁড়বার জন্যে যেন ওত পেতে রয়েছে।

শাশুড়ি ঠাকরুন এখন এক দৃষ্টিতে চেয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছেন। সে যদি ওর অবাধ্য হয় তা হলে কয়েকদিন ধরে মুণ্ডুপাত চলবে। রঙ্গন ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যাশ কাউন্টারটার দিকে তাকাল। বিল আসার আগে ওখানে গিয়ে অনুরোধ করলে কেমন হয়। পরে এসে দিয়ে যাবে সে। ওরা কি রাজি হবে? আর তখনই বেয়ারা ট্রে নিয়ে ফিরে এল। টেবিলে সেটা রাখতেই রঙ্গনের পেটে মোচড় দিয়ে উঠল, নিরানব্বুই টাকা বাষট্টি পয়সা। সে দেখল সূর্য আঙ্কল পার্স খুলে একটা একশো টাকার নোট অবহেলায় ট্রেতে ফেলে দিলেন। মুখ ফেরাতে শাশুড়ির জ্বলন্ত দৃষ্টি তাকে পুড়িয়ে দিল। অত্যন্ত সাহসে রঙ্গন সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কী আশ্চর্য, আপনি দিচ্ছেন কেন? এ ভারী অন্যায়।' কথাগুলো বলার সময় তার একটা হাত হিপ পকেটের ওপর চলে গেল। সূর্য আঙ্কল বেয়ারাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করে উঠে দাঁড়ালেন, 'চলো। আমরা হোটেলে যাই।'

রঙ্গনের মনে হচ্ছিল ওর শরীরের প্রতিটি কোষ যেন কবর থেকে ফিরে এল প্রাণ পেয়ে। সে নীপার মায়ের দিকে তাকিয়ে ক্যাবলার মতো হাসল, যার কোনও মানে হয় না।' নীপার মায়ের মুখ এখন গম্ভীর। কিন্তু রঙ্গন লক্ষ করেছিল সূর্য আঙ্কল ব্যালেন্সটা ফেরত নিলেন না। বেয়ারাটা যা পেল রঙ্গনের পকেটে তাও নেই।

সূর্য আঙ্কল আর নীপার মা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। নীপা চট করে সরে এল রঙ্গনের কাছে, 'এই শোনো, সূর্য আঙ্কল যা বলছেন তাই শুনবে। আমি আর পারছি না, এই কথাটা মনে রেখো।'

বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়ল রঙ্গন, 'ঠিক আছে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব না। ওটা খারাপ দেখায়। আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও বরং। আর কী হল ফোনে জানিয়ো।' নীপার গলার স্বর মোলায়েম। ফুটপাত ধরে কিছুটা এগিয়ে সূর্য আঙ্কল ফিরে দাঁড়ালেন ওদের জন্যে। হঠাৎ নীপা বলল, 'এই পঞ্চাশটা টাকা দাও তো।'

'প-প পঞ্চাশ?'

'হ্যাঁ। যাওয়ার সময় একটা জিনিস কিনে নিয়ে যাব।'

গলা শুকিয়ে গেল রঙ্গনের, 'এত টাকা আমার কাছে নেই।'

'আবার মিথ্যে কথা? তোমার কি একটুও লজ্জা হয় না? একশো টাকার বিল দিতে চাইছিলে আর পঞ্চাশ টাকা নেই বলছ?' গনগনে গলার স্যাঁকা খেল রঙ্গন। আর তখনই তার চোখে একটা খালি ট্যাক্সি পড়ল। হাত বাড়িয়ে সেটাকে থামিয়ে সে ডাকল, 'এসো।'

ওপাশ থেকে নীপার মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওমা, তুই কোথায় চললি? হোটেলে যাবি না?'

ততক্ষণে গটগট করে নীপা ট্যাক্সিতে উঠে শব্দ করে দরজা বন্ধ করেছে। কোনও কথা না বলে ওর গাড়িটা চলে গেলে রঙ্গন এগিয়ে এল। নীপার মা খুব অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে? খুকি ওভাবে চলে গেল কেন?'

রঙ্গন একটু ইতস্তত করে বলল, 'শরীরটা বোধহয় ঠিক নেই।'

'শরীর ঠিক নেই? কখন খারাপ হল? কী হয়েছে?'

'মানে—আমি।' তোতলাল রঙ্গন।

'চমৎকার! শরীর খারাপ দেখেও তুমি ছেড়ে দিলে?'

'না, মানে তেমন শরীর খারাপ নয়। মেয়েদের ব্যাপার তো!' রঙ্গন চোখ কান বুজেই কথাটা বলে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলেন সূর্য আঙ্কল। নীপার মা যেন একটু দমে গেছেন, কোনও রকমে বললেন, 'ও তোমাকে বলে গেল? সত্যি, আজ-কালকার মেয়েদের আমরা বুঝতে পারি না সূর্য!'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'আরে বাবা, স্বামীকে বলবে না তো কাকে বলবে।'

রঙ্গনের হঠাৎ একটা তৃপ্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। নীপার ব্যাপারে তার সন্দেহটাই তা হলে ঠিক। না হলে তার মিথ্যে কথাটা শুনে ওর মা চমকে উঠতেন। নীপার শরীরে সন্তান এলে তা এতদিনে নীপার মায়ের কাছে চাপা থাকবে না। তা হলে ওই মেয়েলি শরীর খারাপের খবরটাকে এত স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতেন না উনি। ভারমুক্ত ঘোড়ার মতো পার্ক স্ট্রিটটা পেরিয়ে এল রঙ্গন।

আজ সকাল থেকে একটার পর একটা কাণ্ড ঘটছে। পার্ক হোটেলের সাজানো ঘরে বসে রঙ্গনের মনে হল, ভাগ্যদেবী তাকে বড়লোক না করে ছাড়বেন না। না হলে মিস্টার গুপ্তার মতো পার্টির কাছে পৌঁছোনো তার কল্পনার বাইরে ছিল। মিসেস গুপ্তা একটা অদ্ভুত রহস্যের মধ্যে তাকে রেখেছেন। ওঁর কাছ থেকে কী প্রস্তাব আসবে কে জানে। বড়লোকের গিন্নী যখন তখন খালি হাতে যে ফিরতে হবে না তা বুঝতে পারছে। এদিকে আজ থেকে মিসেস চোপরার ব্যবহারও পালটে গেল! কল্পনা করা যায়? তারা এখন নামী হোটেলের দামি স্যুটে বসে বিয়ার খাচ্ছে। কপালটা যেন আচমকা খুলে গেল।

বরফঠাণ্ডা বিয়ারটা খেতে মন্দ লাগছে না। উলটোদিকের সোফায় শরীর এলিয়ে বসে আছে সূর্য আঙ্কল। বিয়ার খাওয়ার জন্যে উনি গ্লাস ব্যবহার করেন না। বাঁ হাতে বোতলটা ধরে ঢক ঢক করে গলায় ঢালছেন। নীপার মা একটু ভারমুখ নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন ডানদিকের সোফায়। ঘরে ঢুকে সূর্য আঙ্কলই বিয়ারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সংকোচ এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। আর কী আশ্চর্য; নীপার মা হঠাৎ উদার হয়ে বললে, 'লজ্জা করছ কেন, তুমি তো আর খাও না এমন নয়! ছেলেমেয়েরা সাবালক হলে এ সব সংকোচ করার কোনও মানে হয় না।'

তারপরেই দেড় গ্লাস বিয়ার পেটে গেছে রঙ্গনের। মেজাজটা এখন চমৎকার। এবার নড়েচড়ে বসলেন সূর্য আঙ্কল, 'তুমি আমার সম্পর্কে বোধহয় কিছু জানো না। সুতরাং প্রথমে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা তোমার জানা দরকার। আমি বিদেশে আছি পঁচিশ বছর। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তিলে তিলে আমার ব্যবসাকে ছড়িয়ে দিয়েছি বার্লিন থেকে জুরিখ, রোম, লন্ডন এবং ন্যুয়র্ক। ওদেশের আটটা শহরে এখন আমার ব্যবসা, মোট এক হাজার লোক আমার কাছে কাজ করে। তুমি হয়তো জানো না। টাকার কোনও অভাব নেই ওখানে। হঠাৎ কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছিল হাজার হোক আমি বাঙালি, কিন্তু দেশের জন্যে কিছুই করিনি আমি। যত চিন্তা করতে লাগলাম তত এক ধরনের অপরাধবোধ আমায় আচ্ছন্ন করল। আমার এত টাকা কিন্তু আমার দেশের জন্যে কিছুই করলাম। কিছু দিন আগে ব্যবসার কাজে আমায় টোকিও আসতে হয়। সেখান থেকে চট করে চলে এলাম এখানে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম প্রচুর সুযোগ আছে কাজ করার। সরকারের কাছ থেকে যে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না তা টের পেলাম। অবশ্য আমার সাহায্যের দরকারও নেই। তিন-চারটে আইডিয়াও খেলে গেল মাথায়।'

বিয়ারের বোতলটা শেষ করে হাতের উলটোপিঠ দিয়ে মুখ মুছলেন সূর্য আঙ্কল। মুগ্ধ হয়ে শুনছিল রঙ্গন। কৃতি পুরুষ বোধহয় একেই বলা হয়। একজন বঙ্গসন্তান য়ুরোপ-আমেরিকায় সাম্রাজ্যস্থাপন করেছেন। সূর্য আঙ্কল বললেন, 'ফিরে গিয়ে এমন ব্যবস্থা করলাম যাতে বছর খানেক আমি না থাকলে ওখানকার ব্যবসার কোনও ক্ষতি না হয়। ইসাবেল আমাকে খুব সাহায্য করেছে। ও চমৎকার বোঝে ব্যবসাটা। তা ছাড়া ইসাবেল আমার স্ত্রী।' কথাটা শেষ করে য়ুল বার্নারের মতো নীপার মায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁধ নাচালেন সূর্য আঙ্কল, 'তুমি আবার জেলাস হয়ো না, প্লিজ!'

এইটে অবশ্য খুব খারাপ লাগল রঙ্গনের। ওঁর স্ত্রী ভাল ব্যবসা বুঝলে নীপার মা কেন জেলাস হতে যাবেন? তারপরেই মনে হল বিদেশিরা অবশ্য এ সব ব্যাপার ঠাট্টার সঙ্গেই বলে থাকে। এবং এক্ষেত্রে

সূর্য আঙ্কল বিদেশি ছাড়া আর কী!

'হ্যাঁ, এবার আমি চলে এলাম ভারতবর্ষে। আমার প্রথম উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধির চেষ্টা করা। সেটা কী করে সম্ভব? এমন একটা ব্যবসা করব যাতে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আমি সমস্ত কাগজপত্র রেডি করে ফেলেছি। দিন তিনেকের মধ্যে কাজ শুরু করব।' কথাগুলো বলতে বলতে মেঝে থেকে একটা দামি ব্রিফকেস তুলে কোণে রেখে ডালা খুলছিলেন সূর্য আঙ্কল। তারপর একটা সুন্দর ছাপানো ফর্ম বের করে সেটাকে নামিয়ে রাখলেন। রঙ্গন বুঝতে পারছিল না এইসব পরিকল্পনার মধ্যে সে কী করে আসছে।

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'আমি দেখেছি এদেশে বিদেশিরা এলে বড় বড় শহরগুলো ছাড়া কোথাও যেতে পারে না। থ্রি স্টার হোটেলও সব জায়গায় নেই। ওরা প্রচুর ডলার পাউন্ড পকেটে নিয়ে আসে কিন্তু তার বদলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই আরাম চাইবে। ভারতবর্ষের হিমালয়ের কোলে এমন অনেক সুন্দর জায়গা রয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেইরকম একটি জায়গা বেছেছি। থ্রি স্টার হোটেল যদি খোলা যায় তা হলে বিদেশিরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যে সেখানে হামলে পড়বে। বরফে ঘেরা ওই জায়গায় কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন হাতের মুঠোয়। কিন্তু কোনও গাড়ির রাস্তা তৈরি হয়নি। আমি সেটাকেই কাজে লাগাব। হেলিকপ্টারে করে ট্যুরিস্টদের নিয়ে যাব আমার হোটেলে। ওরা ওখানে সবরকম আরাম পাবে। ভারতবর্ষে এইরকম হোটেল দ্বিতীয়টি নেই। লক্ষ লক্ষ ডলার আসবে হাতে।' আর একটা বিয়ারের বোতল তুলে নিয়ে সূর্য আঙ্কল বললেন, 'কীরকম লাগছে?'

'অদ্ভুত।'

মাথা দোলালেন সূর্য আঙ্কল। আমার টোটাল বাজেট এক কোটি তিন লক্ষ টাকা। ছয় মাসের মধ্যে হোটেল চালু হবে। পঞ্চাশ জন ট্যুরিস্টের থাকার সুন্দর ব্যবস্থা। প্রতিদিনের জন্যে হেলিকপ্টার সার্ভিস নিয়ে একশো ডলার নেব। ওদের কাছে এটা খুব সস্তা। এতে বছরের শেষে লাভ হবে দেড় কোটি টাকা। সমস্ত খরচা বাদ দিয়ে। এই প্রজেক্টের জন্যে দেড় কোটি টাকা আমি সুইস ব্যাঙ্কে রেখেছি। সবকিছু ফাইনাল করার পর মনে হল প্রতিবছর দেড় কোটি টাকা লাভ হবে তা নিয়ে আমি কী করব? এত টাকার আর দরকার নেই আমার। যেটাতেই হাত দিই সেটা থেকেই টাকা আসে। রিয়েলি, আমি টাকা পেতে পেতে ক্লান্ত। কী হবে এই নতুন ভেঞ্চার করে। কার জন্যে রাখব? আমার তো সন্তান নেই। বরং ওই টাকা বোঝার মতো বাড়বে। ঠিক তখনই আমার মাথায় ক্লিক করল। আমি সাধারণ মানুষকে ইনভলভ করব এই প্রজেক্টে। পঞ্চাশ লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি করব পাবলিকের কাছে। মিনিমাম শেয়ার পাঁচ হাজার। বাকি তিপান্ন লাখ টাকা আমার ইনভেস্টমেন্ট। শতকরা আটচল্লিশ টাকা ডিভিডেন্ড হিসেবে পাবে সবাই প্রত্যেক বছরে। আমার সুইস ব্যাঙ্ক ওই টাকার গ্যারান্টি দেবে। কেনা শেয়ার বিক্রি করতে হবে আমাকেই। সেটা একমাসের নোটিসেই করা যাবে। পাবলিকের কোনওরকম রিস্ক নেই। এই প্রজেক্ট থেকে যে বিরাট প্রফিট আসছে তা এই ভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা যাবে।' লম্বা বক্তৃতা দিয়ে নেভা চুরুট আবার ধরালেন সূর্য আঙ্কল।

এতক্ষণ পরে নীপার মা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও ভগবান! এত লাভ তো ব্যাঙ্কে রাখলেও হয় না। ব্যাঙ্ক দেয় এগারো পার্সেন্ট যাট মাস টাকাটা রাখলে। তুমি দিচ্ছ আটচল্লিশ! ভাবা যায় না। দারুণ বিজনেস। কোনও ঝুঁকি নেই, খাটুনি নেই, শ্রমিক বিক্ষোভ নেই, বসে বসে আটচল্লিশ পার্সেন্ট প্রফিট করো। আচ্ছা, আমি যদি, পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনি তা হলে কত পাব বছরে? চব্বিশ হাজার, না? উঃ, দারুণ। কিন্তু এত দেবে কী করে তুমি?'

সূর্য আঙ্কল মাথা নাড়লেন, 'পরিষ্কার হিসেব। এক কোটি নিয়োগ করে যদি দেড় কোটি টাকা লাভ হয় তা হলে পাবলিকের পঞ্চাশ লাখে হবে পঁচাত্তর লাখ। ক্যাপিটাল পঞ্চাশ লাখ যে-কোনও মুহূর্তে ফেরত দিতে হতে পারে তাই ওটা সরিয়ে রাখব আলাদা। তা হলে পঁচিশ লাখ। আমাকে শতকরা আটচল্লিশ হারে দিতে হচ্ছে চব্বিশ লাখ। কোনও অসুবিধে নেই। বাকি এক লাখ এস্টাব্লিশমেন্ট খরচ। কি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?'

রঙ্গন বলল, 'চমৎকার। কিন্তু কোনও কারণে যদি প্রজেক্টটা ফেল করে।'

সূর্য আঙ্কল হাসলেন, 'আজ অবধি আমি কখনও ব্যর্থতার মুখ দেখিনি। আর যদি করে তা হলে

আমার পাহাড় থেকে দুতিনটি পাথর গড়াবে। দেড় কোটি টাকা সুইস ব্যাঙ্কে রেখেছি তো সেইজন্যেই।'

টেবিলে রাখা ফর্ম তুলে নিলেন তিনি, 'এই হল শেয়ার কেনার ফর্ম। টাকা পাওয়া মাত্র আমরা সার্টিফিকেট ইস্যু করব। আমি চেয়েছিলাম শেয়ার সার্টিফিকেটে স্পষ্ট লিখে দেব যে, আমরা বছরে শতকরা আটচল্লিশ টাকা ডিভিডেন্ড দেব। কিন্তু সরকার আপত্তি করছে। ওটা লিখলে নাকি পাবলিক ব্যাঙ্কে টাকা জমাবে না। ফলে সার্টিফিকেটে ব্যাঙ্ক রেটটাই লিখতে হচ্ছে। আমি ইতিমধ্যে লিন্ডসে স্ট্রিটে একটা অফিস খুলেছি। বারোজন স্টাফ রেখেছি যারা এই সব টাকা পয়সার হিসেব রাখবে। শেয়ারহোল্ডাররা যদি মান্থলি ডিভিডেন্ড চায় তা হলে প্রতি মাসের এক তারিখে তাদের কাছে টাকাটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

রঙ্গনের খুব আফসোস হচ্ছিল। তার যদি মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকত তা হলে মাসে দু হাজার টাকা ডিভিডেন্ড পাওয়া যেত। পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিত জীবনটা। কিন্তু এই বিরাট রাজসূয় যজ্ঞে তার ভূমিকা কী? কাঠবিড়াল হবার যোগ্যতাও তো তার নেই।

হাসলেন সূর্য আঙ্কল। যেন রঙ্গনের মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, 'আমি তোমাকে দুটো প্রস্তাব দিচ্ছি। এখানে আমার খুব বিশ্বাসী কয়েকজন লোক দরকার যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আমি তাদের সুখে রাখব। তোমাকে তাদের একজন হিসেবে বেছে নিতে পারি। তুমি যদি চাও তা হলে ওই হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে পারো। বছরে একমাস ছুটি আর পাঁচ হাজার ডলার মাইনে। ঠাণ্ডায় হয়তো কষ্ট হবে, একা থাকতে হবে কিন্তু টাকাটা কম নয়। বছরে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। দ্বিতীয় প্রস্তাব হল, আমি এখানে এইসব শেয়ার বিক্রির দায়িত্ব দুজন এজেন্টের ওপর দিতে চাই। প্রতিটি এজেন্টকে পঁচিশ লাখ টাকার বিজনেস দিতে হবে। ব্যাপারটা কিছু নয়। পাবলিক জানতে পারলে নিজেরাই ছুটে আসবে শেয়ার কিনতে। যে এক লাখ টাকা এস্টাব্লিশমেন্ট চার্জ হিসেবে রেখেছি, তা এই দুজন এজেন্টের মধ্যে ভাগ করে দেব। আর অফিসের স্টাফদের মাইনে, ঘর ভাড়া দেওয়া হবে হোটেলের গ্রস ইনকাম থেকে। তার মানে তুমি যদি আমার একজন এজেন্ট হও, তা হলে বছরে পঞ্চাশ হাজার পাবে। তুমি নীপার স্বামী, তোমাকে আমি প্রথমে সুযোগ দিতে চাই।' সূর্য আঙ্কলের কামানো মাথার বড় বড় চোখ সার্চলাইটের মতো জ্বলছিল। রঙ্গনের শরীরে যেন এক ফোঁটা জল নেই। মধ্যাহ্নের মরুভূমিতে বয়ে যাওয়া হা হা বাতাসের মতো হয়ে গেছে বুকটা। এত টাকা? বছরে পঞ্চাশ হাজার! তার মানে মাসে চার হাজারের ওপর। মাথাটা ঘুরে উঠল রঙ্গনের। এক হাজার টাকার ফ্ল্যাট, গাড়ি, টিভি, ফ্রিজ—এ সব কিছুই আর হাতের বাইরে থাকবে না। চোরের মতো মদ খেতে হবে না এবং নীপা তার বশ মানবে।

কোনও রকমে গলা পরিষ্কার করল রঙ্গন, 'আমাকে কী করতে হবে?'

'কোনটে পছন্দ হল?'

নীপার মা উঠে এলেন সূর্য আঙ্কলের পাশে। উত্তেজনায় ওঁর হাতের গ্লাস কাঁপছে। বোধহয় চুমুক দেওয়ার কথাও ভুলে গেছেন। বললেন, 'এজেন্ট, এজেন্ট করে নাও রঙ্গনকে। হোটেলের ম্যানেজার হতে হবে না ওকে।'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'কেন?'

'না বাবা, নির্জন পাহাড়ে একগাদা সাহেবমেমের সঙ্গে থাকতে হবে, কোত্থেকে কী হয়ে যায় তার ঠিক কী! পুরুষ মানুষের মতিগতির ঠিক নেই। তা ছাড়া আমার মেয়ে ওখানে সারা বছর পড়ে থাকতে পারবে না।' শিশুর মতো মুখ করলেন নীপার মা।

প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন সূর্য আঙ্কল, 'অলরাইট। তুমি তা হলে এই প্রজেক্টের এজেন্ট হয়ে থাকতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কী করতে হবে যদি বলে দেন!'

'সে তো বলবই। কিন্তু তুমি আছ কোথায় এখন?'

ঠিকানাটা বলল রঙ্গন।

'সঙ্গে আর কেউ আছে?'

'না। আমি ফ্ল্যাট খুঁজছি।'..

'বাঃ, চমৎকার। আমার লিভসে স্ট্রিটের অফিসে কুলোচ্ছে না। মিশন রোডে একটা রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট পেয়েছি। চারটে রুম, ফার্নিচার সমতে। ভাড়া চারশো কিন্তু সেলামি চাইছে দেড় লাখ। তুমি চলে এসো ওখানে। বাইরের বড় ঘরটায় আফিস করা যাবে আর ভেতরের তিনটে ঘর তোমরা ব্যবহার করবে।'

নীপার মা সূর্য আঙ্কলকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন, 'ও সূর্য, হাউ সুইট ইউ আর। আমার নীপার ভাগ্যে তোমার জন্যে খুলে গেল।'

রঙ্গন বাধা দেবার চেষ্টা করল, 'অত টাকা সেলামি।'

'সেটা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। মনে রেখো, পৃথিবীতে টাকার দাম সুযোগ সুবিধে এবং সময়ের দামের চেয়ে কখনও বেশি নয়।' সূর্য আঙ্কল হাসলেন, 'দু শো টাকায় দিল্লি ট্রেনে ঘুরে আসবে এবং তার জন্যে তিন দিন ব্যয় হবে। দু হাজার টাকায় প্লেনে একদিনে সে কাজ সেরে এলে তুমি দু দিন এগিয়ে থাকলে, এখন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। আমার কোম্পানি ওই ফ্ল্যাটের দায়িত্ব নিচ্ছে। তোমার কোনও চিন্তা নেই।'

ওই দিনটির কথা সারাজীবন মনে রাখবে রঙ্গন। রাত্রে নিজের বিছানায় শোয়ার সময় মনে হচ্ছিল প্রত্যেক মানুষের জীবনে বোধহয় এরকম দিন একবার আসেই। যে সুযোগ কাজে লাগাতে পারল সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল, যে পারল না সে ওই দাসবাবুর মতো ঠুক ঠুক করে অন্যের লেখা টাইপ করে গেল সারাজীবন।

সূর্য আঙ্কল সারাটা সন্ধে তাকে পাখিপড়া করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভেবে দেখেছে রঙ্গন। এই সার্টিফিকেট প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারকে নিশ্চিত রাখবে। কোনওরকমে ঝুঁকি নেই। যার কাছে সে প্রস্তাব করবে সে-ই এক কথায় রাজি হয়ে যাবে। চোপরার কাছে কাজ করে একটা সুবিধে হয়েছে যে অনেক টাকাওয়ালা লোকের সান্নিধ্য পেয়েছে। সূর্য আঙ্কল এও বলেছেন, শেয়ারহোল্ডাররা নিশ্চিন্ত থাকবে যে তাদের নিয়োগ করা টাকার কথা কেউ জানতে পারবে না। সেক্ষেত্রে দু'নম্বর টাকার মালিকরা বেশি উৎসাহিত হবে। এটা অবশ্য পছন্দ করছেন না সূর্য আঙ্কল, তিনি চান সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ বেশি এগিয়ে আসুক। মনে মনে একটা লিস্ট তৈরি করছিল রঙ্গন যাদের কাছে সে প্রস্তাব করবে। পঁচিশ লাখ তোলা এমন কিছু ব্যাপারই নয়। আর এই কাজ করেও সে চোপরাদের চাকরিটা চালিয়ে যেতে পারে। তা হলে মাসে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার হয়ে যাবে। উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না রঙ্গনের। আর ঠিক তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানের কাছে নিয়ে আসতেই নীপা কথা বলল, 'মায়ের মুখে সব শুনলাম।' একটুও জ্বালা কিংবা ক্রোধ নেই গলায়। এ যেন অন্য নীপা।

'হ্যাঁ। আমি তোমাকে দু'বার ফোন করেছিলাম, লাইন পাইনি।'

'কী জানি! আমি ভাবলাম হয়তো ভুলে গেলে।'

'যাঃ। এই নীপা, তুমি খুশি?'

'খু-উ-ব। অ্যাদ্দিনে তোমাকে ঠিক মানাবে। আমি কিন্তু আর একটা দিনও এখানে থাকতে পারব না। ফ্ল্যাটের পোজিশন তুমি কবে নিচ্ছ?'

'কবে নেব বলো?'

'কাল। আমি সূর্য আঙ্কলকে হোটেলে ফোন করছি।'

'বেশ। আমি আর ভাবতে পারছি না। কাল রাত থেকে শুধু তুমি আর আমি, ওঃ।' রঙ্গন আন্তরিক গলায় কথাগুলো বলল।

'যাও। অ্যাদ্দিন ঝুলিয়ে রেখে এখন আদিখ্যেতা হচ্ছে। ঠিক আছে, এখন রাখছি, কাল সকালে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নেব। বাই।'

রঙ্গনের কানে যেন মধু বর্ষণ করল নীপা। এখন আর কোনও দ্বিধা নেই, নীপা যে স্রেফ ভয় দেখিয়ে বিয়েটা সেরে নিয়েছে তা মনে রাখার কোনও মানে হয় না। চিত হয়ে শুতে না শুতেই টেলিফোন

বাজল।

'কে সেইন? কী ব্যাপার? এতক্ষণ বাড়িতে ছিলে না নাকি? শোনো, আমি ওই কেস নেব। ইয়েস! মোটামুটি কথাবার্তা হয়ে গেছে। তুমি কালই ক্লায়েন্টকে আসতে বলো। ঘোষ সাহেব রিটায়ার করছে সামনের মাসে। তার আগেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেল। ডোন্ট ওরি গুড বয়, তুমি তোমার টাকা ঠিকই পাবে। তবে ওটা তাড়াতাড়ি হলেই ভাল, তাই না? তা কাল কখন আসছে?'

চোপরা সাহেবের নিশ্বাস নেবার সময় হলে রঙ্গন গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনাকে আমি কাল জানাব। গুড নাইট।'

চোপরা সাহেব বোধহয় স্বপ্নেও কল্পনা করেননি রঙ্গন তার সঙ্গে এভাবে কথা বলবে। দিন তো বদল হয়, রঙ্গন মনে মনে বলল, ওঁর বোঝা উচিত কম কথায় বেশি কাজ হয়। এই সময় রঙ্গনের খেয়াল হল মি. গুপ্তাকে জানানো দরকার চোপরা তাঁর শর্তে কাজ করতে রাজি হয়েছে। মি. গুপ্তা তাঁর বাড়িতে টেলিফোন করতে বলেছিলেন। কিন্তু এখন এসবের আর কী দরকার আছে? পঞ্চাশ হাজার। না, মাথা নাড়ল রঙ্গন। টাকাকে কখনও অবজ্ঞা করতে নেই। চাকরিটা রেখে দিলে মাসিক আয় দাঁড়াবে পাঁচ হাজারেরও বেশি। অঙ্কটা মনে হওয়ামাত্র এই ঘরটাকে খুব ছোট লাগল রঙ্গনের। নীপার পক্ষে সত্যি খুব কষ্টকর হত এখানে থাকতে।

বিছানায় উঠে বসল রঙ্গন। খুব রাত হয়েছে কি? এখন মি. গুপ্তাকে টেলিফোন করা শোভন হবে? অত বড় ধনী মানুষের মন মেজাজ কখন কী রকম থাকে কে জানে! যদি তাঁর টেলিফোন ঘুম ভাঙায় তা হলে রেগে গিয়ে নাকচই হয়তো করে দেবেন। খানিকক্ষণ ইতস্তত করল রঙ্গন। তারপর মনে হল, টেলিফোন তো চাকর বাকররাও ধরতে পারে। যদি তেমন বোঝে পরিচয় না দিয়ে লাইন কেটে দেবে।

ডায়াল ঘোরাল সে। প্রথমে এনগেজড-শব্দ। তিনবারের বার রিং শুরু হল। দুবার-তিনবার-চারবার এবং তারপরেই রিসিভার উঠল ওপাশে, 'হেলো!'

শব্দটা কানে আসতেই শরীর অবশ হয়ে গেল রঙ্গনের। অত্যন্ত কড়া মাদকদ্রব্যে যেন অক্ষরগুলো চুবিয়ে ছুড়ে দেওয়া হল শব্দের আকারে তার কানে। রঙ্গন প্রাণপণে গলার স্বর সহজ করার চেষ্টা করল, 'হ্যালো! মি. গুপ্তা বাড়িতে আছেন?'

'কার সঙ্গে কথা বলছি?' জানতে হয় তাই যেন জানতে চাওয়া।

'আমি রঙ্গন, রঙ্গন সেন। আজ সকালে।'

'ওহো, হেয়ার ইউ আর।' চাপা হাসি যেন চলকে এল, 'তোমার বাড়িতে আর কেউ নেই যে রিসিভার ওঠায়?'

'না। আমি একাই থাকি।'

'ইজ ইট? আর ইউ নট ম্যারেড?'

ঢোঁক গিলল রঙ্গন। এ প্রশ্ন কেন? মহিলা তাকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু কেন? ওই ধনী মহিলার কী প্রয়োজন তার মতন সামান্য মানুষকে ফোন করবেন! তখন টেলিফোন নাম্বার উনি খুব নাটকীয়ভাবে নিয়েছিলেন। সারাদিন এই ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেনি। এখন মনে হচ্ছে মহিলা যে রকম ভঙ্গিতে উঠে গিয়েছিলেন তাতে টেলিফোন নাম্বারটা নেওয়ার কথা উনি মি. গুপ্তাকে জানাতে চাননি। এই লুকোচুরি কেন?

'হেলো?'

রঙ্গন একটু ইতস্তত করে বলল, 'নো। বিয়ে করিনি।'

'আই সি!' একটা শিস বাজল যেন শেষ শব্দটির রেশে।

এই রকম একটা মিথ্যে কেন জিভ থেকে বের হল এই মুহূর্তে রঙ্গন নিজেই বুঝতে পারছিল না। নীপার মুখ চোখের সামনে আসতেই ও আরও সংকুচিত হল। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল বিয়ে করেনি শুনে মহিলা খুশি হয়েছেন। নিজেকে বোঝাল রঙ্গন, এই ছোট্ট মিথ্যেটা তার জীবনে কোনও পরিবর্তন আনবে না। অতএব এটা যে সে বলেছে তা ভুলে যাওয়াই ভাল।

রঙ্গন বলল, 'মি. গুপ্তা আছেন?'

'নো! কিন্তু তিনি বলে গেছেন যদি তুমি টেলিফোনে সম্মতি দাও তা হলে আগামীকাল সকাল সাতটায় এখানে তিনি অপেক্ষা করবেন।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রঙ্গন, 'ধন্যবাদ। আমি সকালে ঠিক সময়ে আপনাদের বাড়িতে পৌঁছব। ঠিক আছে?'

'না, ঠিক নেই। মি. গুপ্তা বলছিলেন, তুমি নাকি মাত্র এক হাজার টাকা মাইনে পাও, মাত্র এক হাজার?'

'হ্যাঁ।' নীপা লক্ষবার বললেও যা হয়নি এই মুহূর্তে রঙ্গন যেন কেঁচো হয়ে গেল। সত্যি, টাকাটা এত সামান্য!

'স্ট্রেঞ্জ! আমার তো ওর চেয়ে বেশি কসমেটিকসে খরচ হয়। গুপ্তা তোমাকে কত দেবে বলেছে?'

'বারো হাজার।'

'গুড। কিন্তু আমি তোমাকে আরও বেশি দিতে পারি।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ। বাট ইউ স্যুট ওবে মি! আমার তোমাকে প্রয়োজন তাই তোমাকে টাকা দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই! স্পেশালি তোমার মতো একজন হ্যান্ডসাম ব্যাচেলারকে।' হাসির ঢেউ যেন এক জায়গাতেই পাক খেল।

হতভম্ব হয়ে গেল রঙ্গন। ওর মাথা ঝিমঝিমিয়ে উঠল।

'কী, কথা বলছ না কেন?'

'আমি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এটা না বোঝার কিছু নেই। তুমি কি টাকা চাও না?'

'হ্যাঁ, চাই, চাই।'

'দেন, কাল সকাল সাতটায় এখানে এসো না।'

'আসব না?' আঁতকে উঠল রঙ্গন। অতবড় ক্লায়েন্ট যেতে বলেছেন আর সে যাবে না? মাথা খারাপ নাকি!

'হ্যাঁ। তুমি সকালে অত্যন্ত ব্যস্ত। বেলা এগারোটার আগে কিছুতেই ফ্রি হতে পারছ না। আগে থেকে জানলে তুমি নিশ্চয়ই এই সময়টা খালি রাখতে। অতএব তুমি ঠিক এগারোটায় আমাদের এখানে আসছ। ওকে?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার তো কোনও দরকার নেই। আমি যা বলছি তুমি তাই করবে। ঠিক এগারোটার সময় এখানে আসবে। সকালে যদি কোনও টেলিফোন তোমার ওখানে আসে তুমি ধরবে না। মিঃ গুপ্তা দুপুর বারোটা পর্যন্ত প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকবেন কাল। অতএব তার সঙ্গে দেখা করতে হলে তোমাকে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই হবে। ওই এক ঘণ্টা আমার খুব দরকার। ক্লিয়ার?'

একটু একটু করে বোধগম্য হল রঙ্গনের। মহিলা তার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চান। সে হাসল, 'মি. গুপ্তা কি এটা পছন্দ করবেন?'

'কোনটা?'

'আপনার পরিকল্পনার কথা বলছি।'

'এটা আমার পরিকল্পনা নয়, তোমার সমস্যার সমাধান। আমি অবাধ্যতা পছন্দ করি না। মনে রেখো, আমার সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক রাখলে লাভ হবে তোমার। আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে—।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন।' তাড়াতাড়ি বলে উঠল রঙ্গন। যে কোনও রকম শাসানি তার খুব খারাপ লাগে।

'গুড। কী বলছিলে যেন, ও এটা পছন্দ করবে কি না? জেনে রেখো, যে কোনও পুরুষ স্ত্রীর সব জিনিস পছন্দ করে যতক্ষণ সেই স্ত্রী তার সেবাদাসী হয়ে থাকে। তুমি কি সত্যিই বিবাহিত নও?' হঠাৎ গলার স্বর পালটে গেল মিসেস গুপ্তার।

'হ্যাঁ' শব্দটা মরিয়া হয়ে উচ্চারণ করতে গিয়েও রঙ্গন দেখল যে 'নো' বলে ফেলেছে। আর তৎক্ষণাৎ লাইনটা কট করে কেটে গেল।

সওয়া দশটায় এসপ্লানেড থেকে রঙ্গন টেলিফোন করল। নীপা যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল তা ওর গলায় বোঝা গেল, 'কী ব্যাপার, আটটা থেকে তোমায় ফোন করে যাচ্ছি শুধু এনগেজড আর এনগেজড। কোত্থেকে কথা বলছ?'

'এসপ্লানেড। আমার টেলিফোনটা আজই গেছে।' মিথ্যে কথাটা খুব সহজেই বলে ফেলল। গতরাত থেকে যে রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছিল এটা বলা যায় না।

'শোনো, সূর্য আঙ্কলের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। উনি আজ বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি যাচ্ছেন। তবে তার আগে আমাদের ফ্ল্যাটটা খুলে দিয়ে যাবেন। তুমি আমাদের এখানে চলে এসো।'

'তোমাদের ওখানে?'

'হ্যাঁ। আর তো কোনও প্রবলেম নেই।'

'কিন্তু আমার যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'উঃ, কাজ দেখিয়ো না তো আমাকে?'

'না, না। এটা ওই প্রজেক্টের ব্যাপারেই।' আর একটা মিথ্যে এসে গেল জিভে। সঙ্গে সঙ্গে নরম হল নীপা, 'সত্যি? এত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করেছ তুমি! সূর্য আঙ্কল শুনলে খুব খুশি হবেন। তা হলে একটা নাগাদ পার্ক হোটেলে চলে এসো। আমি থাকব।'

ট্যাক্সি নিয়ে আলিপুরে চলে এল রঙ্গন। বাড়িতে যা ছিল তা কুড়িয়ে বাড়িয়ে এখন পালাল। আর ক'টা দিন তার পরেই পৃথিবী পকেটে চলে আসবে। রঙ্গন যখন মিস্টার গুপ্তার বাড়িতে উপস্থিত হল তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা। আজ দারোয়ান ওকে দেখামাত্র সেলাম করে গেট খুলে দিল। বন্দুক হাতে লোকটার মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। রঙ্গন কিছু বলার আগে দারোয়ান বললে, 'মেমসাব আছেন।'

সাদা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সেই কনকনে ঠাণ্ডাটা মেরুদণ্ডে. সুইটি গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে, দুটো লাল চোখ স্থির তার দিকে। আর তখনই ডাকটা ভেসে এল, 'সুইটি।' সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা পালটে গেল। বিশাল শরীরটা শিথিল হয়ে মুখ ফেরাল। যেন ভঙ্গিটা এই রকম, যাও এ যাত্রায় ছেড়ে দিলাম।

'হেলো!'

রঙ্গন দেখল মিসেস গুপ্তা সামনে দাঁড়িয়ে, হালকা লাল সিল্কের ঘাঘরা কোমর থেকে চাপা হয়ে নীচে লুটোচ্ছে। হাত-খোলা সাদা গেঞ্জি ওপরের স্বাস্থ্যকে কোনওমতে আটকে রেখেছে। ঠোঁটে যে হাসি তার অর্থ বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না। 'স্বাগতম।' তারপর ঘুরে হনহন করে চলে গেল করিডোর পেরিয়ে অপরপ্রান্তে। যাওয়ার আগে মুখের যে ইঙ্গিত, তাতে রঙ্গন বুঝতে পারল ওঁকে অনুসরণ করতে হবে।

এই ঘর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। দেওয়ালে সুন্দর কাজ, পায়ের তলায় দামি কার্পেট, লুকোনো কোণ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। হালকা, নীলাভ। মিসেস গুপ্তা একটি আরাম কেদারায় আলতো ভঙ্গিতে শরীর এলিয়ে দিয়ে রঙ্গনকে ইঙ্গিত করলেন বসতে। রঙ্গন দেখল ঘরে আর যে চারটি বসার জায়গা রয়েছে তাদের পায়া খুব নিচু, আরামদায়ক কিন্তু হাঁটু প্রায় ভাঁজ হয়ে আসে। রঙ্গন বসল। এবং তখনই তার মনে হল মহিলার আসন বেশ উঁচু হওয়ায় নিজেকে অনুগত প্রজার মতো মনে হচ্ছে। সে মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাতেই হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেল। নিশ্বাস স্বাভাবিক করতে প্রাণপণে চেষ্টা করল কিন্তু দুই চোখ এমনভাবে শত্রুতা করছে যে সে হার মানছিল।

মিসেস গুপ্তা বসেছেন একটু পাশ ফিরিয়ে, এক পায়ের ওপর আর এক পায়ের ওজন রেখে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে নিটোল হাঁটুর ওপর দু' ইঞ্চিটাক সিল্কি চামড়ায় ওই নীলাভ আলো ঠিকরে পড়ছে যেহেতু তাঁর ঘাঘরার একটা পাশ অনেকখানি দক্ষতার সঙ্গে কাটা। রঙ্গনের মনে হচ্ছিল সে অনন্তকাল এই অপরূপাকে দেখে যেতে পারে। যেহেতু তার আসন নিচু তাই দেখার আরামটাও বেশি।

'ওয়েল! লুক অ্যাট মাই ফেস। উঁ।'

শেষ শব্দটিতে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল রঙ্গন। তারপর মিসেস গুপ্তার মুখের দিকে তাকাল। অন্তত ছয়ফুট তফাতেও ওই মুখে অদ্ভুত নিস্পৃহতা লুকিয়ে রাখেননি।

'ইয়েস। তোমরা তা হলে গুপ্তার কাজ করতে রাজি হয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'এটা বেআইনি নয়।'

'আমরা আইনসম্মত করে দেব।'

'তার মানে তোমরা ব্ল্যাককে হোয়াইট করতে সাহায্য করো?'

'আমরা ক্লায়েন্টদের উপকার করে থাকি।'

কথাটা যেন ভাল লাগল এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মিসেস গুপ্তা। তারপর বসার ভঙ্গি পরিবর্তন করলেন। ওই সেকেন্ডের সামান্যতম ভগ্নাংশে রঙ্গনের মনে হল তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। দুই ইঞ্চি চার ইঞ্চি হয়েই যথাস্থানে ফিরে এল।

'ওয়েল আমায় কাছে দশ লাখ ক্যাশ আছে, তুমি এটাকে আইনসম্মত করে দিতে পারবে?'

'দশ লাখ ক্যাশ?' নার্ভাস-গলায় বলল রঙ্গন।

'ইটস নাথিং। গুপ্তার কাছে কিছুই না। কিন্তু আমি টাকাটাকে আলাদা রাখতে চাই।' দুটো ঠোঁট ছুঁচল করলেন মহিলা।

'মিস্টার গুপ্তা জানেন?'

বিরক্তির ছাপ পড়ল মুখে, 'এর সঙ্গে ওঁর কোনও সম্পর্ক নেই। আমি এইমাত্র বললাম টাকাটা আলাদা রাখতে চাই।'

এক মুহূর্ত ভাবল রঙ্গন, 'আপনার ট্যাক্স-ফাইল আছে?'

'নিশ্চয়ই। গুপ্তা এ ব্যাপারে খুব সতর্ক।'

'তা হলে যে কোনও হেডে ইনকাম বাড়িয়ে—'

'তুমি স্মার্ট বলেই এতক্ষণ ধারণা হচ্ছিল! আমার ট্যাক্স-ফাইল গুপ্তাই ডিল করে। টাকাটার কথা ওঁকে জানাতে চাইছি না।'

'ও।' এইবার মিইয়ে গেল রঙ্গন। ট্যাক্স-ফাইলে প্রতিফলিত হবে না। অথচ ব্ল্যাককে হোয়াইট করতে হবে, এই কায়দা স্বয়ং চোপরাও জানে না।

'আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখব।' রঙ্গন তল পাচ্ছিল না।

'হোক বা না হোক এটা যেন পৃথিবীর কেউ না জানে।' মিসেস গুপ্তা ঝুঁকে বসলেন, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি।'

রঙ্গনের চোখ জুড়ে এখন জোড়া সোনার তাল এক বৃন্তে কোনওমতে আটকে। গেঞ্জিটারই যেন প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। সে নিঃসাড়ে মাথা নাড়ল। সোজা হয়ে বসলেন মিসেস গুপ্তা, 'গুড বয়। আসলে কী জানো বাড়িতে টাকা রাখা খুব অস্বস্তিকর। গুপ্তা ভয় পায় যে-কোনও দিন সরকার রেড করতে পারে। তা ছাড়া টাকাগুলো ব্যাঙ্কেও রাখতে পারছি না, দিনের পর দিন যে টাকা এক পয়সাও বাড়ছে না। যে টাকা বাড়ে না সেটা বড় বোঝা।'

আর তখনই মাথার ভেতর বিদ্যুৎ চমকে উঠল। উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়াল। দারুণ আইডিয়া। এক ঢিলে দুই পাখি। রঙ্গনের মুখের চেহারা এবং ভঙ্গিতে প্রচণ্ড অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মিসেস গুপ্তা। বিস্ময় ওঁর কণ্ঠে স্পষ্ট, 'তুমি কি কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। আমার মাথায় দারুণ আইডিয়া এসেছে। আপনি একটা বিরাট প্রজেক্টের শেয়ার কিনতে পারেন ওই টাকায়। কোম্পানি আপনাকে ফরটিএইট পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড দেবে প্রতি বছরে। আপনার টাকা দু বছরেই ফেরত আসবে ডাবল হয়ে। কিন্তু কোম্পানি কখনওই আপনার নাম কাউকে জানাবে না।'

'ফরটিএইট পার্সেন্ট?'

'হ্যাঁ। টাকাটা যে মার যাবে না তার জন্য ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি থাকবে। ও ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত

থাকুন।'

'কিন্তু তাতে টাকাটা হোয়াইট হবে কী করে?'

'খুব সোজা। যখনই আপনার টাকাটা ডাবল হয়ে গেল তখনই আপনি পুরো টাকাটা ডিসক্লোজ করতে পারেন। বিশ লাখ টাকায় ট্যাক্স পেনাল্টি দিয়েও লাখ পাঁচেক হোয়াইট হয়ে যাবে। তা ছাড়া আরও অনেক রাস্তা আছে। আমি মিস্টার চোপরার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাতে পারি।' রঙ্গন উত্তেজিত।

'প্রোজেক্টটা কী?' মিসেস গুপ্তা সরু চোখে তাকালেন।

রঙ্গন ওঁকে যেটুকু জেনেছে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'এই কোম্পানির হয়ে সুইস ব্যাঙ্ক শেয়ারহোল্ডারদের গ্যারান্টি দিচ্ছে।'

'সুইস ব্যাঙ্ক? কেন?'

'কোম্পানির ওখানে অ্যাকাউন্ট আছে।'

'সুইস ব্যাঙ্ক।' মিসেস গুপ্তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবার, 'আমি এ সব কথা বিশ্বাস করব কী করে, তুমি এত কথা জানলে কোত্থেকে?' এইবার হাসল রঙ্গন। এই প্রথম মহিলার সামনে সে যেন আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেল, 'এই কোম্পানিতে আমি আজ থেকে জয়েন করছি এজেন্ট হিসেবে। কোম্পানির চেয়ারম্যান এখন কলকাতায়। আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন তা হলে জানাবেন। কারণ মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এত সুবিধে এবং নিরাপত্তার জন্যে মুহূর্তেই ওটা শেষ হয়ে যাবে। বিশ্বাসের কথা বলছেন? আপনাকে আমি সমস্ত কাগজপত্র দেব। তা ছাড়া আপনি হোটেলে ভিজিট করতে পারেন, শেয়ারহোল্ডার হিসেবে আপনি সেটা করতেই পারেন। তা ছাড়া সুইস ব্যাঙ্কে ইচ্ছে করলে ভেরিফাই করতে পারেন।'

'সুইস ব্যাঙ্ক।' মিসেস গুপ্তাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল, 'ওই সুইস ব্যাঙ্কে আমার ডিভিডেন্ড ট্রান্সফার করে দেওয়া সম্ভব?'

বিব্রত হল রঙ্গন। এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করা যায় কি না তা সে জানে না। সূর্য আঙ্কলকে না জিজ্ঞাসা করে কিছু বলা যাচ্ছে না। সে মাথা নাড়ল, 'এটা আমাকে জেনে বলতে হবে।'

মিসেস গুপ্তা শালিকের মতো হেঁটে এলেন রঙ্গনের সামনে। তারপর ডান হাতের তর্জনী রঙ্গনের বাঁ বুকে স্পর্শ করে বললেন, 'সেইন, ইউ আর রিয়েল গুড বয়। কিন্তু তুমি খোঁজ নাও যাতে আমি সুইস ব্যাঙ্কের সুযোগ পেতে পারি। তা হলে ওখানকার ট্যাক্স নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

রঙ্গন আঙুলের স্পর্শেই বোধহয় মাথায় কিছু রাখতে পারছিল না। সেটা বুঝতে পেরে মিসেস গুপ্তা ঠোঁট দুমড়ে আঙুল সরিয়ে নিলেন, 'এইসব কথা গুপ্তা জানছে না, তাই তো।'

মাথা নাড়ল রঙ্গন, না, কেউ জানছে না।

'রিয়েল গুডি ওয়ান।' রঙ্গনের মুখের কাছে মুখ তুলে আনলেন মহিলা। রঙ্গন কসমেটিকসের ঘ্রাণ পাচ্ছিল। নীপা, নীপা তাকে এভাবে কখনও কাঁপায়নি। সে ঘোলা চোখে দেখল মাত্র ইঞ্চি চারেক তফাতে মিসেস গুপ্তার মুখ। লাল ঠোঁট সামান্য ফাঁক হল, 'হ্যান্ডসাম ব্যাচেলার কী নেবে বলো?'

'যা দেবেন।' গলা শুকিয়ে কাঠ তবু বলতে পারল সে। এখন এই মহিলা চাইলে গোটা পৃথিবীটাকেই গ্রহণ করা যায়। দুটো উত্তপ্ত কিন্তু অবশ হাত ধীরে ধীরে সাহস কুড়োচ্ছিল।

'টু পার্সেন্ট। বিশ হাজার। গুপ্তার চেয়ে অনেক বেশি, তাই না? কিন্তু ওই একটা শর্ত, সুইস ব্যাঙ্কে ডিভিডেন্ড আমার নামে ডিপোজিট করতে হবে।' চট করে সরে গেলেন মহিলা। এবং কিছুই ঘটেনি এমন ভঙ্গিতে পায়চারি করতে করতে ডাকলেন, 'সুইটি।'

হঠাৎ বরফ জলে তলিয়ে গেল রঙ্গন। চেতনা শুদ্ধ হতে যেটুকু সময় তার মধ্যেই সুইটি দরজায় দাঁড়িয়ে। মিসেস গুপ্তা বললেন, 'আপ।'

সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য যুবকের মতো বিশাল লম্বা শরীরে ভার পেছনের পায়ে রেখে খাড়া হয়ে গেল সুইটি। মিসেস গুপ্তার দুটো চোখে প্রশস্তি, 'কিস মি সুইটি।'

প্রায় শরীরের সঙ্গে লেপটে গিয়ে সুইটি মিসেস গুপ্তার গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে নেমে এল মাটিতে। এবং নেমেই রঙ্গনের দিকে এমন একটা দৃষ্টিপাত করল যে দেখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মিসেস গুপ্তা

'লুক! কী হিংসুটে, খুব গর্ব না?' চড় মারার ভান করে মিসেস গুপ্তা বললেন, 'আমার মনে হয় এবার আপনার বাইরে গিয়ে মিস্টার গুপ্তার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত, তাই না? সুইটি ওঁকে যেতে দাও।'

বাইরে বেরিয়ে আসা ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না। দরজা পেরিয়ে সে যখন সামান্য বাইরে তখন মিসেস গুপ্তা বললেন, 'আমি কবে জানতে পারছি?'

এতক্ষণে স্পষ্ট গলায় রঙ্গন বলতে পারল, 'সেটা আমি নিজের আগ্রহেই জানাব। যত তাড়াতাড়ি পারি।'

'আগ্রহ।'

'নিশ্চয়ই, বিশ হাজার টাকা কম নয়।' কথাটা শেষ করে রঙ্গন নির্জন করিডোর পেরিয়ে সকালের জায়গাটায় এসে দাঁড়াতেই দেওয়াল টেলিফোন বেজে উঠল। দু'বার শব্দ হয়ে সেটা থেমে যেতে রঙ্গন সোফায় গা এলিয়ে দিল। না মন খারাপ হওয়ার কোনও কারণ নেই। বিরাট শিকার হল আজ। সূর্য আঙ্কল নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন। প্রথম দিনেই দশ লাখ টাকার কেস দিচ্ছে সে—ভাবা যায়। কোম্পানি থেকে পাওয়া কমিশন বাদ দিয়েও তার বিশ হাজার রোজগার হচ্ছে। এই বিশ হাজারে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কেনা দরকার। চেষ্টা চরিত্র করলে পনেরো-ষোলোর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফ্রিজ, টিভি এবং প্রতিটি সন্ধ্যায় যে-কোনও বড় ক্লাবে আড্ডা মারা—উপভোগ করা আর কাকে বলে।

নিজের চিন্তায় বুঁদ হয়েছিল রঙ্গন। বিশ হাজারের উপায় নিশ্চয়তায় মিসেস গুপ্তার ব্যবহারও খুব কটু লাগছিল না এখন। চোখ বন্ধ ছিল, খুব কাছ থেকে মিস্টার গুপ্তা কথা বলতেই সে হুড়মুড়িয়ে উঠে বসল। মিস্টার গুপ্তা কখন যে ফিরে এই বারান্দায় উঠে এসেছেন কে জানে।

'কতক্ষণ এসেছ?'

'অ-অনেকক্ষণ!'

'কেন, তোমাকে কেউ বলেনি যে আমি বারোটার আগে ফিরব না?'

'মানে'—ঢোক গিলল রঙ্গন, মিসেস গুপ্তার কথা কিছুতেই বলা চলবে না। বিশ হাজার তা হলে হাওয়ায় উড়ে যাবে। 'মানে আমার এখন হাতে কোনও কাজ ছিল না, তাই ভাবলাম অপেক্ষা করি।'

'কেউ তোমাকে অ্যাটেন্ড করেছে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রঙ্গন, না। বাঁ হাতের বুড়োর আঙুল মিস্টার গুপ্তা দেওয়ালে বোতাম চেপে উলটোদিকের সোফায় বসলেন, 'অলরাইট। এবার কাজের কথা বলো। হোয়াট অ্যাবাউট মাই প্রবলেম?'

'হয়ে যাবে।' মাথা নাড়ল রঙ্গন, 'মিস্টার চোপরা বলেছেন ওটা করতে কোনও ঝামেলা হবে না। ইনফ্যাক্ট, উনি ইতিমধ্যে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছেন।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ওর কাছে আমার পরিচয় গোপন রেখেছ?'

'নিশ্চয়ই। না হলে আপনি আমাকে টাকা দেবেন কেন? কিন্তু স্যার, যিনি জমিটা বিক্রি করছেন তার ফাইল তো চোপরাকে জানাতে হবে।'

'জানবে। নইলে কাজ করাব কী করে?'

'তখনই তো চোপরা টের পেয়ে যাবে জমি কে কিনছে।'

'জানবে। ওহো, তুমি মনে করছ জমি আমার নামে কেনা হচ্ছে, নো, নেভার। তোমার চোপরা আমার হদিশ পাবে না। এখন বলো, আমার কী কর্তব্য? আমি খুব কুইক ডিসপোজাল চাই।'

'তা হলে স্যার আমাকে কাগজপত্র, ল্যান্ডলর্ডের ফাইল নাম্বার, যে ট্যাক্সটা বাকি রয়েছে তার জন্যে কোনও দরখাস্ত করা থাকলে তার কপি, আপিলের কাগজপত্র, ওকালত-নামা আপাতত এই। আপনার ল্যান্ডলর্ডকে জানিয়ে দিন যেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে।'

'কী রকম?'

'প্রায় কাগজপত্রে ওর সই দরকার হবে।'

'সেটা তুমি আমার কাছে আনবে। আমি সই করিয়ে দেব। এবার এসো আসল কথায়, টাকা-পয়সা কী ভাবে নেবে?'

'যেমন যেমন খরচা হবে।'

'নো। আমি টার্মস ডিক্টেট করি, ওবে করি না। এখন পঁচিশ পার্সেন্ট দেব। অর্ডার বের হবার আগের দিন ফরটিফাইভ পার্সেন্ট, অর্ডার হাতে পেলে ব্যালেন্সটা।' এই সময় উর্দি-পরা একটি লোক ট্রলিতে দুই গ্লাস শরবত নিয়ে এল। দৃশ্যটায় খুব চমক ছিল। অত সুন্দর ট্রলিতে মাত্র দুটো হলদেটে পানীয়। মিস্টার গুপ্তা হাতের ইশারায় রঙ্গনকে গ্রহণ করাতে বললে ও হাত জোড় করল, 'না, আমার শরীর ঠিক নেই।'

বিনা বাক্যব্যয়ে লোকটিকে ফেরত নিয়ে যেতে ইশারা করে মিস্টার গুপ্তা উঠে দাঁড়ালেন, 'ওকে। কাল সকাল সাতটায় এসে কাগজপত্র কালেক্ট করে নিয়ে যেয়ো। আর শোনো, আমার সঙ্গে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাকে বড় বেশি দাম দিতে হয়। গুডবাই।'

রঙ্গন চুপচাপ নেমে এল। আজ মিস্টার গুপ্তার মুখ চোখ যেন কেমন ছিল। উনি কি সন্দেহ করেছেন? মিসেস গুপ্তা যে তার সঙ্গে আলাদা যোগাযোগ করেছেন এটা টের পেয়ে গেছেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে বনিবনা নেই তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তার কী দোষ? যদি মিসেস গুপ্তা তাকে আলাদা কাজ দেয় তা করার অধিকার রঙ্গনের আছে? অত ডাঁট নিয়ে কথা বলার কী আছে? গুপ্তার কালো টাকার অভাব নেই, এরকম পার্টিকে দশ বিশ লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি করা খুব কঠিন হত না। কিন্তু তখন বলি বলি করেও বলতে পারেনি রঙ্গন। যদি গুপ্তা এর মধ্যে মিসেস গুপ্তার গন্ধ পেয়ে যায়। গাছের পাখি থেকে হাতের পাখি অনেক বেশি ভাল। কিন্তু মিসেস গুপ্তা কম চালু নয়। উনি আবার মাল সুইস ব্যাঙ্কে সরাতে চাইছেন। যে এখানে ট্যাক্সমানি চাইছিল সে মত পালটে সুইস ব্যাঙ্কে গেল কেন? হঠাৎ রঙ্গনের শরীরে কাঁটা ফুটল। মিসেস গুপ্তার এদেশ থেকে হাওয়া হয়ে যাওয়া মতলবে নেই তো? এই সুযোগে টাকা-পয়সা বিদেশে সরিয়ে রাখতে চাইছেন হয়তো। দারুণ খেলোয়াড় মহিলা। হাতে নানান ধরনের বল আছে। বাম্পার, গুগলি, পেস। ইচ্ছে মতন ব্যবহার করেন। মিস্টার গুপ্তাও দুঁদে 'ব্যাটসম্যান' কিন্তু এটা তো ঠিক ওই মহিলার পায়ের নখের যোগ্যও নন ওই বুড়ো। আফসোস হল রঙ্গনের, ঈশ্বর চিরকালই অবিচার করে থাকেন।

নীপা বলল, 'এবার ছাড়ো আর পারি না, সারা দুপুর চটকেছ।'

রঙ্গনের গলায় তখন আরাম। তার ডান হাত নীপার নগ্ন শরীরটাকে আঁকড়ে রেখেছিল। ছাড়বার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। রঙ্গন বলল, 'কথা বলো না। এরকম স্বপ্ন যে জীবনে সত্যি হয়ে আসবে কখনও ভাবিনি।'

নীপা শব্দ করে হাসল, 'তোমার ওপর নির্ভর করলে কোনওদিনই সত্যি হত না। গাড়ির কী হল?'

'দাঁড়াও, টাকা-পয়সাগুলো হাতে পাই।' কথাটা বলতে বলতে হাত সরিয়ে নিল রঙ্গন। সুযোগ পেলেই খোঁচা না দিয়ে ছাড়বে না নীপা। আজকের সব উন্নতির মূলে যেন রঙ্গনের কোনও চেষ্টা নেই। ওর কথা শুনলেই নিজেকে ঘরজামাই বলে মনে হয়।

ছাড়া পেয়ে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠল নীপা। আর তখনই টেলিফোনটা বাজল। দ্রুত ম্যাক্সি গলিয়ে নিয়ে নীপা রিভলভিং চেয়ারে শরীর দুলিয়ে রিসিভার তুলল, 'কে? ও, মা! বলো। হ্যাঁ ফাইন। মা দেখো না এত করে একটা গাড়ির কথা বলছি কিন্তু, কানেই তুলছে না। কয়লা ধুলে কী আর ময়লা যায়? ওয়ার্থলেস। আমাকেই সব করতে হবে। বলছে হাতে নাকি টাকা পায়নি। এটা কোনও লজিক হল? কী বললে? তাই নাকি! ওমা, কবে? দাঁড়াও।' রিসিভার হাত চাপা দিয়ে নীপা ঘুরে বসল, 'এই, মা সূর্য আঙ্কেলের হোটেল দেখতে যাচ্ছে।'

রঙ্গন উত্তর দিল না। বিছানায় চিত হয়ে শুল।

'তুমি দিল্লিতে গিয়ে মিট করবে? কখন যাচ্ছ? ওঃ, ইউ আর লাকি, বাপি যাচ্ছে না? ওই তো, বললেই কাজের দোহাই দেবে। পুরুষ মানুষগুলো জানো সবাই এক ছাঁচের, না না না, সূর্য আঙ্কল ব্যতিক্রম। কী বললে? আমার কপালে কি যাওয়া হবে, যে লোকের হাতে পড়েছি! দেখি। আমি তোমাকে ফোন করব। তুমি আসছ? গুড।'

রিসিভার নামিয়ে বিছানার কাছে চলে এল নীপা, 'মা আসছে।'

'কেন?' অন্যমনস্ক গলায় বলল রঙ্গন।

'স্ট্রেঞ্জ! মা কেন আসছে তুমি তাই জিজ্ঞাসা করছ?'

হুঁস এল রঙ্গনের। তারপর পাজামায় শরীর গলাতে গলাতে বলল , 'দুর! আমি জানতে চাইলাম কোনও ঝামেলা হয়েছে কি না? এই সময় আসছেন।'

বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে নীপা বলল, 'অনেক হয়েছে। এখন তুমি স্ট্যাটাস পেয়েছ, কথাবার্তা ভদ্রভাবে বলতে শেখো।' তারপরেই বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বিছানায় বসে হতভম্বের মতো তাকাল রঙ্গন। একটা কেনর এতগুলো প্রতিক্রিয়া হয়?

মাটিতে পা রাখতে গিয়ে ওর খেয়াল হল এখানে মাটি নেই। পায়ের তলায় নরম কার্পেট, দেয়ালের সঙ্গে ম্যাচ করে কেনা। এই ফ্ল্যাটে যে-সব ফার্নিচার আছে তা চোপরার চাকরি করলে জীবনেও কিনতে পারত না সে। আর তখনই মনে পড়ল আজ বিকেলে চোপরার সঙ্গে দেখা করার কথা। মিস্টার গুপ্তার কেসের লেটেস্ট খবর নিয়ে যথাস্থানে জানাতে হবে। দু-এক দিনের মধ্যে রায় বের হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। খুব দ্রুত কাজ করছে চোপরা। এর মধ্যে শর্তমাফিক পেমেন্টস দিয়েছে গুপ্তা। কিন্তু তা ভাগ পায়নি রঙ্গন। শেষ ইনস্টলমেন্ট থেকেই রঙ্গনের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে চোপরা।

দিন দশেক হয়ে গেল এই ফ্ল্যাটে। রাজার মতো থাকা যায় এখানে, দুটো স্নানঘরে পৃথিবীর সব আরাম। সূর্য আঙ্কল দিল্লি যাওয়ার আগে মিসেস গুপ্তার খবর দিয়েছিল রঙ্গন। শুনে ঘাড় নেড়েছিলেন সূর্য আঙ্কল, 'তা হলে বোঝা যাচ্ছে আমার পছন্দ নির্ভুল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তুমি আরও উন্নতি করবে রঙ্গন। হ্যাঁ, সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখা খুব সহজ নয়। সোজাপথে সরকার কিছুতেই অনুমতি দেবেন না। মুশকিল হল, ক্লায়েন্টদের অদ্ভুত অদ্ভুত অনুরোধ আমাদের ফেস করতে হবে। অল রাইট, আমি চেষ্টা করব ওঁর অনুরোধ রাখতে।'

রঙ্গন বলেছিল, 'উনি নিশ্চিত না হয়ে টাকা দেবেন না।'

সূর্য আঙ্কল বলেছিলেন, 'রাইট। তুমি জিনিসটা না পেলে দাম দেবে কেন? আমি খোঁজ-খবর নিয়ে তোমাকে কয়েকদিনের মধ্যেই জানাব।'

গতরাত্রে দিল্লি থেকে ট্রাংককলে সূর্য আঙ্কল সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন, 'এভরিথিং অ্যারেঞ্জড। গো অ্যাহেড।' স্পট ঘুরে ওরা চারদিন বাদে কলকাতায় ফিরছেন। তখনই কাজ শুরু করা যেতে পারে। কয়েকবার চেষ্টা করে ফোনে মিসেস গুপ্তাকে পেয়ে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিল রঙ্গন।

এক কাপ কফি পেলে ভাল হত! রঙ্গন বাথরুমের দরজার দিকে তাকাল। ঝরনায় শব্দ হচ্ছে এখনও। কাজের লোক জোটেনি নীপার। অবশ্য এ বিষয়ে ও খুব উৎসাহীও নয়। দুটো প্রধান খাওয়া তো হোটেলেই হচ্ছে। চা বা কফি নীপা কিংবা রঙ্গন নিজেই করে। একটা কালো মেমসাহেব ঝি এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে দেয়। এরকম সংসার নাকি আজকাল স্বস্তির। রঙ্গনের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে না।

দ্বিতীয় বাথরুমের থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে এসে রঙ্গন দেখল নীপা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্প্রে করছে। চকচকে চামড়ায় কাছে এগিয়ে যেতে নীপা ভ্রূকুটি করল, 'ডোন্ট টাচ মি?'

'কেন?'

'স্নান করে এসেছি, নোংরা করে দিয়ো না।'

হতভম্ব হয়ে গেল রঙ্গন, 'আমি স্পর্শ করলে তুমি নোংরা হবে?'

ঠোঁট বেঁকিয়ে নীপা বলল, 'তোমাদের ওই গঙ্গাজল-মার্কা আইডিয়াগুলো ছাড়ো তো। এখন আমাকে একটু পবিত্র থাকতে দাও। মেয়েদের শরীর দেখলে তোমরা অন্য কিছু ভাবতে পারো না, না?'

কদিন ধরে এই হচ্ছে। নীপার মর্জিমতন তাকে রমণ করতে হবে, নীপার ইচ্ছেমতন তাকে বেড়াতে যেতে হবে, নীপা ওর খাবারের মেনু পর্যন্ত এখন পছন্দ করে দিচ্ছে। শালা! রঙ্গন মনে মনে গালাগালি দিল। আমি একটি ক্রীতদাস। রাগের মাথায় সামনে যা পড়েছিল তাতেই লাথি বসাল রঙ্গন। ঘুরে দাঁড়িয়ে নীপা চেঁচিয়ে উঠল, 'ও কী! তুমি একটু সোবার হতে পারো না?'

রঙ্গন একটা কথা বলতে গিয়ে চেপে গেল। নীপা নিজের মনে গরগর করছিল, 'বাঙালিদের অভ্যেস

এত খারাপ হয়ে গেছে!'

জামা প্যান্ট পরে রঙ্গন বলল, 'আমি বের হচ্ছি।'

'বের হচ্ছ, মানে?' ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নীপার মুখ।

'চোপরার ওখানে যেতে হবে।'

'আশ্চর্য, তুমি শুনলে মা আসছে তবু তুমি বের হচ্ছ?'

'কিন্তু কাজটা খুব জরুরি। মিস্টার গুপ্তার ব্যাপার।'

'উঃ, তুমি এই স্লেভ মেন্টালিটি ছাড়তে পারবে না, না?' এখন তোমার চাকরির কী দরকার? চোপরার বউ টানছে না তো?'

রঙ্গন কিছু জবাব দেবার আগে বেল বাজল। নীপা বলল, 'খুলে দাও।'

দরজা খুলতেই নাক জুড়ে চার্লি। খিলখিলিয়ে হাসলেন নীপার মা, 'ওমা, তুমি আছো বুঝি?'

রঙ্গন বোকার মতো বলল, 'মানে?'

নীপার মা বললেন, 'কাজকর্ম সব শিকেয় উঠেছে ফ্ল্যাট পেয়ে তা বুঝতেই পারছি। নীপা কোথায়?'

ভেতরে ঢুকেই নীপার মা বললেন, 'হ্যাঁ, কী ঠিক করলি?'

নীপার প্রসাধন চলছিল, 'আমার না মরলে কোথায়ও যাওয়া হবে না।'

'সে কী!'

'দ্যাখো না, তখন শুনল যাওয়ার কথা হচ্ছে কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলছে না।'

নীপার মা ঘুরে দাঁড়ালেন, 'সে কী? তুমি চাও না ও বেড়াতে যাক?'

নীপা বলল, 'আর যদি আপত্তি থাকে তো ও সঙ্গে চলুক।'

নীপার মা মাথা নাড়লেন, 'না না, সূর্যের গেস্ট হয়ে এত লোক যাওয়া—।'

রঙ্গন এবার কথা বলল, 'আমার এখন প্রচুর কাজ, কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। নীপা যদি চায় ঘুরে আসুক।'

নীপার মা তৎক্ষণাৎ উল্লসিত, 'দ্যাটস লাইক এ গুড বয়। আমরা কালই রওনা হচ্ছি। তুই গোছগাছ করে রাখিস। আমি যাওয়ার পথে তোকে তুলে নেব। ওঃ, সূর্য খুব খুশি হবে তোকে দেখলে।'

নীপা চোখের কোনে তাকাল, 'টিকিট?'

'ও হ্যাঁ! রঙ্গন, তুমি দুটো টিকিট নিয়ে এসো।'

রঙ্গন সঙ্গে সঙ্গে ঝিমিয়ে গেল। এখন তার পকেটে শ দুয়েকের বেশি নেই। এ টাকাটাও মাইনে থেকে ধার নেওয়া। অন্য সময় হলে চোপরা অ্যাডভান্স দিত না। টাকাটা পেয়ে বাড়িওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে এখানে আসতে হয়েছে। তার ওপর দুবেলা হোটেলের খাওয়ার খরচ মেটাতে পকেট হালকা হয়ে যাচ্ছে। গুপ্তার অর্ডারের দিকে হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে আছে সে। এই সময় যদি টিকিট কাটতে হয়; রঙ্গন দিল্লির ভাড়া কত হিসাব করছিল। কোনওরকমে বলল, 'কোন ট্রেন?'

'ট্রেন? ও গড! ট্রেনে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বসে থাকলে আমরা সূর্যকে ধরতে পারব? ও রঙ্গন, রোমে যখন আছ রোমানদের মতো ব্যবহার করো। পাঁচজনে বলবে কী? কাল ভোরের ফ্লাইটের টিকিট কেটো। আরে বাবা! একবার সূর্যের কাছে গিয়ে পড়লে তো তোমার কোনও খরচ হবে না। এরকম চান্স জীবনে নীপা পাবে?' বিরক্তি ফুটে উঠল নীপার মায়ের গলায়।

'প্লেনের টিকিট!' রঙ্গন অসাড় চোখে নীপার দিকে তাকাল।

নীপার মা সেটা লক্ষ করে বললেন, 'কী ব্যাপার? তোমার কাছে টাকা নেই নাকি?'

নীপা বলে উঠল, 'টাকা থাকবে না কেন? তুমি বসো তো।'

মিনিট তিনেক বাদে রঙ্গন যখন বের হচ্ছে নীপা চট করে তার কাছে চলে এল, 'তোমার কাছে টাকা নেই?'

'না। তুমি জানো এখনও রোজগার শুরু হয়নি।'

'হয়নি কিন্তু হবে।'

'না হওয়া অবধি খরচ করব কোত্থেকে?'

'আঃ, আস্তে কথা বলো, মা শুনতে পাবে। তুমি জানো টাকা আসছে, তা হলে এত দ্বিধা করছ

কেন?'

'মানে?'

'বড়লোকদের পকেটে সব সময় পয়সা থাকে না। তারাও ম্যানেজ করে। তুমি আপাতত করে নাও। চোপরাকে বলো, তোমার পাওনা টাকা থেকে অ্যাডভান্স করতে। ওরকম মেনিমুখো হয়ে থেকো না তো! আমার সম্মান রাখা তোমার কর্তব্য।' নীপা চলে গেল মায়ের কাছে।

রাস্তায় নেমে রঙ্গন নিজেকে গালাগাল দিচ্ছিল। এরকম দামি ফ্ল্যাটে যে থাকে তার পকেট খালি—কেউ বিশ্বাস করবে! এখন কোত্থেকে টাকাটা ম্যানেজ করবে সে? চোপরা যে এখন এক পয়সা দেবে না সেটা জলের মতো সোজা। তা হলে? পরিচিত একটা মুখও মনে পড়ল না রঙ্গনের। একটু এগিয়ে উড়োজাহাজের অফিসে পৌঁছে ভাড়াটা জেনে নিয়ে সে কিছুক্ষণ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু টিকিট কাটলেই চলবে না, নীপার হাতে কিছু দিতেও হবে। তার মানে তিন হাজার টাকা চাই। গুপ্তাকে ফোন করবে?

একটা পাবলিক বুথ থেকে গুপ্তার বাড়িতে টেলিফোন করল রঙ্গন। কিছুক্ষণ বাদে, বোধহয় দারোয়ানটাই ফোন ধরল, 'সাহেব নেই, মেমসাহেবও বেরিয়ে গেছেন।'

রিসিভার নামিয়েই ঠোঁট কামড়াল সে, মেমসাহেবের কথাটা জিজ্ঞাসা করাটা ভুল হয়ে গেল। লোকটা যদি টো টো রিপোর্ট করে তা হলে গুপ্তার সন্দেহ হতে পারে। যা হয় হবে, এখন তার তিন হাজার টাকা চাই। চোখ তুলে তাকাল রঙ্গন। সামনের চওড়া রাস্তা দিয়ে অজস্র গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, এত মানুষ কিন্তু কেউ তাকে তিন হাজার দেবে না। অথচ খালি হাতে ফিরলে নীপা এবং নীপার মা ঠোঁট বেঁকিয়ে যে শব্দটা উচ্চারণ করবে তার একটাই মানে, অপদার্থ।

বড়লোক হতে হলে বড়লোকের মেজাজ চাই। সামান্য তিন হাজারের জন্যে চিন্তা করছ তুমি? নিজেকেই ধিক্কার দিল রঙ্গন। আর কেউ না দিক চোপরাকে দিতে বলো। দরকার হলে চোখ রাঙাও। ইতিমধ্যে তোমার জন্যে অনেক কামিয়েছে লোকটা। চাকরের মতো ব্যবহার করলে কেউ তোমার সামনে হাত উপুড় করবে না!

টাইপরাইটার মেশিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে দাসবাবু এখনও কাজ করে যাচ্ছে। রঙ্গন ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেব আছে?

কথাটা বলেই তার খেয়াল হল। সেই শ্লেভ মেন্টালিটি। আগে মালিককে সাহেব বলত এখনও তা জিভে এসে যাচ্ছে। দাসবাবু চোখ তুলল। কয়েকদিনের মধ্যে লোকটার ব্যবহার পালটে গিয়েছে। মনিবের পেয়ারের লোক হওয়ায় রঙ্গনের সঙ্গে যেন দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে ওর। কথা না বলে মাথা নাড়ল সে। 'না।'

'যাচ্চলে। কোনও খবর দিয়েছে?'

'না।' তারপর একটু দ্বিধা নিয়ে বলল, 'আপনি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন? মানে—সেই রকম শুনছিলাম।'

'হ্যাঁ। একটা প্রোজেক্টে যাচ্ছি আমি।'

'অনেক মাইনে না? আমার আর কিছু হল না। কী করে যে সংসার চালাচ্ছি তার ঈশ্বরই জানেন?' দাসবাবু বললেন।

'আপনি আর্ন করতে চান?' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল রঙ্গন। এই একটু উপকার করা যাক, 'আমাদের প্রজেক্টের শেয়ার কিনতে পারেন। খুব কম করে পাঁচ হাজার। বছরে ফরটিএইট পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড পাবেন। ফুল সিকিউরিটি। কোনও ব্যাঙ্ক এত সুবিধা দেবে না।'

'সত্যি?' দুটো চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল দাসবাবুর, 'ফরটিএইট?'

'ভেবে দেখুন। বড় পার্টি ছাড়া কেস নিচ্ছি না কিন্তু আপনার কথা আলাদা।' রঙ্গন আর কথা বাড়াতে চাইছিল না। সময় চলে যাচ্ছে। চোপরা সাহেব কোথায় গেলেন? ওঁকে ধরতেই হবে। সে সোজা দোতলায় উঠে এল। চাকরটাকেও দেখা যাচ্ছে না, রঙ্গন বন্ধ দরজায় হাত দিতেই খুলে গেল। সে ভেতরের ঘরে ঢুকে এক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এই সময় মিসেস চোপরার কণ্ঠস্বর শোনা

গেল, চাকরকে ধমকাচ্ছেন এখনও সে দোকানে যায়নি কেন? তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। আর এখনও সে বাইরের ঘরে কী খুট খুট করছে? যাওয়ার সময় যেন দরজাটা ভালভাবে চেপে দিয়ে যায় যাতে গা-তালা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। রঙ্গন হাসল, মানুষ কত অন্ধভাবে পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। চাকরটা দরজা বন্ধ করেছে অসতর্ক হাতে, দেখেও যায়নি। পিছু হটে সে চাপ দিতেই দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

সেই সময় মিসেস চোপরার গুনগুনানি শুরু হল। স্নান সেরে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। এঘরে দাঁড়িয়ে রঙ্গন ওকে দেখতে পাচ্ছিল না। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে থতমতো হয়ে গেল। সদ্য স্নানসারা মিসেস চোপরা সর্বাঙ্গ তোয়ালেতে ঢেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছেন। মেয়েদের এই একা-থাকা মুহূর্তে উপস্থিত হওয়া অশোভন। কিন্তু ততক্ষণ যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। আয়নায় প্রতিফলন দেখে চমকে উঠে মুখে হাত চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মিসেস চোপরা। আর রঙ্গন তখনই ধরণী দ্বিধা হও গোছের ভঙ্গিতে হাত জোড় করল। নিশ্বাস ফিরে পেতে সময় লাগল, মিসেস চোপরা চিৎকার করলেন, 'তুমি! তুমি কোত্থেকে এলে?'

তোতলালো রঙ্গন, 'মাপ করবেন, আমি বুঝতে পারিনি দরজা ভেজানো ছিল, ভেতরে আসতেই শুনলাম বন্ধ করে দিতে বলছেন। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, আমি জানতাম না—।'

'কী জানতে না?'

'আপনি একা আছেন।'

'কেন? একা থাকলে কি আসতে নেই?' ধীরে ধীরে ঠোঁটে হাসি ফুটছিল মিসেস চোপরার। চিরুনিটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে হঠাৎ মুখ ফেরালেন, 'আমি ঠিক করেছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

এই মুহূর্তে মিসেস চোপরাকে কিশোরী বলে মনে হচ্ছে। ছোট্ট রোগা শরীর এবং মুখ বয়স লুকিয়ে ফেলেছে, হাঁটু অবধি তোয়ালে যা নেমে এসেছে বুকের সম্পদ ঢেকে। দুটো পা সত্যি কিশোরী। রঙ্গন সাহস সঞ্চার করছিল, 'আমার অপরাধ?'

আয়নায় চোখ রেখে মিসেস চোপরা তীব্র গলায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি চলে যাচ্ছ?'

'কে বলল?'

'তুমি যাচ্ছ না! খুব বড় চাকরি পেয়েছ তাই চোপরার কাছে থাকবে না, এসব কি মিথ্যে?' ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস চোপরা, 'এসব শোনার পর থেকেই আমার বুকের ভেতরটা, আমি তোমার মতো হ্যান্ডসাম ছেলেকে হারাতে চাই না, তুমি বলো এসব মিথ্যে, প্লিজ; তুমি থাকো এখানে—।'

ওই মুখের দিকে তাকিয়ে রঙ্গন শেষ পর্যন্ত হাসল, 'যাচ্ছি না।' এবং এর পরের ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না রঙ্গন। প্রায় পাখির মতন উড়ে এলেন মিসেস চোপরা। রঙ্গনের দুই হাত ধরে যেন নেচে উঠলেন, 'রিয়েলি! ওঃ, হাউ সুইট ইউ আর! তারপর আচমকা স্থির হয়ে রঙ্গনের চোখে চোখ রেখে অদ্ভুত গলায় বললেন, 'ইউ লাইক মি, তাই না?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল রঙ্গন। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে মিসেস চোপরার শরীর কয়েক ইঞ্চি উঠে এল, দুটো সাদা সাপের মতো হাত রঙ্গনের গলা জড়িয়ে ধরল এবং দুটো চোখের পাতা রঙ্গনের মুখের নীচে চলে এল, 'কিস মি, আই অ্যাম ডাইং ফর ইউ।'

দুপুরের ক্লান্তি এখনও রঙ্গনের শরীরে কিন্তু তবু ওর মুখ নত হল। এবং ওই উত্তপ্ত লাল ঠোঁটে ঠোঁট রেখে সে আবিষ্কার করল চুম্বনের একটা আলাদা স্বাদ আছে। ঠোঁটের ছলাকলার সঙ্গে জিভের সূক্ষ্ম কারুকার্য যে রক্তের কণাগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে পারে এর আগে সে কখনও টের পায়নি। ও কিছু বলতে গেলে মিসেস চোপরা বাধা দিলেন, 'কোনও কথা বলবে না।'

মিনিট দশেক বাদে মিসেস চোপরা কিন্তু নিজেই কথা বললেন, 'তুমি সুন্দর।' কনুই-এর ওপর ভার রঙ্গন বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। মিসেস চোপরার শরীর আবার তোয়ালেতে ঢাকা। কনুই-এর ওপর ভার দিয়ে হাতের চেটোয় গাল রেখে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন, 'আমি তোমাকে যত গালিগালাজ করতাম তত চাইতাম কাছে পেতে। তুমি ছেড়ে যাবে না তো?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রঙ্গন। ওই ছোট্ট শরীরটায় এত জাদু লুকোনো ছিল তা কে জানত। সে হাত বাড়াতে মিসেস চোপরা ওর বুকে ঠোঁট ছুঁইয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন, 'না, আজ নয়! চোপরাকে

সন্দেহ করতে দেওয়া উচিত হবে না। বাট আই নিড ইউ।' বিছানা থেকে নেমে হাঁসের পায়ে আবার বাথরুম চলে গেলেন মিসেস চোপরা। আর তখনই রঙ্গনের মনে হল সে পাপ করল। একেই কি পাপ বলে? নীপার সঙ্গে কি সে বিশ্বাসঘাতকতা করল না? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। না। নীপা শুধুই স্ত্রী হবার অধিকারে তার ওপর অপার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। প্রতিটি মুহূর্তে নীপা তাকে আহত করছে, তার অসহায়তার কথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করছে না। এখন সে নীপার প্রয়োজনের হাতিয়ার। অতএব সে কোনও পাপ কাজ করেনি। বরং তার শরীর যে তৃপ্তি পেল তা দেবার ক্ষমতা নীপার ছিল না। দুটো বিপরীত চিন্তার মধ্যে সে পোশাক পরে নিতেই মিসেস চোপরা বেরিয়ে এলেন। এখন ওঁর অঙ্গে পা-ঢাকা ম্যাক্সি। ঠিক পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ভাবছ?'

'কিছু না।'

'নো। তুমি লুকোচ্ছ। আর ইউ নট হ্যাপি?'

'মোর দ্যান দ্যাট।'

'তবে?'

'কী তবে?'

'তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

রঙ্গন ঠোঁট কামড়ালো, 'চোপরা সাহেব কখন ফিরবে?'

'জানি না। তোমার অর্ডার আনতে গিয়েছে বোধহয়। কেন, কী দরকার?'

রঙ্গন এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর শান্ত হলায় বলল, 'ওঁকে আমি একটা প্রস্তাব দিতাম।'

'কী প্রস্তাব?'

'আমি যে কোম্পানির হয়ে কাজ করছি তারা শেয়ার বিক্রি করছে। বছরে ফরটিএইট পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড। ডিপোজিট সিকিওরড। কোনও ভাবেই টাকা মার যাওয়ার চান্স নেই। আমি নিজে দুটো শেয়ার কিনতে চাই। কিন্তু আমার তিন হাজার কম হয়ে যাচ্ছে। চোপরা সাহেব যদি আপাতত লোন দেন তা হলে আমার কমিশনের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা যেতে পারে। টাকাটা আমার আজকেই চাই।'

'ফরটিএইট পার্সেন্ট?'

'হ্যাঁ, প্রচুর টাকা।'

হঠাৎ হাসলেন মিসেস চোপরা, 'আমি তোমাকে তিন হাজার দিতে পারি। কমিশন পেলে ফিরিয়ে দিয়ো। কিন্তু আমারও দুটো শেয়ার চাই। পার শেয়ার কত?'

'পাঁচ হাজার।'

'তার মানে বছরে চার হাজার আটশো পাব। মাসে চারশো। গুড। তুমি বলছ, টাকাটা মার যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই?'

'না। সুইস ব্যাঙ্কে পুরো টাকাটা জমা আছে। এই তো, মিসেস গুপ্তা দশ লাখ টাকা জমা রাখছেন।' রঙ্গন কথাটা বলেই জিভ কামড়াল। কথাটা অত্যন্ত গোপন আর সে নিজেই প্রকাশ করে ফেলল?

'মিসেস গুপ্তা? হু ইজ শি? ও, যার হাজব্যান্ডের কেস চোপরা করছে? এত টাকা? তুমি নিশ্চয়ই কিনিয়ে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু, প্লিজ, আমার একথাটা কাউকে বলবেন না।'

'কেন?'

'এটা গোপন ব্যাপার।'

'ওর হ্যাজবান্ড জানে না?' আড়চোখে তাকাল মিসেস চোপরা।

'জানে।'

মিথ্যে কথাটা চটপট বলল রঙ্গন, 'কিন্তু আর কাউকে জানাতে চায় না। বুঝতেই পারছেন!' খুব আফসোস হচ্ছিল রঙ্গনের।

'তোমার সঙ্গে ওর কোনও রিলেশন নেই তো?'

'আমার সঙ্গে? দূর।'

হাত বাড়িয়ে দিলেন মিসেস চোপরা, 'প্রমিস।'

স্পর্শ করল রঙ্গন, 'বিশ্বাস করুন।'

'নো, টেল মি প্রমিস।'

'প্রমিস।'

পকেটে তের হাজার টাকা নিয়ে যখন রঙ্গন নামছে তখনই দেখা হয়ে গেল চোপরা সাহেবের সঙ্গে। শিস দিতে দিতে উঠছে বুড়ো। মুখোমুখি হতেই, চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হ্যালো, রঙ্গন, তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

'না।' হাসল রঙ্গন কিন্তু চোপরাকে দেখামাত্র সেই অপরাধবোধটা ফিরে আসছিল।

চোপরা বলল, 'গুড। আমি খবরটা পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কেউ ওপরে উঠলে আমি বাধা দেব না কিন্তু ভাবছিলাম, তুমি অন্তত আমাকে জানাতে পারতে। যাক। তোমার কেস হয়ে গিয়েছে। অর্ডার পেয়ে যাবে কাল সকালে। হাজার টাকা টোকেন পেনাল্টি। ও কিছু নয়। কিন্তু তোমার ক্লায়েন্টের পাত্তা পেলাম না।'

'মানে আপনি গিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ। ভাবলাম সুখবরটা জানিয়ে আসি। ল্যান্ডলর্ডের যে ঠিকানা সেখানে কেউ থাকে না। কী ব্যাপার?'

'কিন্তু কথা ছিল যে আপনি যোগাযোগ করবেন না। পার্টি ওই একটাই শর্ত দিয়েছিল। তাই না?'

'আরে কেউ টের পাবে না আমি ওখানে গিয়েছিলাম। যার জন্য এত করছি তার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হয় না? ঠিক আছে, আমি আর যাচ্ছি না। কিন্তু আগামীকাল অর্ডারটা যখন পাচ্ছি কালকেই পেমেন্টের ব্যবস্থা করে ফেল।' মিস্টার চোপরা হাসলেন।

'আমার কমিশন কালকেই পাচ্ছি?'

'ও সিওর।'

'ঠিক আছে।'

চোপরা সাহেব রঙ্গনের হাত ধরলেন, 'এরকম কেস আরও নিয়ে এসো, আরও, আরও। সো দ্যা টু মেক মানি। বুঝলে?'

রাস্তায় নেমে রঙ্গন দুপাশে তাকাল। পকেটে এত টাকা নিয়ে সে কখনো বের হয়নি। মিস্টার গুপ্তা যে দুটো ইনস্টলমেন্ট দিয়েছেন তা নিয়ে এসেছিল ওর দারোয়ান। চোপরার অফিসে পৌঁছে দিয়ে সে ফিরে গেছে। অতএব এত টাকা। হাসল রঙ্গন। টাকা আসা তো সবে শুরু হল। এর পর দশ লক্ষ আনতে হবে। দশ কোটি হতে কতদিন লাগবে? চাঁদির পাহাড়ের চুড়োয় না ওঠা পর্যন্ত তার শান্তি নেই। এতদিন বোকার মতো বসে মার খেয়েছে সে। সত্যি, কলকাতার হাওয়ায় টাকা ভেসে বেড়ায়। একটু উদ্যোগী হলে এবং কায়দা জানলে সেগুলোকে পকেটে পোরা যায়।

ট্যাক্সির সন্ধানে আর খানিকটা এগোতেই পেছনে কারও গলা শুনতে পেল রঙ্গন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দাসবাবু ছুটে আসছেন। আবার কী ফ্যাসাদ বাধাল চোপরা? হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে দাসবাবু বললেন,. 'ওঃ, অনেক কষ্টে আপনাকে ধরেছি। তখন সাহেবের সামনে কিছু বলতে পারছিলাম না।'

'কী ব্যাপার?'

'পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার কিনলে মাসে দুশো টাকা পাওয়া যাবে? মাসে মাসে? তা হলে আমার বড় উপকার হয়।' দাসবাবুর বলায় কাতরতা। চটপট হিসেব করল রঙ্গন, 'হ্যাঁ তাই। তবে মাসে মাসে পাবেন কি না বলতে পারছি না। আমি চেষ্টা করতে পারি।'

'একটু দেখুন স্যার। আমি গরিব মানুষ, বড় উপকার হয়।' দুটো হাত জোড় করলেন দাসবাবু। রঙ্গন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল, লোকটা তাকে স্যার বলল! কী কাণ্ড! কিন্তু সে দ্রুত নিজেকে সংযত করল। এখন থেকে তার স্ট্যাটাস অনেক ওপরে। অতএব স্যার সম্বোধন তার প্রাপ্য।

সে মাথা নাড়ল, 'দেখি, আপনাকে জানাব।'

ছুটে আসা ট্যাক্সিটাকে হাতের ইঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে দরজা খুলল রঙ্গন। দাসবাবুর দিকে আর

তাকানো উচিত নয়। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'এয়ারলাইন্স।'

কলকাতার গরমে ভদ্রসন্তান বাস করতে পারে না। দুপুর একটায় ফ্ল্যাট-এর সামনে গাড়ি থেকে নামতে নামতে রঙ্গন নিজের মনে বলল। অথচ এখন তার বাইরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। কাজের চাপ বেড়েছে, প্রতিমাসে পাই-পয়সা হিসেব করে সার্টিফিকেট হোল্ডারদের মিটিয়ে দিতে হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে ওর সবচেয়ে সুবিধে হল ওদের ফ্ল্যাটের যে ঘরটার বাইরে থেকেও ঢোকা যায় সেই ঘরে সূর্য আঙ্কল একটা মিনি অফিস করেছে। হোটেল ছাড়াও আরও কয়েকটা বিজনেস-এ হাত দিয়েছেন সূর্য আঙ্কল। ফরটিএইট পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড, কমিশন ইত্যাদি মিটিয়ে তাতে ভাল লাভ থাকবে। অতএব তার শেয়ার বিক্রি চলছে। সূর্য আঙ্কলের আর একজন এজেন্টের চেয়ে বেশি কাজ দেবার তাগিদেই খাটুনি বেড়েছে রঙ্গনের।

লিফট-এ চেপে ওপরে উঠে এল রঙ্গন। জুতোর টো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত স্বচ্ছলতার ছাপ। নিজের এবং নীপার নাম লেখা দরজার বোতামে চাপ দিতে গিয়েও ও হাত সরাল। ডানদিকের অফিস ঘরের পরদা নড়ছে। ওই লোকটা কে? যে দরজার দিকে পেছন ফিরে টেবিলে তেরছা হয়ে বসে? নিঃশব্দে সে অফিসঘরের পরদার সরাল, সাবাস। এ আবার কবে এল! রঙ্গন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম জানতে পারি?'

চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়াল। যাকে সে লোক ভেবেছিল জিনস্-এর প্যান্ট এবং শার্ট-এর জন্যে সে যে একটি আস্ত মেয়ে তা দরজায় না দাঁড়ালে বোঝা যেত না। মেয়েটি ততক্ষণে স্বাভাবিক, 'সেটা জানার অধিকার আপনার আছে কি?'

'অবশ্যই। কারণ, এই ফ্ল্যাটটিতে আমি থাকি।'

'সস্ত্রীক?'

প্রশ্নটা শুনে একটু হতভম্ব হল রঙ্গন। তারপরে নিঃশব্দে 'হ্যা' বলল।

'গ্ল্যাড টু মিট য়ু। রঙ্গন সেন? আমি আত্রেয়ী রায়। আজ থেকে আমি এই অফিসের চার্জে।' এক পা না এগিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি।

রঙ্গন বাধ্য হল দূরত্ব কমাতে। মেয়েটির করতল মোটেই মেয়েলি নয়! বলল, 'মিস্টার ঘোষ, যিনি কাজ করছিলেন এখানে—।'

'ওঁহো, দ্যাট ইডিয়ট। ওকে আমি দশটায় আসতে বলেছি, একটার মধ্যে কাজ শেষ করে চলে যাবে। বুড়ো লোকগুলোকে আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না। আমি শুনেছি আপনার স্ত্রীর হাতে নাকি চেইন আছে।'

'চেইন?'

'যার শেষ হয় বকলসে।' উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল মেয়েটি।

মুখ চোখ লাল হয়ে গেল রঙ্গনের, 'কার কাছে শুনলেন।'

'সূর্য বলছিল। যাক ছেড়ে দিন ওসব কথা। বাই দ্য বাই, একটু আগে আপনার ক্লায়েন্ট এসেছিল। সে টাকাটা তুলে নিতে চায়, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলেছি।'

'কী নাম?'

'কী সাম দাস। ওল্ড ম্যান।'

দাসবাবু। দু মাস দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। চোপরার চাকরি ছেড়ে দেবার পর আর যাওয়ার কোনও সময়ই পায় না সে। এমনকী মিসেস চোপরা যখন ওঁর সঙ্গে এসে ডিভিডেন্ড নিয়ে যান তখনও দেখা হয় না। কিন্তু দাসবাবু হঠাৎ টাকা তুলে নিতে চাইছেন কেন? পাঁচ হাজার অবশ্য হাতের ময়লা তবু প্রজেক্ট শেষ হবার আগেই কোনও ক্লায়েন্ট সরে যাচ্ছে এই খবর পাঁচকান হলে নানান গল্প ছড়াবে। তা ছাড়া এটা তার পক্ষেও অসম্মানের। সূর্য আঙ্কল নিশ্চয়ই কিছু বলবেন না কিন্তু সেই অদৃশ্য এজেন্টটি— । রঙ্গন বলল, 'আমি টেলিফোন করছি।'

মেয়েটি চেয়ারে ফিরে গিয়েছিল, ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। চোপরার অফিস একবারেই পাওয়া গেল। রঙ্গন খুশি হল, দাসবাবুই ধরেছে।

'কী ব্যাপার? আমি রঙ্গন বলছি। শেয়ার বিক্রি করতে চাইছেন কেন?'

'ও, রঙ্গনবাবু খুব ভাল হল। আপনার ওখানে যে মেমসাহেবকে আজ দেখলাম তার ব্যবহার খুব খারাপ। আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেননি। যাক, আমি টাকাটা তুলে নিতে চাই।' খুব বিনীত গলা দাসবাবুর।

'কেন?'

'কিছু মনে করবেন না, আমি শিক্ষিত নই। কিন্তু আমাকে একজন বোঝাল যে আপনারা নাকি বে-আইনি ভাবে ফরটিএইট পার্সেন্ট দিচ্ছেন। কোনও ব্যাঙ্ক কিংবা কোনও কোম্পানি যা দিতে পারে না তা আপনারা কেমন করে দিচ্ছেন? নিশ্চয়ই গোলমাল আছে। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনি আছেন বলে আপত্তি করিনি। আজ এই ব্যাপারটা জানতে গিয়েছিলাম, কোনও বিপদ আপদ এলে আমাকে যেন বাঁচাবেন। কিন্তু ওই মেমসাহেবটি যে-রকম ব্যবহার করলেন তাতে মনে হল আমার অবিলম্বে টাকা তুলে নেওয়া দরকার।'

'দূর মশাই, কে কী বলেছে আর আপনি ঘাবড়ে গেলেন। আমি যখন আছি তখন আপনার কোনও ভয় নেই। মিসেস চোপরা কেমন আছেন?' প্রশ্নটা করে একটু কুণ্ঠিত হল রঙ্গন। বস্তুত সেই ঘটনার পর তার সঙ্গে মিসেস চোপরার খুব দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। কমিশনের টাকাটা পেয়ে তিন হাজার যেদিন ফেরত দিতে গিয়েছিল সেদিন কী কান্নাকাটি, 'তুমি যে বিবাহিত একথা বলনি কেন?' কোনওরকমে পালিয়ে এসেছিল টাকাটা রেখে। আর যখন ডিভিডেন্ড নিতে আসে তখন ইচ্ছে করে আড়ালে থাকে রঙ্গন। এটা কি অপরাধবোধ! হয় তো।

'ভাল আছেন। ওঁকে অবশ্য আমার সন্দেহের কথা বলিনি। ও হো, আপনি কি সুসংবাদটা পেয়েছেন?' দাসবাবুর কণ্ঠস্বর পালটে গেল। 'সুসংবাদ? কী ব্যাপারে?'

'চাপা গলায় হাসি ভেসে এল, 'আমাদের মেমসাহেব মা হতে যাচ্ছেন। বুড়ো বয়সে চোপরা সাহেবের এখন খুব আনন্দ। ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন কোনও ভয় নেই তখন টাকাটা যাক। তবে তেমন কিছু হওয়ার আগে জানিয়ে দেবেন। দিনকাল বড় খারাপ। ওই পাঁচ হাজার টাকাই আমার সম্বল।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বোবা হয়ে দাঁড়াল রঙ্গন। শেষের কথাবার্তা তার কানে ঢোকেনি। সেই ঘটনার বয়স হিসেব করছিল সে। মিসেস চোপরা যদি ঝুঁকি নিয়ে থাকে, যদি বাচ্চাটা সেই দিনের ফসল হয়! একটু বড় হলে চোপরা বুঝতে পারবে না চেহারা দেখে? নাকি বুঝলেও তখন চেপে যাবে। মাথা ঝিম ঝিম করছিল রঙ্গনের। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল সূর্য আঙ্কলের নতুন কর্মচারীটি তার দিকে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে আছে। সে হাত নাড়ল তারপর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হনহন করে বেরিয়ে এসে নিজের ফ্ল্যাটের বেল বাজাল সজোরে। একটানা।

চাকর দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াতে রঙ্গন পরদা সরিয়ে ভেতরে এল। উৎকট বেল-এর শব্দে নীপা এগিয়ে এসেছিল গাউনের বোতাম আটকাতে আটকাতে, 'কী ব্যাপার, ওরকম অসভ্যতার মানে কী?'

রঙ্গন কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের বিছানায় শরীর এলিয়ে চোখ বন্ধ করল। তার জুতোসমেত পা সাদা বিছানার ওপর পাশাপাশি।

'কথার উত্তর দিলে না যে?' নীপার এখন কোমরে হাত।

'বিরক্ত কোরো না।' রঙ্গনের চোখ বন্ধ।

'তোমার কোনও অধিকার নেই আমাকে অপমান করার।' ফুঁসে উঠল নীপা।

রঙ্গন চোখের পাতা খুলল, 'অপমান করেছি?'

'নিশ্চয়ই। চাকরটা কী মনে করল। সাব মেমসাবকে পাত্তাই দেয় না, এই কথাই বলে বেড়াবে। তোমার সামান্য ভদ্রতাবোধও নেই।' নীপা দুমদাম পা ফেলে নিজের ঘরে চলে যেতে যেতে দরজায় দাঁড়াল, 'আমার সঙ্গে একটু ভেবেচিন্তে ব্যবহার করবে। এইরকম অসভ্যতা আমি বরদাস্ত করব না।'

'ভয় দেখাচ্ছ?'

'না, সত্যটাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি! আজ তোমার গাড়ি, ফ্ল্যাট, ফ্রিজ, কালার টিভি কার জন্যে

হয়েছে?'

রঙ্গন বুঝতে পারছিল এখনই একটা সমঝোতা করা দরকার। নীপার সঙ্গে ওই ব্যবহার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সে উঠে বসে বলল, 'কিন্তু তোমার সূর্য আঙ্কল আমাকে না জানিয়ে একটা বাজে মেয়েকে এই অফিসের চার্জে পাঠাতে পারেন না, তাই না?'

এবার নীপার মুখে হাসি ফুটল, 'তাই বলো। আমি ভেবেছিলাম ওকে দেখলে তুমি খুশি হবে। গায়ে গতরে তো খারাপ নয়।'

'নীপা।' চেঁচিয়ে উঠল রঙ্গন।

'সূর্য আঙ্কল যা করেছেন ঠিকই করেছেন। এ নিয়ে মাথা গরম করা আর যাকেই মানাক তোমাকে নয়।' পরদা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল নীপা।

এখন দুই ঘরে স্বামীস্ত্রীর বিছানা। মাঝখানে যদিও দরজা বন্ধ হয় না তবু পরদা ঝোলে। নীপার মতে এটাই সভ্যতা। স্বামীস্ত্রীর যে পাশাপাশি শুতেই হবে তার কোনও মানে নেই। বরং ওতে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। তা ছাড়া পাশাপাশি শুলে পুরুষের রতিবাসনা বেড়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে অনিচ্ছা থাকলেও বাধ্য হতে হয় আত্মসমর্পণে। এই কারণেই পৃথক ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা।

মাঝে মাঝে মন খারাপ হলেও রঙ্গনের মনে হয় এ বরং বেশ ভাল। মাঝ রাত্তিরে সে কখন এল গেল, তা নিয়ে নীপার কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। ইদানীং নীপারও শরীর সম্পর্কে এক ধরনের শীতলতা এসেছে। বাধ্য না হলে ও রাজি হয় না। হঠাৎ রঙ্গনের সন্দেহ হল অফিস ঘরে যেটিকে বসিয়ে রাখা হয়েছে তার আগমনের পেছনে হয়তো নীপার হাত আছে। রঙ্গনকে ঘরে বাইরে বিকল্প সুখ দেওয়ার আয়োজন হয়তো।

এখন আর কোনও আক্ষেপ নেই। কোনও অভাব নেই তার। তবে কমিশন বাবদ যা পাচ্ছে তার পুরোটাই খরচ হয়ে যাচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে, জমছে না কিছুই। ছয় হাজার টাকা মাসিক আয়ের কথা সে কখনও চিন্তা করতে পেরেছে! হ্যাঁ, এ সবই নীপার জন্যে হয়েছে। কিন্তু কথাটা এত ঘন ঘন মনে করিয়ে দেবার কী দরকার?

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই অভ্যেসবশে হাতটা চলে গেল। নীপা অবশ্য বারংবার বলেছে এখন টেলিফোন তুমি রিসিভ করবে না। ওতে স্ট্যাটাস কমে যায়। চাকরবাকররা নাম জেনে তোমায় বললে তবে ঠিক করবে তুমি কথা বলবে কি না। মনে থাকে না সব সময়।

'হেলো।'

শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র সোজা হয়ে বসল রঙ্গন। তারপর ঘরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'হ্যালো।'

'সেইন?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কোম্পানিকে ধন্যবাদ। একটু আগে আমি কনফার্মেশন পেয়েছি। সুইস ব্যাঙ্কে আমার নামে দুটো ইনস্টলমেন্টস জমা পড়েছে।'

'উই আর অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

সঙ্গে সঙ্গে কট করে লাইনটা কেটে গেল। রিসিভার রেখে দিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল রঙ্গন। সবই হল, কিন্তু এই মহিলা তাকে কুকুরের সম্মান দিতেও রাজি নন। অথচ ওর দশ লক্ষ টাকা যেদিন সে গোপনে সূর্য আঙ্কলের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল সেদিনের কথা মনে এলেই গায়ে কাঁটা দেয়।

মিস্টার গুপ্তার কেস-এর রায় বেরিয়েছিল। চোপরা সাহেবের তদারকির ফলে অতবড় পেনাল্টি যা ওপরের তলায় পুনর্বিবেচিত হল। এবং শেষ পর্যন্ত নামমাত্র পেনাল্টি করে আগের অর্ডার খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। গুপ্তা সাহেব খুশি হয়ে অবশ্য সমস্ত পাই পয়সা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আগের কথামতো তিনি চোপরার সঙ্গে দেখা করেননি। টাকা পয়সা পেয়ে চোপরা এত আহ্লাদিত ছিল যে রঙ্গন যখন তার দেরাজ থেকে এ-সংক্রান্ত কাগজপত্র সরিয়ে এনে গুপ্তা সাহেবকে ফেরত দিয়েছিল তা প্রথমে নজরেই আসেনি। যখন ধরা পড়ল তখন আর কিছুই করার নেই। রঙ্গনকে সন্দেহ করেও কিছু বলা সম্ভব ছিল না। শুধু আরও ওই ধরনের কাজ এনে দেবার জন্যে অনুনয় করেছিল চোপরা সাহেব।

এদিকে মিস্টার গুপ্তার কাজ মিটে যাওয়ার পর রঙ্গন কোনও ছুতো পাচ্ছিল না ও বাড়িতে যোগাযোগ
করার। অথচ সূর্য আঙ্কল তখন ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছেন। অন্য এজেন্ট যে পরিমাণ শেয়ার বিক্রি করছে
তাতে তিনি রঙ্গনের জন্যে বেশি দিন আটকে রাখতে পারবেন না। সুইস ব্যাঙ্কের সম্মতিপত্র এসে
গেছে। আর ঠিক তখনি মিসেস গুপ্তার টেলিফোন এল, ন্যুমার্কেটের ওপর একটা এয়ারকন্ডিশন্ড
রেস্তোরাঁয় তিনি দুপুর আড়াইটেয় অপেক্ষা করবেন।

সেজেগুজে ঠিক সময়ে হাজির হয়ে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল রঙ্গন। গোটা দশেক টেবিল কিন্তু
একটিও খদ্দের নেই। এই সময় দুজন লোক এসে কোনার টেবিল দখল করল। তারা খুব নিরীহ দেখতে,
বেশি কথাও বলছিল না। ওয়েটারকে অর্ডার দিয়ে গম্ভীর হয়ে ছিল। মিসেস গুপ্তা এলেন মিনিট দশেক
পরে। আলখাল্লার মতো ঢোলা পোশাক, মাথায় বড় রুমাল বাঁধা, হাতে ঢাউস ব্যাগ। এর মধ্যে মেনু
দেখে এই নির্জনতার কারণ বুঝেছিল রঙ্গন। সাধারণ রেস্তোরাঁর চেয়ে অন্তত তিনগুণ এর খাবারের
দাম। উলটোদিকের চেয়ার টেনে বসে মিসেস গুপ্তা বললেন, 'সময় নষ্ট করার সময় আমার নেই।
আমার জন্যে কোনও খবর আছে?'

দ্রুত পকেট থেকে সূর্য আঙ্কলের কাছে পাওয়া সুইস ব্যাঙ্কের চিঠিটা বের করে এগিয়ে দিল রঙ্গন।
মিসেস গুপ্তার মুখের অর্ধেক রোদ-চশমার গোল কাচে ঢাকা। সরু আঙুলগুলো চিঠিটাকে ধরল।
তারপর ভাঁজ করে ব্যাগে সেটা রেখে দিয়ে বললেন, 'গুড। কিন্তু এটা যে জাল নয় তা ভেরিফাই করতে
সময় লাগবে। তোমাদের প্রজেক্টের সমস্ত কাগজপত্র এনেছ?' দুটো আঙুল অবহেলায় সামান্য এগিয়ে
এল।

মোটা খামটা বাড়িয়ে দিল রঙ্গন। এতে সূর্য আঙ্কলের প্রজেক্টের যাবতীয় তথ্য এবং ফর্মস রয়েছে।
সেটাও ব্যাগে চালান করে দিয়ে মিসেস গুপ্তা বললেন, 'ঠিক দশদিন পরে ওই লোক দুটি এখানে
আসবে। দে উইল ক্যারি দা ক্যাশ। অবশ্য এর মধ্যে এগুলো যদি সত্যি বলে প্রমাণ হয় তবেই। দশদিন
পরে ঠিক এই সময়। বাই।'

মিসেস গুপ্তা একটা দশ টাকার নোট টেবিলে ফেলে দিয়ে ওয়েটারকে ইঙ্গিত করে নীচে নেমে
গেলেন। রঙ্গন হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল লোকদুটো একমনে খাবার খাচ্ছে।
এই প্রান্তে কী হচ্ছে না হচ্ছে তাতে যেন ওদের কোনও উৎসাহ নেই। আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে
নীচে নেমে এল রঙ্গন। মিসেস গুপ্তার কোনও চিহ্ন নেই চারপাশে। লোকদুটোও নামল না। তার মানে
কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। কিন্তু এই দুটো লোকের পরিচয় কী? মিসেস চোপরা কী বিশ্বাসে
এদের হাতে টাকা দেবেন? রঙ্গনের মনে হচ্ছিল একটা বিরাট জালের মধ্যে সে পা বাড়াচ্ছে। তার মনে
হল লোকদুটোকে যত নির্বিকার মনে হচ্ছিল তত নির্বিকার নয়। কোথায় যেন পড়েছিল শ্রেষ্ঠ শয়তানকে
নাকি ঈশ্বরের মতো দেখতে। মহিলা স্বামীকে লুকিয়ে টাকা খাটাবেন এবং সুইস ব্যাঙ্কে ডিভিডেন্ড
জমাবেন। আবার এইসব সন্দেহজনক লোক ওঁর হয়ে কাজ করছে। এই ব্যাপারে জড়িয়ো না রঙ্গন,
মাথার ভেতরে কেউ যেন বলে উঠল। সেই সময় লোকদুটো রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে নির্বিকার
ভঙ্গিতে হেঁটে গেল! একটা দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখল রঙ্গন। অনুসরণকারী
হবার কোনও চেষ্টাই ওদের নেই। উলটো দিকের রাস্তায় খানিকটা এলোমেলো ঘুরে ফ্ল্যাটে ফিরে
এসেছিল সে। সূর্য আঙ্কল তখন অফিসে বসে। দেখা হওয়ামাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্লায়েন্ট কী বলে?'

'রাজি হয়েছে। দশ দিন পরে টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু।'

'কিন্তু?'

রঙ্গন বলতে গিয়েও চেপে গেল। সূর্য আঙ্কলের কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা উচিত হবে না।
সে বলল, 'কিন্তু উনি ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা খোঁজ খবর নিয়ে তবে টাকা দেবেন।।'

'ও এই ব্যাপার। ওটা স্লেটের মতো পরিষ্কার। চিঠিটা দাও।'

'চিঠি! ও হ্যাঁ, উনি চিঠিটা রেখে দিয়েছেন।'

'রেখে দিয়েছেন? গড। তুমি রাখতে দিলে কেন? এখনও উনি আমাদের শেয়ারহোল্ডার হননি। তা
ছাড়া এটা আমাদের অফিসিয়াল চিঠি। নেক্সট ডে ওটা ফেরত আনবে।' সূর্য আঙ্কল-এর বিরক্তি স্পষ্ট।
তখন রঙ্গন ঠিক করেছিল সে কোনও অন্যায় করছে না। একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা যদি প্রজেক্টের

শেয়ার কিনতে চান তা হলে তিনি কোত্থেকে টাকা পাচ্ছেন, কাকে লুকোচ্ছেন তা তার জানার দরকার নেই। এতে কোনও বিপদ থাকতে পারে না। সে নিজে কোনও অন্যায় করছে না। আর মহিলাই বা প্রথম থেকে তাদের বিশ্বাস করবেন কেন?

দশটা দিন পাখির মতো উড়ে গিয়েছিল। রঙ্গন তখন প্রাণপণ খাটছে। পরিচিত-অর্ধপরিচিত যত মানুষ চারপাশে ছড়ানো প্রত্যেকের কাছে প্রজেক্ট নিয়ে যাচ্ছে সে। আর তার কপালগুণেই হোক কিংবা প্রজেক্টের লোভনীয় সম্ভাবনার জন্যেই হোক শেয়ার বিক্রি হচ্ছিল হু হু করে। তবে বেশির ভাগই পাঁচ দশ হাজার। এদের বোঝানো খুব ঝামেলার ব্যাপার। দাসবাবুর মতো ওই পাঁচ দশই এদের সম্বল। সেটাকে দ্রুত বাড়াবার বাসনা প্রত্যেকের আবার ভয়ও প্রচণ্ড। সূর্য আঙ্কল বলেন, যদিও টাকাটা কম তবু এদের কাছে শেয়ার বিক্রি করাই উচিত। সাধারণ মানুষ বলতে তো এদেরই বোঝায়। লক্ষ মানুষের আয়রেখা বাড়ানো যদি হয় তা হলে এদের কাছে টানতে হবে। এদের বিশ্বাস কোম্পানির পাথেয়।

রঙ্গন দেখছে প্রচণ্ড ছোটাছুটি করছেন সূর্য আঙ্কল। আজ দিল্লি কাল বোম্বাই তো আছেই, মাঝে মাঝে হিমালয়ের সেই স্পটে যেতে হচ্ছে। কাজ শুরু হয়ে গেছে সেখানে। খচ্চরের পিঠে তো বটেই, হেলিকপ্টারে করে মাল যাচ্ছে। খুব খরচ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সূর্য আঙ্কল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হোটেল শেষ করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। ইদানীং তিনি রঙ্গনকে বলতে শুরু করেছেন, 'তোমাকে আরও ওপরে উঠতে হবে রঙ্গন, আরও ওপরে। এই পাঁচ ছয় হাজার টাকা মাসে পাচ্ছ, এ কিছু নয়। আরও টাকা পেতে হবে তোমাকে। মনে রেখো, টাকার গায়ে গভর্নরের সই থাকে। তাই টাকার অন্য নাম হল ক্ষমতা। আরও খাটো, আরও।'

কিন্তু আজকাল রঙ্গন একমত হতে পারছে না। আর কী দরকার তার টাকার। এক হাজার যখন পেত তখনও যা অবস্থা ছয় হাজারেও তো তার হের ফের হল না। বাড়তি পাঁচ হাজার যদি স্ট্যাটাস বাঁচাতে ব্যয় হয়ে যায় তা হলে আরও রোজগার বাড়লে খরচের অনেক মুখ খুলে যাবে। তার চেয়ে এই ভাল, বেশ ভাল। বেশ আছি।

তা দশটা দিন দেখতে দেখতে যেদিন ফুরাল সেদিন রঙ্গন হাজির হয়েছিল ন্যুমার্কেটে। সেই রেস্তোরাঁতে সেদিনও ভিড় ছিল না। রঙ্গন দেখল দুটো চাইনিজ মেয়ে ছাড়া কোনও টেবিলে মানুষ নেই। মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল রঙ্গনের। টাইট লাল জিনস এবং সাদা হাতকাটা গেঞ্জি, চোখে রোদ-চশমা এবং মাথায় লাল রুমাল বেঁধে মিসেস গুপ্তা স্বয়ং উঠে এলেন। রঙ্গনকে দেখতে পেয়ে হেসে ওর উলটোদিকের চেয়ার টেনে বসলেন, 'না, ওই লোকদুটোকে কাজে লাগাতে হল না। গুপ্তা আজ সকালে দিল্লি চলে গিয়েছে। সুতরাং আমি ফ্রি।'

রঙ্গনের সংবাদটা ভাল লাগল। তার সামনে যে আগুন রয়েছে তার কাছ থেকে একটু নিরাপদ দূরত্বে থাকলে ভাল লাগাটা বেঁচে থাকবে, এই সত্যটুকু বুঝতে পারছে সে। বয় এগিয়ে এসেছিল, মিসেস গুপ্তা তাকে নির্দেশ দিলেন, 'দো আইসক্রিম।'

রঙ্গন ঢোঁক গিলল। সে আইসক্রিম খাবে কি? তার পরেই মনে হল, অনেকদিন আইসক্রিম খাওয়া হয়নি, আজ খেলে মন্দ কী! সে একটু নড়েচড়ে বসল, 'লোক দুটো কারা?'

রোদ-চশমায় চোখ দেখবার উপায় নেই। মুখের চামড়া টান টান। সোজা হয়ে বসেছেন মিসেস গুপ্তা। দুটো ঠোঁট সামান্য কাঁপল, 'আমি কৈফিয়ত দিতে পছন্দ করি না। তোমার পেছনে কতটা সত্যি সেটা আমার জানা দরকার ছিল।'

রঙ্গন আবার শীতল স্পর্শ পেল! ইদানীং এরকম হচ্ছে। এই মহিলার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে লক্ষ করেছে উত্তেজনা আসামাত্র তাতে বরফজল ঢেলে দেয় মহিলার কথা বলার ভঙ্গি এবং স্বর।

একদম নিঃশব্দেই খাওয়া শেষ হলে মিসেস গুপ্তা দুটো কুড়ি টাকার নোট টেবিলে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমার আজই শেয়ার সার্টিফিকেট চাই, দু ঘণ্টার মধ্যে। শেয়ার সার্টিফিকেট নিতে হবে মিসেস এস ভার্মার নামে!'

দু ঘণ্টার মধ্যে! রঙ্গন চট করে ভেবে নিল। সূর্য আঙ্কল তার জন্যে ওর অফিসে অপেক্ষা করবেন। কিন্তু দু ঘণ্টার মধ্যে কি সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে? অন্যান্য কেসে দিন চারেক পর রঙ্গন অফিস থেকে ওগুলো পায় পার্টিকে দেবার জন্যে। কিন্তু মিসেস গুপ্তাকে না বলার সাহস রঙ্গনের হল না। সে নিঃশব্দে

ঘাড় নাড়ল। আর তখনই একটা ঢাউস কাগজের প্যাকেট টেবিলের ওপর নামিয়ে দিলেন মহিলা, 'ঠিক দু ঘণ্টা বাদে ফ্লুরি রেস্তোরাঁতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'মাথা গরম বোকারা করে থাকে। গুডবাই।'

ভাল করে চেয়ে দেখবার আগেই নেমে গেল শরীরটা দোতলা থেকে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতেই রঙ্গনের শিরদাঁড়া কন কন করে উঠল। তার চোখ চকিতে টেবিলের ওপর সেখানে কাগজের প্যাকেটটা নিরীহ চেহারা নিয়ে পড়ে রয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। সে কি ঠিক চোখে দেখছে? ওই প্যাকেটের ভেতর দশ লক্ষ টাকা সাজানো রয়েছে? রঙ্গনের মনে হচ্ছিল ওর শরীরে এক ফোঁটা শক্তি নেই, কুল কুল করে ঘাম বের হতে শুরু হয়েছে। হাত বাড়াতে গিয়ে সে নিজেই লক্ষ করল সেটা থর থর করে কাঁপছে। দশ লক্ষ টাকা। কিন্তু কেউ এটার দিকে তাকালেও বুঝতে পারবে না এখানে কী সম্পদ অবহেলায় রাখা হয়েছে। আর তখনই একটা বিপরীত বরফ-স্রোত বইল। যদি প্যাকেটে কিছুই না থাকে। পুরো ব্যাপারটাই যদি মিসেস গুপ্তার চাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটটাকে টেনে নিল রঙ্গন। দ্রুত হাতে কাগজের মোড়ক খুলতে গিয়ে সে স্থির হয়ে গেল। একটু আড়াল রেখেও সে যতটুকু দেখেছে তাতেই একশো টাকার বাণ্ডিলগুলো চোখ এড়ায়নি। না, মিসেস গুপ্তা কোনও ফাঁদ পাতেননি তার জন্যে। চকিতে সে প্যাকেটটাকে ঠিক করে নিল। কেউ যদি জানতে পারে রঙ্গন সেন দশ লক্ষ টাকা কাগজের প্যাকেটে নিয়ে বসে আছে—সে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াতেই মনে হল হাঁটু কেমন আলগা হয়ে যাচ্ছে। যেন তার নীচে শরীরের অংশগুলো সব অকেজো হয়ে গেছে। প্রায় টলতে টলতে প্যাকেটটাকে দুহাতে আঁকড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিল রঙ্গন। একটা ট্যাক্সি দরকার। কিন্তু সেটা খুঁজতে গেলে মিনিট দুয়েক হেঁটে মার্কেট থেকে বের হতে হবে। খদ্দেরদের ভিড় মার্কেটের প্যাসেজগুলোয়। রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে সেই চলমান ভিড়ের দিকে তাকিয়ে খুব অসহায় বোধ করছিল রঙ্গন। মানুষের মধ্যে কার পকেটে ছুরি কিংবা রিভলভার থাকে তা কে জানে! একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি করেও তো অনেক সময় এত টাকা একসঙ্গে পাওয়া যায় না।

রঙ্গন প্রাঙ্গণে এমন ভঙ্গিতে হাঁটার চেষ্টা করল যেন সে আলু-কুমড়ো নিয়ে যাচ্ছে। এবং কয়েক পা এগোতেই সে হোঁচট খেতে খেতে বেঁচে গেল। সেই লোকদুটো। না, তার ভুল হয়নি। সেদিনের রেস্তোরাঁয় বসে গম্ভীরমুখে খেয়ে যাওয়ার লোকদুটো এখন তার চলার পথে দাঁড়িয়ে আছে! কী উদ্দেশ্য ওদের? মিসেস গুপ্তা কি ওদের পাঠিয়েছেন তার ওপর নজর রাখতে? সে তো দশ লক্ষ টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারত। তাই এই পাহারার ব্যবস্থা না করে মিসেস গুপ্তা নিশ্চিন্ত হননি। মাথা গরম বোকারা করে থাকে! মাথা গরম করা মানে টাকাটা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাওয়া এবং সেটা এক্ষেত্রে বোকামি। কোনওরকমে ন্যুমার্কেটটা পার হয়ে এল রঙ্গন। লোকদুটো যে তাকে অনুসরণ করছে এটা লুকোবার কোনও চেষ্টাই করল না। খুব কাছাকাছি একজন এবং একটু দূরে আর একজন অন্যমনস্ক হবার ভান করেও সেঁটে রয়েছে। রঙ্গন কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিল। এই লোকদুটো তাকে ছিনতাইকারিদের হাত থেকে বাঁচাবে।

সামনেই একটা ট্যাক্সি খালি হতেই রঙ্গন পেছনের সিটে উঠে বসতে গিয়ে আঁতকে উঠল। ড্রাইভারের পাশের দরজা এবং পেছনের সিটের তখনও বন্ধ না হওয়া দরজা দিয়ে একসঙ্গে এমন ভঙ্গিতে দুজনে উঠে বসল যেন ওরা রঙ্গনেরই সহযাত্রী। প্রতিবাদ করতে গিয়ে চুপ করে গেল। প্যাকেটটাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরে সে ড্রাইভারকে ঠিকানাটা জানাতেই ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। লোকদুটো এমন ভঙ্গিতে বসে রয়েছে যেন শেয়ার-ট্যাক্সিতে ধর্মতলায় যাচ্ছে। পেছনের সিটে যে লোকটা বসেছিল তার দিকে তাকিয়ে রঙ্গনের মনে হল এ ব্যাটা নিশ্চয়ই পুলিশ কিংবা পুলিশে কাজ করত। অন্য সময় হলে এই লোকদুটোকে মজা দেখিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু এখন কোলের ওপরে যে দশ লক্ষ টাকা। লোকদুটো কি সে খবর জানে! মিসেস গুপ্তা কি এদের এই সংবাদটি দেবেন? না, মনে হয় না। রঙ্গনের মনে হল এই লোকদুটো কোনও ডিটেকটিভ এজেন্সির। মিসেস গুপ্তা এদের ভাড়া করেছেন রঙ্গনের ওপর নজর রাখবার জন্যে কিন্তু টাকার কথা জানাননি। জানালে যদি এরাই ছিনতাই করে তা হলে রঙ্গনের কিছুই করার থাকত না। সূর্য আঙ্কলের হেড অফিসের সামনে এসে দাঁড়াতে বলল রঙ্গন। ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার সময় লোকদুটো সন্তর্পণে গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাথে উঠে

দাঁড়িয়েছে। প্যাকেটটা আঁকড়ে ওদের পাশ দিয়ে বাড়িটায় ঢোকার সময় কথা বলার লোভ সামলাতে পারল না সে, 'অনেক ধন্যবাদ, আমি আমার জায়গায় পৌঁছে গেছি, আর পেছনে আসতে হবে না।'

বলার সময় যতটা পারে বিদ্রুপ ঠুসে দিয়েছিল কিন্তু একটুও প্রতিক্রিয়া হল না দুজনের। রঙ্গন আর কথা না বাড়িয়ে সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে লিফটের বোতাম টিপল। শন শন করে লিফট যখন নির্দিষ্ট তলায় গিয়ে থামল তখন যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে রঙ্গনের। সূর্য আঙ্কলের চেম্বারে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল সে। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফাইল দেখছিলেন সূর্য আঙ্কল, শব্দ হতেই চমকে সেটা বন্ধ করে বললেন, 'কী ব্যাপার, এমন না জানিয়ে ঘরে ঢোকো কেন? সত্যি কথা, বাঙালির ভদ্রতাবোধ বলে কিছু নেই। বসো।' ফাইলটা সযত্নে ড্রয়ারে রেখে চাবি দিয়ে প্যাকেটটার দিকে তাকালেন তিনি, 'ওটা কী?'

'দশ লক্ষ টাকা। মিসেস গুপ্তার শেয়ার।' রঙ্গন রুমালে মুখ মুছিল।

'হোয়াট?' সূর্য আঙ্কল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, 'তুমি ওই প্যাকেটটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলে! গুড গড?'

'আমি একা ছিলাম না।' রঙ্গন ঘটনাটা বিস্তারিত বলল।

চোখ বন্ধ করে সমস্ত ঘটনাটা শুনে সূর্য আঙ্কল বললেন, 'নো, খুব ভাল করেছ, এই টাকাটা নিয়ে তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি।'

ঘাবড়ে গেল রঙ্গন, 'আপনাকে জানিয়েই তো গিয়েছিলাম।'

'গিয়েছিলে কিন্তু এর মধ্যে যে প্রাইভেট এজেন্সির লোক রয়েছে তা আমি জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম ওই মহিলা সরাসরি তোমার হাতে টাকা তুলে দেবেন। কিন্তু শি ইজ প্লেয়িং ডার্টি গেম।' সূর্য আঙ্কলের গলার স্বর শুনে ঘাবড়ে গেল রঙ্গন। এখন যদি টাকা ফেরত দেওয়ার কথা উনি বলেন তা হলে বিরাট বিজনেস হারাবে রঙ্গন। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'উনি আমার প্রটেকশনের জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছেন। ওরা থাকায় আমার খুব সাহায্য হয়েছে।'

সূর্য আঙ্কল রঙ্গনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কেটে কেটে বললেন, 'এই মুহূর্তে যদি পুলিশ ওই দরজা নক করে তা হলে ওই টাকার মালিক হিসেবে তুমি কার নাম করবে? কেউ যদি ডায়েরি করে থাকে তার দশ লক্ষ চুরি গেছে তা হলে জেলের ঘানি থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?'

রঙ্গন আর ভাবতে পারছিল না। মিসেস গুপ্তা খামোকা এসব করতেই বা কেন যাবেন তা সে বুঝতে পারছিল না। তবে একথা ঠিক, এই টেবিলের ওপর দশ লক্ষ বেওয়ারিশ টাকা পড়ে আছে। রঙ্গনের মাথায় চট করে মতলবটা খেলে গেল, 'আচ্ছা, আমরা যদি ওঁর নামে শেয়ার ইস্যু করে ফেলি তা হলে এই টাকাটা আর বেওয়ারিশ থাকবে না, তাই তো?' কথাটা শুনে সূর্য আঙ্কল হাসলেন, 'কিন্তু তুমি সেদিন বলেছিলে মহিলার পরিচিতি গোপন রাখতে। সেক্ষেত্রে ওঁর নাম আমরা খাতায় এন্ট্রি করতে পারছি না। যাক, এখন এনে ফেলেছ আজ আর কী করা যাবে। তাড়াতাড়ি টাকাটা গুনে ফেল।'

দশ লক্ষ টাকা সেই প্রথম গুনেছিল রঙ্গন। একশো টাকার নোট তবু গুনতে আঙুল ব্যথা হয়ে যায়। গোনা হয়ে গেলে দেখা গেল একটি নোটও কম বা বেশি নেই। তখন রঙ্গন সার্টিফিকেটটার কথা সূর্য আঙ্কলকে জানাল।

'কেন? এত তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেটের কী দরকার? সবাই যেমন পেয়ে থাকেন উনিও পেয়ে যাবেন। দশ লক্ষ দিয়েছেন বলে মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি!'

সূর্য আঙ্কল টাকাগুলো তার বড় ভি আই পি-তে সাজিয়ে নিচ্ছিলেন। রঙ্গন ঘড়ি দেখল, আর বেশি সময় নেই। সে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'ওটা তো এমন কিছু ব্যাপার নয়। স্পেশাল কেস হিসেবে সার্টিফিকেট যদি আজই ইস্যু করেন—মানে, আমি কথা দিয়েছি।'

'কথা দিয়েছ? গুড গড। তুমি কি মহিলার প্রেমে পড়েছ? আহা, বেচারি নীপা ডার্লিং একথা শুনলে, দেখতে কী রকম?'

'এ সব কী বলছেন?' প্রায় আঁতকে উঠল রঙ্গন।

'বয়স কত?'

'বোঝা মুশকিল। কিন্তু আপনি নিজেই এসব কথা বলছেন।'

হো হো করে হেসে উঠলেন সূর্য আঙ্কল, 'অত ব্লাশ করছ কেন? আমি ঠাট্টা করছিলাম। তবে ওই বোঝা মুশকিল বয়সগুলোই বড্ড বিপদে ফেলে। সাবধান।'

ঠিক দু ঘণ্টা ফুরোবার পনের মিনিট আগে শেয়ার সার্টিফিকেট পকেটে রেখেছিল রঙ্গন। তর তর করে নীচে নেমে ট্যাক্সি ধরে সোজা পার্ক স্ট্রিটে চলে এসেছিল সে। সেই লোকদুটোর আর কোনও হদিশ পায়নি পথে। ফ্লুরিতে ঢুকেই বুকের ভেতরটা বন্ধ হবার জোগাড়। তিনি বসে আছেন।

সামনের চেয়ারে বসে সার্টিফিকেটটা এগিয়ে দিল রঙ্গন। একবারও চোখ না বুলিয়ে সেটাকে ব্যাগে ফেলে দিয়ে মিসেস গুপ্তা আর একটা খাম এগিয়ে দিলেন। একটু অবাক হয়ে খামটা নিল সে। তারপরে সন্তর্পণে মুখটা সরাতেই গ্লসি পেপারে ছাপা তিনটে নরম ছবি বেরিয়ে এল। একটায় রঙ্গন ন্যুমার্কেটে কাগজের প্যাকেটটা আঁকড়ে ধরে আছে। দ্বিতীয়টিতে সে ট্যাক্সিতে বসে, কোলের ওপর সেই কাগজের প্যাকেট দু হাতের বেড়ে, তৃতীয়টিতে সে সূর্য আঙ্কলের অফিসে ঢুকছে এবং হাতের সেই প্যাকেটটা ধরা।

হতভম্ব হয়ে রঙ্গন তাকাল মহিলার দিকে। এসব ছবি কখন তোলা হল এবং কখন প্রিন্ট করে এঁর হাতে চলে এল। মিসেস গুপ্তা খামটা ফেরত নিয়ে হেসে উঠলেন, 'আমি তোমার সঙ্গে সন্ধেটা কাটাতে পারতাম। কিন্তু বিবাহিত পুরুষদের গা থেকে এমন একটা গন্ধ বের হয় যে আমার বমি করতে ইচ্ছে হয়। সরি।'

কয়েক সেকেন্ড বাদে যখন মিসেস গুপ্তার চিহ্ন ধারে কাছে নেই তখন রঙ্গন পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চুলে আঙুল বোলাচ্ছিল। সূর্য আঙ্কল ঠিকই বলেছেন, শি ইজ প্লেয়িং ডার্টি গেম। কিন্তু খেলাটা কী সেটাই যে জানা যাচ্ছে না।

অন্যমনস্ক রঙ্গন, নীপার ডাকে চেতনায় এল। বাঃ, নীপাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে মনে প্রশংসা করল সে। নীপার অঙ্গে এখন সাদা সিল্কের পেলবতা যার পাড়ে ভোরের রোদের উজ্জ্বল লাবণ্য। নীপার মুখে বিরক্তি খেলা করছে, 'কী ভাবছ তখন থেকে। ডাকলেও শুনতে পাও না।'

'ভাবছিলাম। কোথায় ছিলাম আর কোথায় চলে এলাম।'

'তাই ভাবো বসে বসে। আমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি।'

'ব্যাঙ্কে?'

'হ্যাঁ, দুটোয় বন্ধ হবে। আর বেশি দেরি নেই। এই গয়নাগুলো রেখে ধার নেব। ভল্টে যা আছে তাও জুড়ে দেব। ওরা হিসেব করে বলেছে আমি তিরিশ হাজার টাকার মতো লোন পেতে পারি।' নীপা দরজার দিকে পা বাড়াল।

'তুমি লোন নিয়ে কী করবে?' চিৎকার করে উঠল রঙ্গন।

'সেকী! তোমাকে আমি বলিনি?'

'না, আমি কিছুই জানি না।'

'ওমা, আমি ভেবেছিলাম বলেছি। এই গয়নাগুলো বাড়িতে কিংবা ব্যাঙ্কের ভল্টে মিছিমিছি পড়ে আছে। তাই আমি ব্যাঙ্কে এগুলো জমা দিয়ে লোন নেব, বোধহয় আঠারো পার্সেন্ট ইন্টারেস নেবে ব্যাঙ্ক সেই টাকাটার ওপরে।' মানে তিরিশ হাজার টাকা নিলে আমাকে পাঁচ হাজার চারশো সুদ দিতে হবে। আর আমি যদি সেই টাকাটা দিয়ে প্রজেক্টের শেয়ার কিনি তা হলে আমি পাচ্ছি চৌদ্দ হাজার চারশো। মানে নীট নয় হাজার টাকা লাভ। এতে আমাদের সংসারের আয় বাড়বে। সূর্য আঙ্কলের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে। 'ওঃ, খুব দেরি হচ্ছে, বাই।' নীপা চলে গেল।

ছয় মাসের মাথায় সূর্য আঙ্কলের কোটা শেষ হয়ে গেল। হোটেলের জন্যে আর শেয়ার বিক্রি করা হবে না। কিন্তু সূর্য আঙ্কল অন্য যেসব প্রজেক্টে হাত দিচ্ছেন সেগুলোর কাজ শুরু হয়ে গেল। এখন রঙ্গনের মাসিক আয় প্রায় সাত হাজার টাকা অথচ পুরো টাকাটাই নীপার হাত দিয়ে চলে যাচ্ছে। কী করে টাকা জমানো যায় বুঝতে পারছিল না রঙ্গন।

তিনদিন হল নীপা আর ওর মা সূর্য আঙ্কেলের সঙ্গে দিল্লি গিয়েছে। দিল্লি থেকে ওরা চলে যাবে হিমালয়ের মাঝখানে সেই হোটেলে। ওরকম অ্যাডভেঞ্চার করার জন্যে বেশ কিছুদিন থেকেই নীপা

মুখিয়ে ছিল। যাওয়ার আগে ওরা দলে টানতে চেয়েছিল রঙ্গনকে। রঙ্গনের ইচ্ছে ছিল না সঙ্গে যাওয়ার। পুরো যাতায়াতের প্লেনের খরচ থেকে শুরু করে দিল্লির হোটেলের বিল তার কাঁধে এসে চাপত। শেষ পর্যন্ত সূর্য আঙ্কলই তাকে বাঁচালেন। তিনি বললেন, 'রঙ্গনকে আমি আমার অর্গানাইজেসনের দুনম্বর করে নিতে চাই। আমরা দুজনেই যদি একসঙ্গে শহর ছেড়ে যাই তা হলে এদিকটা কে দেখাশোনা করবে? আমার মনে হয় কলকাতা অফিসের জন্যে রঙ্গনের এখানেই থাকা উচিত।'

এর ওপর আর কথা চলে না। রঙ্গন দু নম্বর হবে এই আনন্দে নীপা নেচে উঠেছিল, 'ওঃ, আঙ্কল হাউ সুইট য়ু আর।' বলে সূর্য আঙ্কলের কাঁধ জড়িয়ে ধরেছিল। দৃশ্যটা মোটেই ভাল লাগেনি রঙ্গনের কিন্তু ওটাকে শিশুসুলভ চাপল্য বলে মেনে নিয়েছিল।

ওরা চলে যাওয়ার পর নিজেকে সম্রাটের মতো মনে হয়েছিল রঙ্গনের। তার ওপর খবরদারি করার কেউ নেই। হাতে যে টাকা আছে তাতে মৌজ করা যাবে। আপাতত কয়েকটা দিন কোনও কাজ করবে না সে। সকাল থেকেই স্কচের বোতল নিয়ে বসেছিল তাই।

ইদানীং এই অভ্যেসটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। দু'তিন পেগ বাড়তে বাড়তে পাঁচ হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত সন্ধের পর শুরু হয় নীপার জন্যে। রাত্রে সে কখন শুচ্ছে বা খাচ্ছে তা দেখার সময় ওর নেই। রোজ পার্টি মিটিং থাকলে সেটা সম্ভবও নয়। নীপা চলে যাওয়ার পর আজ সকালে মনে হল দিনটা স্কচ খেয়েই কাটিয়ে দেওয়া যাক। ঝি চাকরগুলো নাকের ডগায় ঘুরছে, এটা ভাল লাগছিল না। কোনও হোটেলে ঘর নিয়ে দিনটা কাটালে কেমন হয়, 'রাত দিনে' ফোন করবে বলে রিসিভারের দিকে হাত বাড়াতেই সেটা বেজে উঠল, 'হ্যালো সেইন?'

'ইয়েস।'

'আমাকে চিনতে পারছ?'

থমকে গেল রঙ্গন। এই গলায় কথা বললে সব মেয়েকেই এক রকম মনে হয়। কে কথা বলছে? এই ঢংগুলো আজকাল ভাল লাগে না। সে বিরক্তি চাপল না, 'নামটা বললেই হয়। আমি খুব ব্যস্ত।'

'চমৎকার!' ওপাশে যেন দীর্ঘশ্বাস পড়ল, 'শোনো, আমি তোমাকে এতদিন বিরক্ত করিনি। কিন্তু আজ খুব ইচ্ছে একবার দেখতে। তুমি জানো তোমার সন্তান আমার পেটে।'

মাথার সমস্ত চুল যেন খাড়া হয়ে দাঁড়াল। মিসেস চোপরা। এই মুখটাকে একটু একটু করে বেশ ভুলে ছিল সে। রঙ্গনের সন্তান ওর পেটে।

মিথ্যে কথা! ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ সাজানো নয় তার প্রমাণ কী? তাকে ফাঁসে ফেলার মতলব। কিন্তু কী জন্যে। টাকা চাই? প্রশ্নটা করেই নিজের মনে উত্তর দিয়ে ফেলল সে। মিসেস চোপরা টাকার জন্যে তাকে ফাঁসাবেন না। কী করে এই বিশ্বাস এল সে জানে না কিন্তু বিশ্বাসটাকে মিথ্যে ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

'কী চাই আপনার?' রঙ্গন দাঁতে দাঁত চাপল।

'চাইব? কিছু চাওয়ার নেই আমার। না চাইতেই তো শরীরে পেয়েছি। প্রতি মাসে দাসবাবু ডিভিডেন্ড এনে দিচ্ছে লুকিয়ে। আর কী চাওয়ার থাকতে পারে, তাই না? তবু যে কী হল, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। একবার আসবে!' খুব নরম শোনাল মিসেস চোপরার গলা।

'কোথায়?'

'আমার এখানে। যে ঘরে তুমি শেষবার এসেছিলে।'

'চোপরা সাহেব নেই?'

'থাকলে কি তোমাকে ডাকতে পারতাম। আজ সকাল থেকে ও খুব ব্যস্ত একটা কেস নিয়ে। সন্ধের আগে ফিরতে পারবে না।'

'তুমি বাইরে এসো, এই ধরো রাত দিনে।' রঙ্গন ওই বাড়িটার কাছাকাছি হতে চাইছিল না। সে নিজে ক্রিমিনাল নয়। মিসেস চোপরা চেয়েছিল বলেই সেই ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল। তবু বারবার ওই ঘরে যাওয়ার কোনও অর্থ নেই।

'আমার পক্ষে বেশি হাঁটাহাঁটি সম্ভব নয় যে।'

'কেন?'

'এসেই দেখ। তোমার ভয় নেই চোপরা ফিরবে না। যে ক্লায়েন্টের কেস তাকে তুমিই এনে দিয়েছিলে। ওর কেস নাকি খুব খেটে করতে হয়।'

'কার কেস?' রঙ্গনের গলায় নিরাসক্তি।

'সেই যে মিস্টার গুপ্তা যার প্রচুর টাকা আছে।'

মাথার ভেতরটা ঝনঝন করে উঠল রঙ্গনের। চোপরার সঙ্গে মিস্টার গুপ্তার যোগাযোগ হয়েছে। তাকে বাদ দিয়ে চোপরা কাজ করছে? গুপ্তা বলেছিল যে সে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চায়। এক্ষেত্রে কী হল? রঙ্গনের মনে হচ্ছিল এরা দুজন তাকে লেঙ্গি দিয়েছে। উত্তেজনাটা মাথার মধ্যে হঠাৎ এমন পাক খেল যে, সে চিৎকার করে উঠল, 'অলরাইট, আমি যাচ্ছি।'

আর তখনই কলিং বেল বেজে উঠল। রিসিভার নামাতে নামাতে রঙ্গন শুনল চাকরটা ছুটে যাচ্ছে দরজা খুলতে। এখন মাত্র এগারোটা। এই সময়ে আবার কে এল! স্কচের গ্লাসটা তুলে এক চুমুকে খালি করে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল রঙ্গন। চাকরটা তখন দরজায়, 'সাব অফিসবালা মেমসাব আয়া।'

চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকাল রঙ্গন। অফিসবালা মেমসাব! মানে আত্রেয়ী! সোফা ছেড়ে উঠতে গিয়ে মনে হল বেশি কষ্ট হবে। এইভাবে গা এলিয়ে শুয়ে থাকতেই আরাম। সে ইশারা করল ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই না ফেলতেই আত্রেয়ী দরজায়, 'মর্নিং; এভাবে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমি টেলিফোনও করতে পারতাম কিন্তু পাশের ঘর থেকে টেলিফোনে কথা বলব বিশেষ করে আপনি যখন একা!' মোহিনী হাসি হাসবার চেষ্টা করল আত্রেয়ী।

নেশা যে হয়েছে তা বুঝতে পারছে রঙ্গন নইলে আত্রেয়ীকে তার সুন্দর লাগছে কেন? শরীরে সম্পদ আছে মেয়েটার কিন্তু মুখ? ওই মুখের দিকে তাকালে অন্ধ না হলে হৃদয়ে প্রেম জাগা মুশকিল। হাত বাড়িয়ে সোফা দেখিয়ে দিল রঙ্গন, 'বসো।'

'বাঃ, কী সুন্দর আপনি বললেন। এতদিন ধরে যে কেন অমন ব্যবহার করেছিলেন বুঝতে পারছিলাম না। মিসেস সেনকে এত ভয় করেন আপনি!' বলতে বলতে সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিল আত্রেয়ী। তারপর বলল, 'কী খাচ্ছেন, স্কচ?'

'খাবে?'

'উহুঁ! ওটি পারব না। সূর্য পারেনি আমাকে খাওয়াতে তো আপনি! যাক, যে জন্যে এসেছিলাম, আপনি সূর্যের কাছ থেকে কোনও খবর পেয়েছেন!'

'কী খবর? ওরা ঠিকঠাক পৌঁছেছে কি না? কোনও দরকার নেই আমার।'

হেসে উঠল আত্রেয়ী, 'খুব সাহস দেখছি। সূর্য বলেছে আপনাকে রাস্তা থেকে তুলে এখানে বসিয়েছে ও। তখন খুব বোকা ছিলেন আপনি।'

'সূর্য আঙ্কল একথা বলেছে! আমি বিশ্বাস করি না।' রঙ্গনের গলার স্বর জড়িয়ে আসছিল 'কিন্তু তুমি ওকে সূর্য সূর্য বলো কেন? হি ইজ আওয়ার বস। তা ছাড়া তোমার চেয়ে অনেক বড় বয়সে।'

আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠল আত্রেয়ী। হাসির দমকে কাঁধ থেকে আঁচল গেল খসে। বিশাল কিন্তু তীক্ষ্ণ স্তন কাঁপছিল থরথরিয়ে। আঁচলটা টেনে নিতে নিতে হাসি থামাল সে, 'আমরা বন্ধু। এই শরীরটার জন্যে আমি বন্ধুত্ব কিনেছি। অতএব আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুব নিবিড়, বুঝলেন মশাই। আপনার সঙ্গে বাজে কথা বলতে আমি আসিনি। কাল থেকে সূর্যকে ট্রাংককল করে করে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। আপনার স্ত্রী শাশুড়িকেও লাইনে পাচ্ছি না। যে হোটেলে ওদের ওঠার কথা সেখানে ওরা ওঠেনি।'

বোতল থেকে আর কিছুটা গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে রঙ্গন বলল, 'দিল্লিতে হোটেল একটাই নেই। এ নিয়ে চিন্তা করার কোনও মানে হয় না।'

আত্রেয়ী ব্লাউজের ভেতর থেকে রুমাল বের করে সযত্নে চিবুকের ঘাম মুছল, 'মানে হত না যদি গতকাল হেড অফিসে ফোন করে কানেকশন পেতাম। রিং হচ্ছে অথচ কোনও স্টাফ ধরছে না। ফলে নিজেই গেলাম সেখানে। সামনের মাস শুরু হতে তিন দিন বাকি। ডিভিডেন্ড যাদের দিতে হবে তাদের লিস্ট সময়মতো পাঠিয়ে দিয়েছে। সেটা সূর্য অ্যাপ্রুভ না করে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে। গিয়ে

'দেখলাম অফিসের দরজায় তালা ঝুলছে। স্টাফরা সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। কে তালা দিল, চাবি কার কাছে কেউ বলতে পারছে না। সূর্যের সঙ্গে কথা না বললে তালা ভাঙতেও পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যজনক। তাই ট্র্যাংককলে সূর্যকে খুঁজেছি, এবার বুঝতে পারছেন?'

এক ঢোঁক হুইস্কি গলা দিয়ে চালান করতে করতে রঙ্গন বলল, 'কেউ হয়তো ইয়ার্কি মেরেছে। তালা ভেঙে ফেলুন।'

'আপনি হুকুম দিচ্ছেন!'

'ইয়েস।'

'কিন্তু সূর্য—?'

'ওফ! আমি এই অর্গানাইজেশনের নাম্বার টু। আমি যখন বলছি, তখন আপনার দ্বিধা হচ্ছে কেন? সূর্য আঙ্কলের সঙ্গে আপনার যা সম্পর্কই থাকুক এখানে আমি আপনার সিনিয়র। যান, যা বলছি তাই করুন।'

চিৎকার করে উঠল রঙ্গন।

'বেশ। কিন্তু আপনি রিটন অর্ডার দিন।'

'কেন? আমার মুখের কথার দাম নেই! ও, অফিসিয়াল রেকর্ড! আপনাকে দেখে তো মনে হয় না বুদ্ধির ব্যবহার জানেন। বেশ, ওখানে কাগজ কলম রয়েছে, লিখে আনুন সই করে দিচ্ছি।' হাত বাড়িয়ে টেবিলটা দেখিয়ে দিল রঙ্গন।

স্প্রিং-এর মতো উঠে গেল আত্রেয়ী। টেবিলে ঝুঁকে খসখস করে লিখে নিয়ে রঙ্গনের সামনে বাড়িয়ে দিল। রঙ্গন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করল, 'আর কী বললে, এ মাসে ডিভিডেন্ড দেওয়া যাবে না? তা হলে তো তালা ভাঙতেই হবে।' হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল সে। রঙ্গন সেন এই মর্মে হুকুম দিচ্ছে যে তালা ভেঙে অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে। তলায় সই করে দিল রঙ্গন। হঠাৎ ওর মনে হল নেশার ভার যেন খুব দ্রুত পাতলা হয়ে যাচ্ছে। আত্রেয়ী চলে যাচ্ছিল, রঙ্গন ডাকল, 'শোনো, যেভাবেই হোক তুমি ব্যাপারটা ম্যানেজ করো। আমি তোমার ওপর নির্ভর করছি।'

আত্রেয়ী চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে পড়ে রইল রঙ্গন। ব্যাপারটা কী হল। সূর্য আঙ্কল কি এসব জানেন? আজ বাদে কাল শেয়ারহোল্ডাররা ডিভিডেন্ড নিতে আসবে, তাদের সামলাবে কে? কোথাও নিশ্চয়ই ভুল হয়ে গেছে। তেমন দরকার হলে আজ বিকেলের ফ্লাইটে সে দিল্লি যাবে। হুইস্কির বোতলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

ফ্ল্যাটের দরজা পেরিয়ে বারান্দায় পা দিয়ে রঙ্গন দেখল অফিসের দরজা খোলা। ঘোষকে দেখতে পেল সে। কিছু একটা টাইপ করছে। ওকে দেখে মুখ তুলতেই রঙ্গন বলল, 'আত্রেয়ীকে বলবেন দিল্লিতে কনট্যাক্ট করতে। যে করেই হোক। নইলে আজ সন্ধের ফ্লাইটে আমি সেখানে যাব।'

রাস্তায় নেমে দাঁড়াতেই একটা গাড়ির দরজা খুলে গেল। এই গাড়ি তার কিন্তু পছন্দটা নীপার। ড্রাইভারও ওরই পছন্দের। ঠিকানাটা বলে রঙ্গন চোখ বন্ধ করল। সবই নীপার, সে শুধু পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু নীপা আর ওর মা গেল কোথায়! কোন হোটেলে উঠেছে ওরা? নীপাও পৌঁছে ফোন করতে পারত। এমনও হতে পারে ওরা দিল্লিতে পা দিয়েই হিমালয়ে চলে গিয়েছে। ফলে আত্রেয়ী টেলিফোনে ধরতে পারছে না।

গাড়িটা থামতে খেয়াল হল রঙ্গনের। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে চলে এল। দাসবাবু খাতা লিখছেন! ওকে দেখে নমস্কার করে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আপনি এখানে স্যার?'

'দরকার আছে। চোপরা কোথায়?' খুব নিরাসক্ত গলায় বলল রঙ্গন।

'সাহেব তো গুপ্তা সাহেবের কেস নিয়ে ব্যস্ত। একটু আগে ফোন করেছিলেন, চারটে নাগাদ ফিরবেন। বসুন স্যার।'

'আপনারা যে শেয়ার কিনেছেন তা চোপরা জানে?'

'না স্যার! মিসেস চোপরা অবশ্য জানাননি।'

'উনি আছেন?'

'নিশ্চয়ই এখন তো ওঠা নামা করা ডাক্তারের বারণ।' কথাটা শেষ করে দাসবাবু হাসলেন কি না

বুঝতে পারল না রঙ্গন। সে আর সময় নষ্ট না করে তেতলায় উঠে এসে বেলে হাত দিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষার পর দরজা খুলল। মিসেস চোপরা উজ্জ্বল মুখে হাসলেন, 'এসো। কী ভাগ্য আমার।'

রঙ্গন অবাক হয়ে দেখছিল। কী বেঢপ চেহারা হয়েছে মিসেস চোপরার। ওই রোগা শরীরের মধ্যদেশ স্ফীত হয়েছে এমন বিকট ভাবে যে যে-কোনও মুহূর্তেই ফেটে পড়তে পারে। মুখ শুকিয়ে আরও ছোট্ট হয়ে গিয়েছে। সমস্ত সত্তা একসঙ্গে দুমড়ে উঠল। রঙ্গন কোনও রকমে বলল, 'কেন ডেকেছেন?'

'দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। ভেতরে এসো। ও এখন ফিরছে না।'

ফিরে যেতে গিয়েও পারল না রঙ্গন। ঘরে ঢুকে সোফায় এমন সংকুচিত হয়ে বসল যে সেটা মিসেস চোপরার দৃষ্টি এড়াল না। দরজা বন্ধ করে মিসেস চোপরা বললেন, 'আমি খুব খারাপ দেখতে হয়ে গেছি, তাই না?' এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে রঙ্গন।

খুব সন্তর্পণে উলটো দিকের সোফায় বসে মিসেস চোপরা বললেন, 'তুমি কেমন আছ?'

'ভাল। কী ব্যাপার?'

'উহুঁ, মিথ্যে কথা বলছ। ভাল থাকলে কেউ মদ খায় না।'

রঙ্গন বুঝল তার নেশা কেটে গেলেও গন্ধ ছাড়েনি। সে হাসল, 'উঁচু তলায় ভাল থাকলেই মদ খেতে হয়।'

'তাই হবে হয় তো, আমি জানি না' তারপর নিজের পেটে হাত রেখে মিসেস চোপরা বললেন, 'আজ সকাল থেকে অনবরত লাথি খাচ্ছি। এ ছেলে না হয়ে যায় না। তাই তোমার কথা মনে হচ্ছিল। চোপরা তো কোনওদিন আমাকে মা করতে পারত না, তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। আমি জানতাম ডাকলে তুমি আসবেই। আমার একটা ইচ্ছে পূর্ণ করো।'

'কী?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল রঙ্গন। একদিনের আনন্দের বিনিময়ে এতসব বোঝা যদি বইতে হয়—! মিসেস চোপরা ধীরে ধীরে ভেতরে উঠে গেলেন। রহস্যটা বুঝতে পারছিল না রঙ্গন। মতলবটা কী? আর কোনও ফাঁদে পা বাড়াচ্ছে না সে! এখন শরীরের যা অবস্থা ওসব বাসনা নিশ্চয়ই হবে না। মিসেস চোপরা দরজায় এসে দাঁড়ালেন, 'এসো।'

রঙ্গন ওকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে গিয়ে হকচকিয়ে গেল। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। অন্তত দশ বারো রকম মেনু। মিসেস চোপরা লাজুক হাসল, 'এ সবই আমার বানানো। কেমন হয়েছে জানি না। তুমি খেতে বসো!'

'আমি? আমি খাব?' আঁতকে উঠল রঙ্গন।

'হ্যাঁ। তোমাকে খাওয়াব বলে এত রেঁধেছি। তুমি খাবে আর আমি দেখব, বড় সাধ আমার। তোমাকে আমার সাধ মিটিয়ে খাওয়াতে পারলে এর মঙ্গল হবে।' নিজের পেটে পরম মমতায় হাত রাখলেন মিসেস চোপরা।

রঙ্গনের মনে হল একটি অশরীরী অস্তিত্ব তাকে স্পর্শ করেছে। মিসেস চোপরার হাসি, ওই স্ফীত উদর এবং ভাবী সন্তানের কথা সেই স্পর্শটাকে আরও উশকে দিচ্ছিল। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া দরকার। সে বলল, 'আমাকে যেতে দিন, এসব খাওয়ার সময় নেই।'

'তুমি খাবে না?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেস চোপরা।

'না। তা ছাড়া এরকম পাগলামো আর করবেন না।' মুখ ঘুরিয়ে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল রঙ্গন। 'সঙ্গে সঙ্গে ওই শরীর নিয়ে প্রায় ছুটে এলেন মহিলা, 'তুমি খাবে না?' ওঁর চোখ বিস্ফারিত, সমান হয়ে আসা বুক ওঠা নামা করছে, 'আমি পাগল?'

রঙ্গন মিসেস চোপরার চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল। এই রূপ কখনও দেখেনি সে। এক পা পিছিয়ে গিয়ে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল, 'এখন তো খাওয়ার সময় নয়। তা ছাড়া আমাকে লুকিয়ে এইভাবে খাওয়ানো ঠিক নয়।'

'ঠিক নয়? ও, যেদিন টাকার লোভে লুকিয়ে এসে আমাকে ভোগ করে চলে গেলে সেদিন সেই ঠিক বেঠিক কোথায় ছিল? কোথায় ছিল বলো?' রঙ্গনের দুহাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন মিসেস চোপরা।

'কিন্তু সেদিন কি পুরোটাই আমার ইচ্ছেয় হয়েছে?' নিজেকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করল রঙ্গন। চোখ

বড় বড়, মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটল মিসেস চোপরার, 'দু হাত না হলে তালি বাজে না। জানি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম চোপরা খুব খুশি হবে। ও হয়তো বুঝতে পারবে না কিছু। কিন্তু আমি হেরে গেলাম। চোপরা আমার কাছে খুশি হবার ভান করে।'

'ভান করে?' রঞ্জন আর্তনাদ করে উঠল, 'কী করে বুঝলেন?'

'মেয়েরা বুঝতে পারে। এই সন্তান যে ওর নয় সেটা বোঝাবার জন্যে ও বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু তা হোক, তোমাকে ওই খাবার পুরোটা খেয়ে তবেই এখান থেকে যেতে হবে।' চোখ পাকালেন মিসেস চোপরা।

'আপনি অবুঝ হবেন না—।' রঞ্জন বাইরের ঘরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই মিসেস চোপরার কণ্ঠ উচ্চগ্রামে উঠল, 'দাঁড়াও। যদি তুমি আমার কথা না শোনো তা হলে আমি চেঁচিয়ে বলব তুমি আমার ইজ্জত নিয়ে যাচ্ছ।' ওই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে রঞ্জনের মনে হল তার মেরুদণ্ড যেন কেউ খুলে নিয়েছে। থপথপে পা ফেলে খাবার টেবিলে ফিরে গেল সে। সুস্বাদু কিন্তু রঞ্জনের কাছে স্বাদহীন, খাবারগুলো যন্ত্রের মতো মুখে তুলতে লাগল সে। খানিকটা দূরে একটা চেয়ারে বসে পরম তৃপ্তির সঙ্গে এই দৃশ্যটা গিলতে লাগল মিসেস চোপরা। রঞ্জনের মনে হল যে নিজেই নিজের পিণ্ড খাচ্ছে।

চোখ বন্ধ করে গাড়ির পেছনের দিকে পড়েছিল রঞ্জন। সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠছে। ওই উন্মাদ রমণী সমস্ত খাবার তাকে খেতে বাধ্য করেছে। একটু বমি করতে পারলে ভাল হত। রঞ্জনের মনে হচ্ছিল এই এক ঘণ্টায় ওর বয়স যেন কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। ড্রাইভার গাড়িটা থামানোমাত্র একটি উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'স্যার, স্যার, থামবেন না ভীষণ বিপদ।'

রঞ্জন চোখ খুলল। গাড়ির দরজায় ঘোষকে দেখতে পেল সে। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। সে কিছু বলার আগেই গাড়ির দরজা খুলে উঠে পড়ল ঘোষ, 'চালাতে বলুন স্যার, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলুন।'

ড্রাইভার বিস্মিত চোখে ওদের দেখছিল, রঞ্জন ইঙ্গিত করল চালাতে; গাড়ি ডালহৌসি স্কোয়ারে ঘুরে দক্ষিণের দিকে মোড় নিতে ঘোষবাবু যেন একটু শান্ত হলেন, 'সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে স্যার।'

একটুও নড়ল না রঞ্জন। তার পেটের ভেতর গোলাচ্ছে, শুধু ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

'সি বি আই।' ঘোষবাবু যেন হেঁচকি তুললেন।

সঙ্গে সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়ল রঞ্জনের, 'সি বি আই?'

'হ্যাঁ স্যার। হেড অফিসে রেইড হয়েছে। ওরা সিল করে দিয়েছে। মিস রায় একটুর জন্যে বেঁচে গেছেন। আপনার অর্ডার নিয়ে ওখানে গিয়ে তালা ভেঙে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন উনি। আমাদের অফিস থেকে যে লিস্ট পাঠানো হয়েছিল সেইটে আর চেক বই নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় রেইড শুরু হয়। ওকে ওরা বুঝতে পারেননি। বাইরে থেকে আমায় টেলিফোন করেন মিসেস রায়। সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে 'খাদি গ্রামোদ্যোগ-এর কাছে চলে আসতে বলেন। আমি সেগুলো ওঁর হাতে দিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন ঘোষবাবু। 'কী হবে স্যার? আমার যে পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার কেনা আছে।'

'সি বি আই রেইড করতে গেল কেন?'

'জানি না স্যার। যে-কোনও মুহূর্তে আপনার ফ্ল্যাটের অফিসে আসতে পারে। আমি এখন কী করব?' প্রায় কেঁদে ফেললেন ঘোষবাবু।

'ঘাবড়াচ্ছেন কেন? নিশ্চয়ই কোনও ভুল হয়েছে।' সোজা হয়ে বসল রঞ্জন, 'মিস রায় কোথায়?'

'উনি 'রাত দিন' হোটেলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'রাত দিন?' চমকে উঠল রঞ্জন। এই হোটেলটার কথাই না আজ সকালে সে ভেবেছিল? কী করে যে মিলে যায়।

ঘোষবাবু বললেন, '...খানে বড় সাহেবের সারা বছরের জন্যে ঘর নেওয়া আছে। আমি এই মিস রায়কে খুব খারাপ ভাবতাম, কিন্তু স্যার উনি আজ খুব খেটেছেন।'

'ঠিক আছে। আপনি এখানে নেমে যান। সন্ধে পর্যন্ত আমাদের অফিসের সামনে থাকবেন। যদি

দ্যাখেন সি বি আই ওখানেও গিয়েছে তা হলে 'রাত দিনে' চলে আসবেন। বুঝলেন?' রঞ্জন ড্রাইভারকে থামতে বলল।

'স্যার, ওখানে যেতে আমার ভয় করছে।'

'কোনও ভয় নেই। আড়াল থেকে দেখবেন। যান।' গাড়ি থেকে প্রায় জোর করে ঘোষবাবুকে নামিয়ে দিয়ে রঞ্জন 'রাত দিনে' চলে এল। রিসেপসনে এগিয়ে যেতে যেতে ওর খেয়াল হল সূর্য আঙ্কল যদি নিজের নামে ঘর বুক না করে থাকেন। কী করা যায়?'

রিসেপসনিস্ট চোখ না তুলে বললেন, 'বলুন।'

'আমার নাম রঞ্জন সেন। কোনও ইনফরমেশন কেউ রেখেছেন?'

ঘরের নম্বরটা বলে কাজ করতে লাগলেন ভদ্রলোক। মুখ তুলে দেখবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। রঞ্জন বুঝল ওঁদের এরকম অভিজ্ঞতা আছে। নির্দিষ্ট ঘরের দরজার বোতাম টিপতেই কেউ খুলল না। দ্বিতীয়বার টেপার পর সটান পাল্লা টেনে ধরল আত্রেয়ী। রঞ্জনকে দেখে ওর আর একটা হাত বুক থেকে নেমে এল, 'ও, আপনি! আসুন।'

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রঞ্জন। আত্রেয়ী ততক্ষণে ফিরে গেছে বিছানায়। রঞ্জন দেখল বিছানার পাশে রাখা অ্যাশট্রেতে সিগারেট জ্বলছে। সেটাকে দু' আঙুলে তুলে নিয়ে আত্রেয়ী বলল, 'শেষ পর্যন্ত শেষের সেদিন চলে এল। সূর্য না এলে আমরা কেউ বাঁচব না।'

'মানে?' চিৎকার করে উঠল রঞ্জন।

'সি বি আই এখন আমাদের খুঁজবে।'

'বাট হোয়াই?'

'পাবলিকের টাকা নিয়ে প্রতারণা করেছে সূর্য আর আমি আপনি ওকে সেই প্রতারণা করতে সাহায্য করেছি। না, আমাদের পালাবার কোনও উপায় নেই যদি সূর্য এসে সামাল না দেয়। ওকী, আপনি ওরকম করছেন কেন?' এগিয়ে এল আত্রেয়ী। ততক্ষণে টয়লেটে ঢুকে পড়েছে রঞ্জন। হড় হড় করে মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ঠেসে পোরা খাবার আর স্কচ।

সমস্ত পেট খালি হয়ে যাওয়ার পর যেন ধাতস্থ হল রঞ্জন। তোয়ালেতে মুখ মুছে ঘুরে দাঁড়াতেই সামনে আত্রেয়ী, 'কী হল?'

মাথা নেড়ে রঞ্জন বলল, 'কিছু না।' তারপর ঘরে ঢুকে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল ধীরে ধীরে। আত্রেয়ী ঘরের মাঝখানে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, 'আপনি এখনও ড্রাঙ্ক?'

মাথার ভেতরটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না কিন্তু শরীর আচমকা দুর্বল হয়ে পড়ল। রঞ্জন তবু চোখ খুলল, 'না, ড্রাঙ্ক নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল আত্রেয়ী। কথাটা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে ওর।

চোখের ওপর থেকে হাত সরাল রঞ্জন, 'বলুন।'

'আপনি কী বিপদটা বুঝতে পেরেছেন?'

'না। সি বি আই কেন রেইড করছে?'

'আমরা পাবলিক মানি নিয়ে প্রতারণা করছি।'

'আমরা? কী বলছেন আপনি?'

'সি বি আই-এর ধারণা।'

'ধারণা হলেই হবে? প্রমাণ কোথায়? তা ছাড়া পাবলিক টাকা দিয়েছে নিজে থেকে, আমরা জোর করে নিইনি। তা ছাড়া প্রত্যেককে আমরা নিয়মিত ডিভিডেন্ড দিচ্ছি। ওই টাকায় হোটেল প্রায় শেষ এল। উত্তেজনায় উঠে বসল রঞ্জন, 'নো, নো, আমাদের কোর্টে যাওয়া উচিত।'

আত্রেয়ী খুব ধীরে ধীরে ধোঁওয়া ছাড়ল, 'সেই হোটেল আপনি নিজের চোখে দেখেছেন? কোন আইনে আছে বিজনেস শুরু হবার আগেই ডিভিডেন্ড দিতে হবে, তা হলে দিচ্ছিলাম কেন?'

'হোটেল নেই!' রঞ্জনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

'আমি জানি না। তবে অফিসের দরজায় যখন তালা দিয়ে গিয়েছে তখন সূর্য জানে এরকম একটা হবে। আমার মন বলছে সে আর ফিরবে না।' আত্রেয়ী সিগারেটের অবশিষ্টটুকু অ্যাসট্রেতে গুঁজল,

'রঙ্গন। সূর্য আমাদের সঙ্গে খেলা করতেও পারে।'

'কী যা তা বলছ! সূর্য আঙ্কল নীপার মায়ের ঘনিষ্ঠ পরিচিত। এ ধরনের সন্দেহ করার জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।' রঙ্গন উঠে দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে।

'আমি কিছুই বলছি না, সম্ভাবনার কথাগুলো জানাচ্ছি। রঙ্গন, আমি তোমার চেয়ে সূর্যকে ভাল করে চিনি।'

'কী চেনো? এইসব প্রজেক্টের কথা ভাঁওতা?'

'আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হত। ব্যবসা শুরু হবার আগেই কী করে ডিভিডেন্ড দিচ্ছিল সূর্য? আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেও সঠিক উত্তর পাইনি। ওই হোটেলের কথাই আমরা শুনেছি কিন্তু কেউ চোখে দেখিনি। আর এই তালা দেওয়ার কথাটা আমি ভুলতে পারছি না!'

'তুমি আর কী জানো?'

'আমি? আমি আর কিছুই জানি না। এতক্ষণে সি বি আই বোধহয় আমার চেয়ে অনেক বেশি জেনে গেছে। কিন্তু আমি সূর্যকে ছাড়ব না। ও আমাকে কথা দিয়েছিল দিল্লি থেকে ফিরে এসে আমাকে দু লক্ষ টাকা দেবে। এখন আমি বুঝতে পারছি।' থামল আত্রেয়ী। তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে এগিয়ে নিজেকে দেখতে লাগল।

'কেন তোমাকে দু লক্ষ টাকা দেবে সূর্য আঙ্কল?'

'আমি সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলাম, তাই। কিন্তু তুমি কী করবে রঙ্গন? কত টাকার শেয়ার বিক্রি করেছ তুমি?'

'আমি?' রঙ্গনের দুটো ঠোঁট হাঁ হয়ে গেল।

'যারা শেয়ার কিনেছে তারা এসে তোমার কাছে টাকা ফেরত চাইবে। তাদের কী জবাব দেবে তুমি?'

সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল রঙ্গন। দু হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল সে। সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠেছিল তার। কেউ যেন এই মুহূর্তে মুরগির গলাটা ছিঁড়ে ধড়টা ছুঁড়ে ফেলেছে। কিছুক্ষণ বাদে আত্রেয়ীর হাতের স্পর্শ পেল অঙ্গন। আত্রেয়ী যে ওর পাশে এসে বসেছে তা টের পায়নি। 'রঙ্গন। এভাবে ভেঙে পড়ো না। আমরা এখনও কিছুই জানি না। সূর্যকে বের করতেই হবে! একটাই ভরসার কথা, ওর সঙ্গে তোমার স্ত্রী এবং শাশুড়ি রয়েছে। সুতরাং তাকে ফিরতেই হবে।'

রঙ্গনের চোখের সামনে তখন অনেক মুখ। দাসবাবু, মিসেস চোপরা থেকে শুরু করে অনেক পাঁচ দশ হাজার রাখা মানুষগুলো যেন চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং এদের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে মিসেস গুপ্তা এবং তার পেছন সেই লোক দুটো এগিয়ে এল। পাগলের মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই আত্রেয়ী দু হাতে রঙ্গনকে জড়িয়ে ধরল, 'রঙ্গন, শান্ত হও, এখন ব্যালান্স হারালে আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না। আমাদের সমস্ত ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে হাত মেলাও, আমরা যে করেই হোক রাস্তা খুঁজে বার করব।'

রঙ্গন ধীরে ধীরে মুখ তুলল, 'যদি পুরো ব্যাপারটা ভাঁওতা হয় তা হলে আমি ওকে খুন করব।' ওর চেহারা এমন বীভৎস দেখাচ্ছিল।

আত্রেয়ী বলল, 'তুমি কি জানো তোমার শাশুড়ির সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?'

'ওরা পারিবারিক বন্ধু।'

'তাই যদি হবে তোমার শ্বশুর নিশ্চয়ই ওর খবর রাখেন। ওঁকে একবার টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করো না।' আত্রেয়ী খুব ধীরে ধীরে রঙ্গনের বুকে হাত বোলাচ্ছিল। তড়াক করে উঠে টেলিফোনটা টেনে নিয়ে অপারেটরকে নম্বর বলল রঙ্গন। ওপাশে রিং হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো কোথায়? মিনিট খানেক বাদে খুব বিরক্তি শুনতে পেল সে, 'কে?'

টেলিফোন তুলে ইনি হ্যালো বলেন না। কোনও রকমে ভণিতা না করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'দিল্লি থেকে কোনও খবর পেয়েছেন?'

'না। কে বলছেন?'

'আমি রঙ্গন। সূর্য আঙ্কল সম্পর্কে আপনি কী জানেন?'

'কে রঙ্গন। মাই গড। তুমি দিল্লি যাওনি?'

'না। সূর্য আঙ্কল আপনার কী রকম বন্ধু।'

'সূর্য তো আমার বন্ধু নয়। ও তো তোমার শাশুড়ির পরিচিত।'

'তাই নাকি! আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?'

'এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করলেই পারতে রঙ্গন। আমি যতটুকু জানি তোমার শাশুড়ির সঙ্গে বিয়ের আগে ওর আলাপ ছিল। বহুদিন বাইরে থাকায় মাঝখানে যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু এসব প্রশ্ন তুলছ কেন? তোমাদের ফ্ল্যাট নিয়ে গোলমাল হয়েছে কিছু?'

'ফ্ল্যাট?'

'হ্যাঁ। সূর্যবাবু একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিলেন শুনেছিলাম। আমি তোমার শাশুড়িকে বলেছিলাম সূর্যকে বলে তোমাদের কারও নামে ট্রান্সফার করে দিতে। সেই ব্যাপারে কিছু হয়েছে?'

রঙ্গন অসহায় চোখে আত্রেয়ীর দিকে তাকাল। আত্রেয়ী বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। ওপাশ থেকে নীপার বাবা বলে চলেছেন, 'রঙ্গন, কথা বলছ না কেন? রঙ্গন, শুনতে পাচ্ছ?'

'ওর এখানে কোনও আস্তানা আছে?'

'আমি জানি না। কিন্তু তুমি ওদের সঙ্গে দিল্লিতে যাওনি?'

'আমার তো যাওয়ার কথা ছিল না।'

'সেকী! আমি শুনেছিলাম তুমি ওদের সঙ্গে যাবে। তোমাকে প্রজেক্টের ইনচার্জ করে সূর্য কিছুদিনের জন্যে বিদেশে যাবে। এ ব্যাপারে কাগজপত্র তৈরি করে রেখে গিয়েছে সে অফিসে।'

'মানে? আপনি কী বলছেন?' রঙ্গন আর্তনাদ করে উঠল।

'আমায় তো কিছুই বলে না কেউ। যাওয়ার আগের দিন তোমার শাশুড়ি দয়া করে জানালেন যে সূর্য কলকাতার সমস্ত দায়িত্ব তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে এই রকম একটা অর্ডার নাকি সে সইসাবুদ করে অফিসে রেখে দিয়েছে। ফিরে এসে তোমাকে সারপ্রাইজ দেবে।'

নীপার বাবার কথা শোনার ধৈর্য আর ছিল না রঙ্গনের। ধীরে ধীরে রিসিভারটা রেখে দিল সে। হঠাৎ মনে হল তার চারপাশে অতল খাদ। সে নিজের অজান্তেই সেখানে পা বাড়িয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটাই সূর্য আঙ্কলের সাজানো। অথচ গতকালও যদি সে শুনত এই প্রজেক্টের সে সর্বময় কর্তা হয়েছে তা হলে পৃথিবীতে তার চেয়ে কে বেশি সুখী হত! কিন্তু এখন? তার গলায় ফাঁস পরাবার চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন সূর্য আঙ্কল।

'কী হল?' আত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করল।

হিংস্রভাবে তাকাল রঙ্গন। তারপর বিছানায় এসে ওর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'সি বি আই-এর রেইড হবার আগে তুমি হেড অফিসে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। তুমিই তো পাঠালে।' আত্রেয়ীর গলায় বিস্ময়।

'সমস্ত কাগজপত্র এনেছ?'

'যতটা পেরেছি!'

'আমার নামে সূর্য আঙ্কল কোনও ডিড করেছেন?'

হাসল আত্রেয়ী, 'হ্যাঁ। দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কোথায় সেটা?' রঙ্গনের গলায় গোঙানি।

'ওই টেবিলের ওপর।'

যেন ভুস করে অতল জলের নীচ থেকে ওপরে উঠে আসছে এমন অনুভূতি হল। দু হাতে
আত্রেয়ীকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল রঙ্গন। আত্রেয়ী বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল
এই অভিব্যক্তিতে। দু হাতে সে রঙ্গনকে ঠেলে তুলতে চাইল, 'অ্যাই কী করছ আরে এখন নয়, আঃ
রঙ্গন, পাগলামি কোরো না।' একটু একটু করে শান্ত হতে হতে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল রঙ্গন
আত্রেয়ীর বুকে মুখ গুঁজে, 'সূর্য আঙ্কল আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছিল।'
ওর মাথা বুকে আঁকড়ে আত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শ্বশুর কী বললেন? রঙ্গন, বি স্টেডি।'
নীপার বাবার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল সমস্ত খুলে বলল রঙ্গন। এবার আত্রেয়ী রঙ্গনের মাথাটাকে

সরিয়ে দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে টেবিলটার কাছে চলে গেল। 'এই দ্যাখো, তোমার নামে ডিড, ইন ট্রিপলিকেট। কিছু না ভেবেই এটা এনেছিলাম। তখন পড়ে খুব রাগ হয়েছিল। মনে হয়েছিল সূর্য আমাকে বিট্রে করেছে। কিন্তু এখন দেখছি এটা না আনলে এতক্ষণ তোমার হাতে হাতকড়া পড়ত।' আর একটা সিগারেট ধরাল আত্রেয়ী।

'আই আম গ্রেটফুল আত্রেয়ী, তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি।' রঙ্গন এগিয়ে আসছিল, 'মনে হয় এক তারিখ থেকে ফ্ল্যাটটাও আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। ওঃ, ভগবান।'

'আমরা আজ রাত্রেই দিল্লি যাব। তোমার সঙ্গে টাকা আছে?'

রঙ্গন পার্স বের করল। আটশো টাকা রয়েছে সঙ্গে। সে বলল, 'ফ্ল্যাটে যেতে হবে। হাজার চারেক বোধ হয় আছে।'

'তুমি সত্যিই বোকা।' আত্রেয়ী হাসল, 'ওখানে গেলে তুমি ফিরতে পারবে?'

রঙ্গন ঠোঁট কামড়াল। তার পরেই মনে পড়ল ঘোষবাবুর কথা। সি বি আই যদি ওর ফ্ল্যাটে রেইড করে তা হলে ঘোষবাবু এখানে পৌঁছে যেত কথাটা বলতেই আত্রেয়ী মাথা নাড়ল, 'তুমি জানো না ওরা ওয়াচ করছে কি না। ফ্ল্যাটে ঢোকামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে। এটা ঘোষবাবুর পক্ষে জানবার কথা নয়।'

তা হলে? পকেটে যে টাকা আছে তাতে স্বচ্ছন্দে ট্রেনে যাওয়া যায়। কিন্তু দিল্লিতে পৌঁছতে কাল রাত্তির হয়ে যাবে। কার কাছে টাকা পাওয়া যায়? রঙ্গন ঘড়ি দেখল। মিসেস চোপরা! না, অসম্ভব।

'রঙ্গন, মিসেস গুপ্তার কেসটা তুমি এনেছ না?'

চমকে আত্রেয়ীর দিকে তাকাল রঙ্গন। এই নামটা জানল কী করে ও। সূর্য আঙ্কলের সঙ্গে শর্তই আছে ওঁর পরিচয় গোপন রাখতে হবে।

'তুমি জানলে কী করে?'

'সূর্য বলেছিল আমাকে। তা ছাড়া হেড অফিসের শেয়ারহোল্ডারদের যে লিস্ট সি বি আই পাবে সেখানেও থাকতে পারে। তোমার খুব পরিচিত শুনেছিলাম।'

'ওঁর স্বামী আমার পরিচিত।' রঙ্গন এড়িয়ে যেতে চাইছিল।

'তা হলে আমরা যদি ওঁর কাছ থেকে এক্ষুনি টাকা চাই তা হলে আপত্তি হওয়ার কথা নয়, তাই তো?'

'উনি টাকা দিতে যাবেন কেন?' রঙ্গনের চোখের সামনে সেই লোক দুটো ভেসে উঠল। ওরা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে। অবশ্য প্রাইভেট এজেন্সির লোক হলে আলাদা কথা, সেক্ষেত্রে পুলিশের সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে।

'কারণ ওঁর স্বামী জানেন না যে সুইস ব্যাঙ্কে ওঁর নামে টাকা জমছে। ওঁর স্বামী জানেন না যে উনি দশ লাখ টাকার শেয়ার কিনেছেন। দুটি কিস্তি সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে কিন্তু তৃতীয়টি আর কখনওই জমা পড়বে না। অতএব আমাদের খরচের টাকার জন্যে ওঁকে টেলিফোন করা যায়, কী বলো? নম্বর কত?'

আত্রেয়ী হাসল, 'প্রেম আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কোনও শব্দ নেই রঙ্গন।'

'বাট শি ইজ ডেঞ্জারাস। টাকা জমা দেবার সময় বুঝিয়ে দিয়েছেন উনি মোটেই নরম ধাতের মেয়ে নন।' রঙ্গন বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিত।

'মেয়েরা মেয়েদের কাছে আয়নার মতো সরল। সময় চলে যাচ্ছে রঙ্গন।'

অপারেটরকে নাম্বারটা জানিয়ে আত্রেয়ী বলল, 'তুমি ততক্ষণে কাগজপত্রগুলো ওই সুটকেসে গুছিয়ে নাও রঙ্গন। আমার যা কিছু ছড়ানো আছে সেগুলোও নিয়ো। অপারেটরের মাধ্যমে কথা বলায় নানান ঝামেলা—।'

এই সময় রিং হল। রিসিভার তুলে কিছুক্ষণ কানে লাগিয়ে তারপর হাসল আত্রেয়ী, 'গুড আফটারনুন। মিসেস গুপ্তা আছেন? ওহো, আপনিই মিস্টার গুপ্তা: নমস্কার। আমি একটু মিসেস গুপ্তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি? ওহো, দিস ইজ চায়না মেইন, রিপোর্টার অফ শি, দি ফেমাস জার্নাল ফর ইওমেন ফ্রম বোম্বে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, হ্যাঁ, আপনার মতো বিখ্যাত শিল্পপতির স্ত্রীর একটা ইন্টারভ্যু

নিতে চাইছি। কী বলছেন? য়ু আর লিভিং ফর ডেলহি, আজকেই। ওহো, তার তো অনেক দেরি আছে এখনও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ধরে আছি।' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে আত্রেয়ী বলল, 'তোমার বান্ধবী স্বামীকে নিয়ে দিল্লি যাচ্ছেন আজই। চমৎকার যোগাযোগ!' তার পরেই হাত সরিয়ে বলল, 'হ্যালো! ইয়েস! গুড আফটারনুন। আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে একদম একা দেখা করতে চাই! না, কোনও আপত্তি শুনব না। টেলিফোন নামিয়ে রাখলে আপনার নিজেরই ক্ষতি হবে। আপনার স্বামী যদি সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন তা হলে মুখের এমন ভঙ্গি করুন যেন আমি মজার কথা বলছি। ন্যাকামি করে লাভ নেই, আপনার বিদেশ-যাত্রার পরিকল্পনা যদি মিস্টার গুপ্তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চান তা হলে আমার জন্যে টাকা রেডি রাখবেন। এই সামান্য অঙ্ক দিতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। সুইস ব্যাঙ্কে অনেক বেশি জমা পড়ছে। কোনওরকম ডার্টি গেম খেলার আগে সতর্ক থাকবেন।' রিসিভার নামিয়ে রেখে আত্রেয়ী বলল, 'কী হল?'

'তুমি জানলে কী করে মিসেস গুপ্তা বিদেশে যাচ্ছেন?'

'সহজ ব্যাপার। স্বামীকে লুকিয়ে যে সুইস ব্যাঙ্কে টাকা জমায় তার এদেশে থাকার ইচ্ছে নেই। নাউ কুইক। জানি না অপারেটার আড়ি পেতে শুনছে কি না। যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে চলে যেতে চাই। তোমার গাড়ি আছে না নীচে?' আত্রেয়ী নিজেই গোছাচ্ছিল।

'হ্যাঁ!' রঙ্গন যেন পায়ের তলায় মাটি পেল, 'এসব না করে আমরা তো গাড়িটাই বিক্রি করে দিতে পারতাম।'

'কার কাছে? এই অল্প সময়ে?' সুটকেসটা রঙ্গনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল আত্রেয়ী। লিফটে উঠে বলল, 'আমি রিসেপশনকে সামলাচ্ছি তুমি গাড়িতে উঠে বসো।'

লিফট থেকে বের হতেই বেয়ারাগুলো অবাক হয়ে তাকাল। রঙ্গনকে ছেড়ে আত্রেয়ী এগিয়ে যেতেই সে ডানদিকে ঘুরে সিঁড়ি ভেঙে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ড্রাইভারটা অন্য ড্রাইভারগুলোর সঙ্গে গল্প করছিল, রঙ্গনকে দেখে এগিয়ে এল। 'আত্রেয়ীর বেরিয়ে আসতে বেশি সময় লাগল না। গাড়িতে উঠে বলল, 'এদের অপারেটর মনে হয় বেশ ভদ্র। আড়ি পাতার অভ্যেস নেই। সূর্য এ মাসের ভাড়া মিটিয়ে গেছে। ওর ঠিকানা কী?' রঙ্গন সেটা জানাতেই আত্রেয়ী বলল, 'তুমি রেসকোর্সের কাছে এই গাড়িতে অপেক্ষা করবে। বাড়িতে কুকুর আছে?'

'হ্যাঁ। মিসেস গুপ্তার খুব প্রিয়।'

'ঠিক আছে।'

'কিন্তু আমার ভয় করছে। তুমি খুব ঝুঁকি নিচ্ছ। ওরা পুলিশে খবর দিলে কী হবে ভাবতে পারছ?'

'ওরা খবর দেবে না। যদি সি বি আই এর মধ্যে ওখানে পৌঁছে যায় তা হলে আলাদা কথা! কিন্তু তোমাকে ঝুঁকি নিতেই হবে। দয়া করে আমায় দুর্বল করে দিয়ো না।' আত্রেয়ী ওর হাত চেপে ধরল। রেসকোর্সের কাছে গাড়ি পার্ক করতে বলল রঙ্গন। কোনও কথা না বলে আত্রেয়ী নেমে গেল। গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে আত্রেয়ীকে ট্যাক্সি ধরতে দেখল। এই মেয়েটাকে এতদিন সে অফিসে দেখেছে কিন্তু দেহ-সর্বস্ব ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি। আজ ওর অন্য চেহারা দেখল সে। যদি আত্রেয়ী সঙ্গে না থাকত তা হলে যে কী হত ভাবতে পারছে না।

সূর্য আঙ্কল তাকে ডুবিয়েছে। এখন সমস্ত মানুষ তাকে শকুনের মতো ছিঁড়ে খাবে। সবাই তার কাছে এসে টাকা ফেরত চাইবে। সামনের মাসে এক তারিখেই ঘটনাটা ঘটতে শুরু করবে। ওরা কেউ সূর্য আঙ্কলকে চেনে না। সে-ই কি চেনে? নীপার মায়ের পূর্ব-প্রেমিক। চমৎকার! হঠাৎ রঙ্গনের মনে উত্তেজনায় এতক্ষণ নীপার কথা তার খেয়ালেই ছিল না। নীপা কী করছে। সূর্য আঙ্কল যদি ওদের দিল্লিতে ফেলে পালাত তা হলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে তারা কলকাতায় জানাত। নীপার জন্যে কেমন কষ্ট হচ্ছিল রঙ্গনের। সে আজকাল নীপাকে ভালবাসে কি না জানে না। নীপাই বা কি তাকে ভালোবাসে! কিন্তু তাদের শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে যে সময় কাটাত তা কত সুন্দর ছিল। শুধু নীপা যদি একটু অল্পে সন্তুষ্ট হত! এখন আর ওকে দোষ দিয়ে কী হবে? সে নিজেও কি শেষ পর্যন্ত টাকার নেশায় মেতে ওঠেনি। আজ সকালে যে ছিল রাজা এই বিকেলে তাকে চোরের মতো লুকোতে হচ্ছে। কিন্তু নীপাকে দরকার। ও যখন জানবে আর কখনও গয়নাগুলো ছাড়বার টাকা রঙ্গন রোজগার করতে পারবে না.

তার আগেই সি বি আই-এর হাত তাকে জেলে ছুঁড়ে দেবে তখন পাগল হয়ে যেতে পারে। গয়নাগুলোকে প্রচণ্ড ভালবাসে নীপা।

'সায়েব!'

ডাক শুনে চমকে উঠল রঙ্গন। ড্রাইভার ওর দিকে তাকিয়ে আছে। নীপার পছন্দ করা ড্রাইভার। খুব সতর্ক ভঙ্গিতে রঙ্গন বলল, 'কিছু বলছ?'

'কোনও বিপদ হয়েছে স্যার?'

'কেন? একথা বলছ কেন?'

'আপনাদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে। ঘোষবাবু তখন যা বলছিলেন তা সত্যি? পুলিশ আসবে কেন?'

'ওই প্রজেক্টের ব্যাপারে একটা গোলমাল হয়েছে। আমরা দিল্লি যাচ্ছি সব ঠিকঠাক করার জন্যে। বড় সাহেব সেখানেই আছেন।'

'প্রজেক্টের কিছু হবে না তো স্যার?'

'কেন? তাতে তোমার কী প্রয়োজন?'

'গতমাসে আমি মায়ের গয়না বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার কিনেছি স্যার, কিছু হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।' ড্রাইভারের মুখ ভাঙচুর হচ্ছে।

রঙ্গন লোকটার দিকে তাকাল। এও শেয়ার কিনেছে। গয়না বিক্রি করেছে কার কথায়। 'কে তোমাকে কিনতে বলেছিল?'

'মেমসাহেব। উনি বলেছিলেন কোনও ভয় নেই।'

হায় নীপা, তুমি কি এতক্ষণেও জানো না যে তোমার গয়নাগুলোও আর ফেরাবার সামর্থ্য আমার নেই, এ-বেচারাকে কী জবাব দেবে! রঙ্গন সচেতন হল। একটু ইঙ্গিত দিলেই লোকটা ভেঙে পড়বে। এখন গাড়িটার খুব প্রয়োজন। সে হাসল, 'তুমি পাগল হয়েছ! এত বড় প্রজেক্ট এত টাকার ব্যবসা কি হঠাৎ ডুবে যেতে পারে! কিছু যদি হয়ও তো মেমসাহেব আছেন।'

ড্রাইভার যেন নিশ্চিন্ত আশ্বস্ত হল, 'কিন্তু ঘোষবাবু তখন যেসব কথা বলছিলেন, তাতে আমার খুব ভয় হচ্ছিল। তা ছাড়া আজ আপনাকেও অন্যরকম দেখাচ্ছে।'

'কী রকম দেখাচ্ছে! দূর, ও তোমার মনের ভুল। যাও বিশ্রাম নাও।' রঙ্গন দু হাতে চুলে হাত বোলাল।

আত্রেয়ী ফিরে এল চল্লিশ মিনিট বাদে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে রঙ্গনের পাশে বসে ড্রাইভারকে বলল, 'তুমি আমাদের লিন্ডসে স্ট্রিটে ছেড়ে দাও।'

রঙ্গনের খুব কৌতূহল হচ্ছিল; কিন্তু ড্রাইভারের জন্য সে কোনও প্রশ্ন করতে পারছিল না। লোকটা নির্ঘাত তাদের সন্দেহ করছে কারণ গাড়িতে বসেই সে ঘনঘন সামনের আয়নায় চোখ রাখছে। কিন্তু লিন্ডসে স্ট্রিটে কেন? আত্রেয়ী চুপচাপ বসে আছে, মুখে নিশ্চিন্তি। রঙ্গন আড়চোখে ওকে দেখল। মুখটুকু ঢেকে দিলে এ মেয়ে সোফিয়া লোরেনকেও টেক্কা দিতে পারত। গাড়ি তখন ভিক্টোরিয়ার সামনে দিয়ে ক্যাজুরিনা এভিন্যুতে ঢুকেছে। হঠাৎ ড্রাইভার বলল, 'স্যার, পেছনের ওই গাড়িটাকে ভাল লাগছে না, তখন থেকে পেছন পেছন আসছে।'

চকিতে আত্রেয়ী পিছন ফিরে তাকাল। রঙ্গনও দেখল একটা নীল রঙের অ্যাম্বাসাডার নিরীহ ভঙ্গিতে আসছে। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে বলল, 'তুমি খুব গোয়েন্দা গল্প পড়ো বুঝি?'

'না স্যার, আমার ভুল হয়নি। দাঁড়ান দেখছি।' চট করে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিল সে ডাইনে এবং রঙ্গন দেখল নীল অ্যাম্বাসাডারও বাঁক নিল। এবার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। প্রায় উড়ে এসে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের ট্র্যাফিকে ঢুকে পড়তেই পুলিশ হাত দেখাল। নীল অ্যাম্বাসাডার আর তাদের মধ্যে গোটাকয়েক গাড়ির ব্যবধান। আত্রেয়ী বলল, 'বাঁদিকে টার্ন নিয়ে সামনের ট্র্যাফিকে ঢোকা যায় না?'

'বেআইনি হবে, পুলিশ নম্বর নেবে।'

'সে পরে দেখা যাবে। তাই করো।' রঙ্গন হুকুম করল। একটু অনিচ্ছায় ড্রাইভার ঝুঁকি নিল। ওদের সামনে মাত্র একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের হাত দেখানোয়। তার পেছন দিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে

দ্রুত দক্ষিণ থেকে আসা ট্র্যাফিকের সঙ্গে মিশে গেল ওরা। ট্র্যাফিক পুলিশ প্রচণ্ড জোরে হুইসল বাজাতে লাগল। আর তখনই পেছন দিকে তাকিয়ে রঙ্গনের বুক হিম হয়ে গেল। ওদের গাড়িটা এভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে নীল অ্যাম্বাসাডারের দরজা খুলে লোক দুটো হতভম্ব হয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। সেই লোকদুটো যাদের সঙ্গে সে ট্যাক্সিতে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সামনে গাড়ি আটকে থাকায় ওদের পক্ষে তার বেরিয়ে আসা সম্ভব হল না। তার মানে মিসেস গুপ্তা আত্রেয়ীর পেছনে লোক লাগিয়েছিলেন। কিন্তু ওরা তো রেসকোর্সের কাছে গাড়ি বদলের সময় আত্রেয়ীকে ধরতে পারত। না, মিসেস গুপ্তা বোধহয় আত্রেয়ীর উৎস দেখতে চেয়েছেন। লোকদুটো কি তাকে চিনতে পেরেছে পেছন থেকে?'

সদর স্ট্রিট দিয়ে গ্লোব সিনেমার পেছনে পৌঁছে গাড়ি দাঁড় করাতে বলতেই ড্রাইভার সটান ঘুরে বসল, 'স্যার, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন আমাকে!'

'মিথ্যে কথা? কী বলতে চাইছ তুমি?'

'গোলমাল না হলে এভাবে পালিয়ে এলেন কেন?'

হঠাৎ একটু উঁচু স্বরে হেসে উঠল আত্রেয়ী, 'ওদের একজন আমাকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু আমি চাই না, আমার কথা বলতেই প্রবৃত্তি হয় না, তাই। বুঝেছ! থাক, তুমি এখানে অপেক্ষা করো আমরা মিনিট পনেরোর মধ্যে আসছি। সোজা হোটেলে ফিরব।'

ড্রাইভারের মুখ হতভম্ব। কথাটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না আবার মুখের ওপর অবিশ্বাসের কথা জানাতে দ্বিধায় পড়েছে। সুটকেসটা নিয়ে নেমে পড়ল রঙ্গন। ওপাশে দরজা খুলে আত্রেয়ী। এখন আর দিনের আলোয় তেজ নেই। সদর স্ট্রিটে বেশ ভিড়। দ্রুত পা চালিয়ে একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকে পড়ল ওরা, বেশ ভিড় দোকানটায়। অনেক রকম পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় খেতে এসেছে বলে কেউ ওদের দিকে নজর দিচ্ছে না এই রক্ষে। একটা খালি টেবিল পেয়ে দুটো কফি বলল আত্রেয়ী। চারধারে এত কথার শব্দ হচ্ছে যে স্বচ্ছন্দে কথা বলে যাওয়া যায়, অন্য টেবিলের কারও কানে যাবে না। রঙ্গন আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় এই প্রথম জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'অনেক বাজিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তবেই দিয়েছেন। মিস্টার গুপ্তা বাড়িতে ছিলেন না।'

'কিন্তু ওই লোক দুটোকে তোমার পেছনে লাগিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। আমার টেলিফোন পাওয়ার পরই নিশ্চয় ওদের নিয়োগ করা হয়েছে। ছেড়ে দাও এসব কথা, লোক দুটো খুঁজে মরুক, ততক্ষণে আমরা কাজের কথা সেরে নিই। এখন থেকে আমাদের দুজনকে একসঙ্গে চলতে হবে। সূর্যকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আমাদের সব রাস্তা বন্ধ। অতএব এখন আমরা এমন কাজ না করি যাতে পরস্পরের ওপর বিশ্বাস নষ্ট হয়।' আত্রেয়ী কফি আসছে দেখে চুপ করল। রঙ্গনের দিকে কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি এখান থেকে বাড়িতে একটা টেলিফোন করো।'

'বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। অপরিচিত গলা পেলে ছেড়ে দেবে। এখন হোটেলে ফোন করে জিজ্ঞাসা করবে ঘোষবাবু সেখানে গিয়েছেন কি না। তারপরেই আমরা এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে যাব কি না ঠিক করব।'

কফি খেয়ে রঙ্গন ক্যাশ কাউন্টারের কাছে অনুরোধ করল টেলিফোন পাওয়ার জন্যে। লোকটা টাকা গুনতে গুনতে ঘাড় নাড়তেই রঙ্গন ডায়াল করল। রিং হচ্ছে। চারবারের পর ওপাশ থেকে রিসিভার তুলতেই ধ্বক করে উঠল বুক। নীপার গলা, 'হ্যালো!'

আড়চোখে আত্রেয়ীকে দেখে নিয়ে রঙ্গন বলল, 'নীপা, আমি বলছি। কখন ফিরেছ। খুব সংক্ষেপে বলো।'

তৎক্ষণাৎ নীপার আর্তনাদ শোনা গেল, 'ওঃ, তুমি। কোথা থেকে কথা বলছ? তুমি কি জানো না আমাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। সূর্য আঙ্কল হঠাৎ পালটে গেছেন। দিল্লিতে আমাদের ফেলে দিয়ে কোথায় যে চলে গেলেন জানি না, আমি ট্রেনে করে এইমাত্র ফিরছি। এসে দেখছি এখানকার অফিস সি বি আই থেকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। ওরা তোমাকে আর সূর্য আঙ্কলকে খুঁজছে। আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমি বলেছি জানি না। কে এক মিসেস গুপ্তাও টেলিফোন করে তোমাকে খুঁজছিলেন। তুমি কোত্থেকে বলছ?'

রঞ্জন চাপা গলায় বলল, 'নীপা, আমার ফিরতে দেরি হবে। ওই ফ্ল্যাটে যা জিনিস আছে সব ।বা.ক্র
করে তোমার বাবার কাছে চলে যাও। কথাটা শুনবে, তোমার মা ফিরেছেন?'
'না। মায়ের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। মা দিল্লির কালীবাড়িতে আছেন। কিন্তু রঞ্জন, এসব
কী হয়েছে?' নীপার প্রশ্নটা শেষ হওয়া মাত্র লাইনে কট করে শব্দ হতেই রঞ্জন রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ঘণ্টাদুয়েক বাদে ওরা ভি আই পি রোডের ট্যাক্সিতে বসে। টিকিট কাটার পর এখন চার হাজার
করে দুজনের কাছে। আত্রেয়ী বলেছে টাকাটা আলাদা রাখতে। টেলিফোনের খবরটা জানার পর
আত্রেয়ী বলেছিল, 'আর ফেরার পথ নেই রঞ্জন। আমাদের আজ দিল্লিতে পৌঁছতে হবেই।'

'কিন্তু ওরা যদি এয়ারপোর্টে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে?'

'কারা?'

'ওই লোক দুটো।'

'না। ওরা করবে না। কারণ মিসেস গুপ্তা দিল্লির ফ্লাইটে আমাদের কখনও আশা করবেন না। সি বি আই অপেক্ষা করতে পারে তোমার জন্যে।'

'তা হলে?'

'ওরা একজনকেই খুঁজবে। সস্ত্রীক কাউকে দেখলে হয়তো সন্দেহ না করতেও পারে। টিকিটের নাম দুটো মনে রেখ।'

'আত্রেয়ী তুমি আমার জন্যে এত ঝুঁকি নিচ্ছ কেন?'

'তোমার জন্যে কেন? আমি সূর্যকে মুখোমুখি চাই।'

'তোমার মা-বাবা?'

'ওঃ রঞ্জন, ডোন্ট বি সিলি। আমি শেষ হয়ে গেছি। এখন দয়া করে মেড ফর ইচ আদার-এর অভিনয় করো। তুমি আমার শরীরটাকে পছন্দ করো, কি করো না? সেটা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ো এয়ারপোর্টে নেমে।'

আত্রেয়ী চোখ বন্ধ করতেই রঞ্জন ওর হাত তুলে নিল নিজের হাতে। এ ছাড়া সে আর কীভাবে কৃতজ্ঞতা বোঝাবে।

নাম্বার নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ওরা যখন প্লেনের কাছে পৌঁছল তখনই সিঁড়ি সরানো হচ্ছে। কোনওমতে উপরে ওঠার পরেই দরজা বন্ধ করে দিল এয়ার হোস্টেস।

ট্যাক্সি থেকে নেমে আত্রেয়ীর সঙ্গে এয়ারপোর্টে ঢুকে ঠাণ্ডা হয়েছিল রঞ্জন। আত্রেয়ীর মাথায় নতুন বউ-এর মতো অর্ধেক ঘোমটা। বাঁ হাত প্রায় সব সময় রঞ্জনের হাত জড়িয়ে রেখেছিল। কারা সি বি আই-এর লোক রঞ্জন চেনে না। সেই লোক দুটোকেও নজরে পড়ছে না। তবু প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল কেউ না কেউ তাকে লক্ষ করছে। প্লেনের দরজা বন্ধ হওয়ার পর ওর নিশ্বাস সহজ হল। মাঝখানের প্যাসেজে আত্রেয়ীর পেছন পেছন যেতে সে থমকে দাঁড়াল। দু'পাশে সুবেশ যাত্রীরা বসে আছে। সামনেই পাশাপাশি তিনজন। মিসেস গুপ্তা, মিস্টার গুপ্তা এবং চোপরা সাহেব।

'আরে সেইন। তুমি এখানে?' চোপরা সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন। মিস্টার গুপ্তা হেসে ঘাড় নাড়লেন। তৃতীয় জনের মুখে কালবৈশাখী দৃষ্টি রোদ-চশমার আড়ালে।

'হ্যালো।' রঞ্জন কোনওমতে বলল।

'দিল্লি যাচ্ছ?'

'তা ছাড়া আর কোথায় এই প্লেনে যাব।'

মিস্টার গুপ্তা হাসলেন, 'ওয়েল সেইড।'

চোপরা সাহেব মাথা ঘুরিয়ে আত্রেয়ীকে খোঁজার চেষ্টা করে বললেন, 'কবে বিয়ে করলে টেরই পেলাম না। এভাবে ফাঁকি না দিলেই পারতে।'

'হয়ে গেল।' রঞ্জন কথাটা বলা মাত্র রোদ-চশমার তলায় ঠোঁট দুমড়ে উঠল।

'তা আপনারা দল বেঁধে দিল্লি যাচ্ছেন কী ব্যাপার?'

'মিস্টার গুপ্তার একটা কেস আছে বোর্ডে। তুমি তো জানো এসব।' চোপরার কথা শেষ হাওয়ামাত্র

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

রঞ্জন এগিয়ে গেল। ওই কথাটা বলার সময়ে চোপরার অস্বস্তি চোখ এড়ায়নি। মিস্টার গুপ্তা স্বাভাবিক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ওই মহিলা এখন আহত বাঘিনী। আত্রেয়ীর সঙ্গে রঞ্জনের যোগাযোগ দেখতে পেয়ে হয়তো আঙুল কামড়াচ্ছেন মনে মনে।

পাশে বসামাত্র আত্রেয়ী বলল, 'ওদের সঙ্গে কথা না বললেই পারতে।'

'কী করব। লোকটার কাছে কয়েক বছর কাজ করেছি। প্রশ্ন করলে কিছু না বলে চলে আসা যায় না। আমি ভাবছি ভদ্রমহিলা কি জেনে গেছেন তার টাকা জলে চলে গিয়েছে।' রঞ্জন চোখ বন্ধ করে বলল।

'বোধহয় না। ভুল বললাম। নিশ্চয়ই জেনেছেন। তোমার অফিস যখন সি বি আই সিল করে দিয়েছে, তখন ওঁর পক্ষে না জানার কোনও কারণ নেই।'

'কিন্তু ভেঙে পড়ার লক্ষণ দেখছি না।'

'যে মেঘ ভাসিয়ে দিতে আসে তাতে খুব বেশি বজ্র থাকে না।' মিনিট দশেক বাদে আত্রেয়ী আবার কথা বলল, 'আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।'

'কী ব্যাপার?'

মনে হচ্ছে দিল্লি এয়ারপোর্টে সি বি আই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমাদের ছদ্মনাম তখন শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।'

'কী রকম?'

'তোমার ওই তিনজন পরিচিত জানিয়ে দেবে আমরা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস কে মুখার্জি নই। কাজটা আরও সহজ হয়ে যাবে। ওই মহিলা সেটা করতে খুব আনন্দ পাবেন। আমি এভাবে ধরা দিতে রাজি নই।'

'ওরা যদি ধরে তা হলে আমাকে ধরবে, তোমাকে নয়।'

'ছেলেমানুষের মতো কথা বলো না। তোমাকে ছাড়া আমি দিল্লিতে কিছুই করতে পারব না। শোনো, আমি যা বলছি তুমি তাই করবে। একটু বাদেই তুমি এয়ার হোস্টেসকে বলবে এখানে কোনও ডাক্তার আছে কারণ আমার পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। সেটা যদি খুব বেড়ে যায় তা হলে একটুও অবাক না হয়ে ওই মতো অভিনয় করে যাবে।'

'তা হলে কী হবে?'

'তা হলে আমাদের অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে। তুমি শুধু একবার বলে দিয়ো এর আগে একবার এরকম হয়েছিল এবং তখন আমাকে অক্সিজেন দিতে হয়েছে। ব্যাস।'

দিল্লি যখন আর মিনিট পঁচিশেক তখন ছটফট করতে শুরু করল আত্রেয়ী। রঞ্জন প্রথমে ওর মাথায় হাত বোলাচ্ছিল কিন্তু পাশের যাত্রী বললেন, 'আপনি এয়ার হোস্টেসকে বলুন ওষুধ দিতে।'

এয়ার হোস্টেস সব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুব পেইন হচ্ছে?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ঘাড় নাড়ল আত্রেয়ী। মেয়েটি বলল, 'দাঁড়ান, আমি একটু ওষুধ এনে দিচ্ছি।' কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগল আত্রেয়ী। ছোটখাটো ট্যাবলেটে তার কাজ হচ্ছে না। পাইলট এসেছিল দেখতে। রঞ্জন তাকে জানাল যে চিকিৎসার জন্যেই তারা দিল্লি যাচ্ছিল এবং এর আগের বার অক্সিজেন দিতে হয়েছে। পাইলট ফিরে গেলে চোপরা সাহেব এলেন, 'কী হয়েছে?'

রঞ্জন এই ভয় পাচ্ছিল। হাতল তুলে আত্রেয়ীকে সিটের ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশের সিটের ভদ্রলোক পেছনে চলে গেছেন। আত্রেয়ীর মুখ সাদা, বুকের কাপড় সরে গেছে। অত সরু কোমরের ওপর নিটোল কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে চোপরার মুখ শুকিয়ে গেল, 'সিরিয়াস কিছু?'

'পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। আলসার আছে।' রঞ্জন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, কারণ 'সরি সরি' বলে চোপরা সাহেব নিজের সিটে ফিরে গেলেন। এয়ার হোস্টেসটি খুব সেবা করছিল। এই সময় ক্যাপ্টেন এসে বলে গেলেন যে তিনি দিল্লিকে জানিয়ে দিয়েছেন পেশেন্টের কথা। একটা অ্যাম্বুলেন্স অক্সিজেন নিয়ে প্লেনের কাছে অপেক্ষা করবে। কোনও চিন্তার কারণ নেই। পেশেন্টকে এখন একটু আরাম দেবার চেষ্টা করা হোক।

পাইলট চলে যাওয়া মাত্র হাঁটুর নীচে প্রচণ্ড চিমটি খেল রঞ্জন। কিন্তু তাকে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হচ্ছিল মুখটাকে উদ্বিগ্ন দেখাতে।

দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে অ্যাম্বুলেন্সে চেপে ওরা বেরিয়ে এল। গাড়ির ভেতরে ওরা ছাড়া আরও দুজন রয়েছে। আত্রেয়ী এখনও অভিনয় করে যাচ্ছে কিন্তু অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়নি। মুখে গোঙানিটাকে ঠিক রেখে আত্রেয়ী ইশারা করল রঙ্গনকে মুখ নামাতে, 'হসপিটাল ভরতি হবার পরেই কাটব। তোমার সুটকেস নিয়েছ?'

সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে গেল রঙ্গন। তাড়াহুড়োতে সেটাকে প্লেনেই ফেলে এসেছে। ওই সুটকেসে সমস্ত কাগজপত্র এবং আত্রেয়ীর কিছু পোশাক রয়েছে। সে চিৎকার করে অ্যাম্বুলেন্সটাকে থামাতে বলল। কোনওমতে রঙ্গন বোঝাল যে সে খুব প্রয়োজনীয় সুটকেস প্লেনে ফেলে এসেছে অতএব গাড়িটাকে ফেরানো হোক। সঙ্গের লোকটা ড্রাইভারকে বলতে গাড়ি থামল। কিন্তু তারা বলল যে এরকম পেশেন্টকে নিয়ে আর ফেরা ঠিক হবে না। তার চেয়ে নিজে ফিরে গিয়ে ওটাকে নিয়ে হসপিটাল চলে আসুন। এই কয়েক মুহূর্তেই রঙ্গনের কপালে ঘাম জমেছিল। সে দেখল আত্রেয়ী তাকে ইশারা করছে এদের কথা শুনতে। সময় নষ্ট না করে লাফিয়ে নেমে পড়তেই অ্যাম্বুলেন্সটা আত্রেয়ীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর তখনই শব্দটা শুনতে পেল রঙ্গন। পুলিশের জিপ আসছে। চট করে একটু সরে যেতেই জিপটাকে ছুটে যেতে দেখল সে অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে। এখন অনেক রাত। দিল্লির রাস্তায় লোকজন নেই। সোজা পথটার দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেল সে। অ্যাম্বুলেন্সটাকে আটকাল পুলিশের জিপ। রঙ্গনের মনে হচ্ছিল ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। কোনওরকমে সে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাগ্যিস এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে অনেকটা চলে এসেছে ওরা। নইলে এই আড়াল মিলত না।

আর একটু দেরি করলেই সে গ্রেপ্তার হয়ে যেত। ভাগ্যিস সুটকেসের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল আত্রেয়ী। রঙ্গনের দুই চোখ ভিজে উঠল। এই মেয়েটা তাকে প্রতি পদে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। এখন, এখন আর ওর সাহায্য পাওয়া যাবে না। পুলিশের কাছে কতটা সত্যি কথা বলবে আত্রেয়ী? রঙ্গন মাথা নাড়ল, একটাও না। অন্তত আজ রাত্রে নয়। কিন্তু পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সকে তাড়া করল কেন? ওরা যদি কলকাতা থেকেও খবর পায় তা হলে মিস্টার মিসেস মুখার্জি বাছাই করা মুশকিল। মিসেস গুপ্তা! রঙ্গনের চোয়াল শক্ত হল। এই মহিলাই পুলিশকে জানিয়েছে। কীভাবে তা এখন মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু এ ছাড়া বিকল্প কোনও সম্ভাবনা নেই।

এই নির্জন রাস্তায় আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। রঙ্গন প্রথমে ভেবে পাচ্ছিল না, সে কোথায় যাবে? পুলিশ নিশ্চয়ই এখন তাকে খুঁজছে! নিশ্চয়ই এই রাস্তাটা চষে ফেলবে ওরা। রঙ্গন দেখল এদিকের বাড়ি ঘরদোর নতুন তৈরি হচ্ছে। আজ রাত্রে এখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে যে করেই হোক। দিনের আলো না ফুটলে রাস্তায় পা বাড়ানো বোকামি হবে। পকেটে চার হাজার টাকা নিয়ে একটা অন্ধকার কোণে ইট বালির আড়ালে বসে পড়ল রঙ্গন। ওর চোখ দুটো খোলা, কান সজাগ।

আলো ফোটা মাত্র রাস্তায় পা দিল রঙ্গন। সারারাত না ঘুমিয়ে ওর নার্ভের ওপরে প্রচণ্ড চাপ থাকায় ওর শরীর টলছিল। দিল্লিতে এসে কোনও লাভ হল না। কলকাতায় থাকলে অনেক লুকোনোর জায়গা পাওয়া যেত। সূর্য আঙ্কল এখন যে এখানে থাকবেন তার নিশ্চয়তা কী? কিন্তু আত্রেয়ী নিশ্চিত ছিল লোকটা এখানেই আছে। মেয়েটার কখনও ভুল হয়নি।

একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে বর্তে গেল রঙ্গন। সোজা কালীবাড়িতে চলে এল সে। এই একটিমাত্র সূত্র অবশ্য নীপার মা দিল্লি ছেড়ে যদি না গিয়ে থাকেন! এখন তেমন করে সকাল হয়নি। রাস্তাটা একদম ফাঁকা। ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে রঙ্গনের মনে হল যদি এখানে পুলিশ ইতিমধ্যেই এসে থাকে তা হলে তো হয়ে গেল। যাই হোক, তাকে ঝুঁকি নিতেই হবে। আর কিছু ভাবতে পারছে না।

আর তখনই তার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। নীপার মা বেরিয়ে আসছেন। ডান হাতে একটা ভারি সুটকেস। রাস্তায় পা দিয়ে এপাশে ওপাশে দেখে এই ট্যাক্সিটার উদ্দেশে হাত নাড়লেন। হয়তো ভেবেছিলেন এটা ফাঁকা। রঙ্গন ড্রাইভারকে বলল গাড়িটাকে ঘুরিয়ে ওই ফুটপাতে নিয়ে যেতে। ট্যাক্সিটা আসছে দেখে নীপার মা কয়েক পা এগিয়ে গেলেন কিন্তু দরজা খুলে রঙ্গন নামতেই ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠলেন। রঙ্গন গম্ভীর গলায় বলল, 'উঠে আসুন।'

সমস্ত মুখ চোখে আতঙ্ক, নীপার মা মাথা নাড়লেন, 'না।'

'সাস্কায় সিন করবেন না।'

This Book Downloaded From http://Doridro.com

'না, আমি যাব না! আমার অন্য কাজ আছে, আমি কিছুতেই কলকাতায় যাব না!'

'আপনাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যেতে আসিনি।'

'তা হলে?' আতঙ্কটা এখনও খেলা করছে চোখে।

'তোমাকে ওরা পাঠায়নি?'

'কেউ আমাকে পাঠায়নি। উঠে আসুন, কথা আছে।'

প্রায় বাধ্য হয়ে নীপার মা উঠলেন, 'তুমি আমাকে নিতে আসনি?'

'বললাম তো, না। কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'সে তোমাকে আমি বলব না। রঙ্গন তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও। এতদিন পরে আমার স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে, আমি কোনও বাধা আর মানব না; স্বামী মেয়ে সংসার আজ আমার কাছে মূল্যহীন।'

রঙ্গন দেখল ভদ্রমহিলা আবেগে চোখ বন্ধ করলেন। সে খুব অবাক হচ্ছিল যদিও কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করল না, 'ঠিকানাটা বলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

'না। ও আমাকে নিষেধ করেছে।'

'কিন্তু আমার যে ওঁকে দরকার। ওঁর অনেক টাকা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি, এগুলো ওঁর হাতে তুলে দিয়ে আমি ফিরে যেতে চাই।'

'তুমি ওর জন্যে টাকা নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ। দেখুন।' একশো টাকার নোটগুলো দেখাল রঙ্গন।

'কিন্তু পুলিশ, পুলিশ ওখানে হামলা করেনি।'

'না তো। কেন করবে?' মিথ্যে কথাটা চমৎকার বলল রঙ্গন।

'তবে কি ভুল হল ওর! মানুষ মাত্রেই ভুল হতে পারে! ঠিক আছে চলো, তুমি যখন ওর জন্যে টাকা নিয়ে এসেছ।' ড্রাইভারকে ঠিকানাটা বললেন নীপার মা।

আঃ, রঙ্গনের স্বস্তিতে নিশ্বাস পড়ল। শেষ পর্যন্ত সূর্য আঙ্কলের মুখোমুখি হওয়া যাবে। যেতে যেতে একটু একটু করে নীপার মায়ের মুখে ওঁর স্বপ্নের কথা জেনে স্তম্ভিত হয়ে গেল রঙ্গন। সূর্য আঙ্কলকে উনি নাকি বিয়ের আগে থেকেই ভালবাসতেন। দুর্ভাগ্য যে এতকাল আলাদা থাকতে হয়েছে। কিন্তু আর নয়, এবার তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। সূর্য আঙ্কলও নাকি তাই চেয়েছিলেন। তবে সংসার ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি চেয়েছিলেন তার মেয়ে-জামাই অর্থবান হোক। তাই এত ব্যবস্থা। স্বামীকে কোনওদিন তিনি ভালবাসেননি, সে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু দিল্লিতে এসেই সব গোলমাল হয়ে গেল। কেউ সূর্য আঙ্কলের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে গা-ঢাকা দিতে হয়েছে তাকে। নিজের মেয়েকে সব খুলে বলেছেন তিনি। সে ভুল বুঝে একা ফিরে গেল। তিনি আর ফিরবেন না। যমুনা নদীর ধারে এক যোগীর আশ্রমে দীক্ষা নিচ্ছেন ওঁরা আজ। সেখানেই স্বামীস্ত্রীর মতো থাকবেন। পুলিশের ঝামেলা চুকলে সূর্য আঙ্কলের সঙ্গে তিনি সুইজারল্যান্ডে চলে যাবেন। নীপার মা বললেন, 'জানি না তোমার কী মনে হচ্ছে। কিন্তু রঙ্গন, ভালবাসার কোনও বয়েস নেই। এখন তো আমার শরীরের চাহিদা নেই কিন্তু প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার জন্যে আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারি।'

ট্যাক্সিটা ছুটছিল। কথাগুলো শেষ করে নীপার মা চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর শরীরে যে রোমাঞ্চ, তা কণ্ঠস্বরেই স্পষ্ট ছিল এখন অভিব্যক্তিতেও ধরা পড়ল।

রঙ্গন কোনওরকমে নিজেকে শান্ত রাখছিল। তার চোখের সামনে যে প্রৌঢ়া বসে আছেন তিনি প্রতারিতা হয়েও উপলব্ধি করতে পারছেন না। কোনও কোনও মেয়ের মনের বয়স হয়তো এক ইঞ্চিও বাড়ে না। নীপার মায়ের বহু পুরনো দুর্বলতাকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করছেন সূর্য আঙ্কল। নিশ্চয়ই এই মহিলার সঙ্গ সূর্য আঙ্কলকে সাহায্য করবে। রঙ্গনের মনে হল নীপার মাকে সব কথা খুলে বলা উচিত। সব শুনেও যদি ওঁর চেতনা না ফেরে তা হলে।'

ঠিক সেই সময়ে নীপার মা ট্যাক্সির জানলার দিকে ফিরে অদ্ভুত গলায় বললেন, 'যে যাই বলুক, আমি এখন আর কাউকেই কেয়ার করি না।'

কথাটা শোনামাত্র মন পালটাল রঙ্গন। না, এঁকে সূর্য আঙ্কলের কথা বলে কোনও লাভ হবে না। এখন ইনি পুরোপুরি সম্মোহিতা। বরং বিপরীত কথা শুনলে রঙ্গনকে সূর্য আঙ্কলের কাছে উনি নিয়ে যাবেন কি না সন্দেহ। অতএব যা করবার নিজেই করবে সে।

যমুনা নদীর গায়ে খুব নির্জন একটা জায়গায় ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেওয়া হল। নীপার মা সুটকেসটা নিয়ে নামতে যেতেই রঙ্গন বলল, 'ওটা আমাকে দিন। আপনি কেন কষ্ট করবেন?'

সঙ্গে সঙ্গে নীপার মা চমকে উঠলেন যেন, 'নাঃ। এটা আমি কাউকে দেব না। যত ভারী হোক আমার কষ্ট হবে না।'

এবারও রঙ্গন নিজেকে শান্ত রাখল। তারপর উদাসীন গলায় বলল, 'চলুন।'

কথাগুলো বলেই বোধহয় নিজের উত্তেজনা টের পেয়েছিলেন নীপার মা। সামান্য নিচু গলায় বললেন, 'আসলে আমি এখন থেকে স্বাবলম্বী হতে চাই। তাই—। ওই দিক দিয়ে চলো।'

রঙ্গন দেখল চারদিকে অসংখ্য ঝুপড়ি। খুব নিচু শ্রেণীর ভিখিরিরা এই জায়গায় থাকে। ঝকমকে দিল্লি শহরের গায়ে যে এরকম একটা এলাকা আছে তা জানা ছিল না রঙ্গনের। অথচ নীপার মাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি এই জায়গায় এর আগে অনেকবার এসেছেন। এতবড় এবং ভারী সুটকেস নিয়েও মহিলার হাঁটিতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। পথ চিনতে কাউকে প্রশ্ন করছিলেন না তিনি। সেই ঝুপড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে অনেকটা হেঁটে নদীর গায়ে চলে আসতেই একটা কালীমন্দির চোখে পড়ল। মন্দিরের অবস্থা খুবই সাধারণ। দূর থেকে মায়ের উগ্র মূর্তি দেখা যাচ্ছে। চারপাশে যে সব মানুষ যাওয়া আসা করছে তাদের চেহারাই বলে দেয় যে ওদের জীবন স্বাভাবিক নয়। রঙ্গনের মনে হল দিল্লি শহরের নিচুস্তরের অপরাধীদের ঠেক এই ঝুপড়িগুলো।

মন্দিরের ঠিক পেছনেই কয়েকটা টিনের চালা। রঙ্গনকে চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন নীপার মা, 'তুমি একটু দূরে দাঁড়াও। আমি ওকে তোমার কথা বলি। কী রকম মেজাজ আছে জানি না তো।'

রঙ্গন ঘাড় নাড়ল। সে জায়গাটাকে লক্ষ করছিল। টিনের চালার সামনেই নদী। পেছনে একটা ঝাঁকড়া গাছ। এরকম একটা জায়গায় সূর্য আঙ্কলের মতো লোক আশ্রয় নেবেন তা কল্পনাও করা যায় না। চারধারে উলঙ্গ শিশুরা চিৎকার করে খেলছে, মেয়েরা সামান্য ব্যাপার নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কলহে মত্ত।

নীপার মা একটি টিনের দরজায় শব্দ করলেন। কোনও সাড়া এল না। দ্বিতীয়বার শব্দ করতে ভেতর থেকে একটা মোটা গলা ভেসে এল, 'কে?'

নীপার মা খুব নরম স্বরে জবাব দিলেন, 'আমি গো।' রঙ্গনের মনে হল যেন একটি কিশোরী কথা বলল। তারপর ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে রঙ্গন দেখল দরজায় এসে দাঁড়ালেন সূর্য আঙ্কল।

তাঁর পরনে লাল লুঙ্গি, খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদুরের টিপ আর হাতে গাঁজার কল্কে। নীপার মাকে দেখে তাঁর মুখে একটা খিলখিলে হাসি ছড়িয়ে পড়ল, 'এসো, এসো গো আমার ভৈরবী।' তারপর হাত বাড়িয়ে সুটকেসটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব আছে তো সখী?'

নীপার মা সুখী বেড়ালের ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকে গেলেন সূর্য আঙ্কলের সঙ্গে। রঙ্গন দ্রুত পা চালাল। দরজার পাশে এসে দাঁড়াতেই সে সূর্য আঙ্কলের গলা শুনতে পেল, 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আজ ভোরেই উড়ে যাচ্ছি আমরা।'

'কোথায়?' নীপার মায়ের গলা কাঁপল।

'ফ্র্যাঙ্কফুর্টে। সেখান থেকে জুরিখ। ব্যস, আর আমায় পায় কে?'

'তুমি আর একটা খবর শুনলে খুব খুশি হবে।'

'কী খবর? একটু কাছে এসো ভৈরবী।'

'রঙ্গন এসেছে। তোমার জন্যে অনেক টাকা নিয়ে এসেছে সে।' নীপার মায়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র সূর্য আঙ্কল চিৎকার করে উঠলেন, 'কে এসেছে?'

'রঙ্গন।'

'কোথায় সে?'

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন বের হচ্ছিলাম—।' কথাটা শেষ হবার আগেই রঙ্গন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য আঙ্কলের মুখটা বীভৎস হয়ে গেল, 'ওকে তুই পথ চিনিয়ে এনেছিস হারামজাদি।' চাপা গর্জন করে সপাটে চড় মারলেন সূর্য আঙ্কল নীপার মায়ের গালে। কোনও শব্দ বের হল না মুখ থেকে, নীপার মা ঘুরে পড়ে গেলেন মেঝেয়, পড়ে রইলেন নিস্পন্দ হয়ে। একলাফে খাটিয়ার পাতা বিছানার নীচ থেকে রিভলভার বের করে উঁচিয়ে ধরলেন সূর্য আঙ্কল, 'কী চাই?'

সেই উদ্যত অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একদম নিরাসক্ত হয়ে গেল রঙ্গন। সেই সূর্য আঙ্কল, যাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে ছাতা পড়েছে, অঙ্গে হাজার টাকার পোশাক, তিনি একটা আহত জন্তুর মতো তার দিকে তাকিয়ে আছেন লুঙ্গি পরে খালি গায়ে এই নোংরা বস্তিতে? এর কাছে কী চাইবে সে। কী চাওয়া যায়?

সূর্য আঙ্কল হিসহিসে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, এসেছ এখানে?'

'উত্তরটা আপনি জানেন।' রঙ্গন কেটে কেটে উচ্চারণ করল।

'টাকা চাই?'

'হ্যাঁ।'

'কত টাকা চাই?'

'আমার ক্লায়েন্টদের যা জমা ছিল, তা ফিরিয়ে দিন।'

'হুকুম? হুকুম করছ আমাকে? জানো, তোমাকে ইচ্ছে করলে কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফেলতে পারি? কেউ আসবে না বাঁচাতে।'

'টাকাগুলো আমার চাই।'

'চাই? চাই বললেই পাওয়া যায়? যখন জমা রেখেছিলে তখন খেয়াল ছিল না? টাকায় টাকা বানাবার লোভ তখন ফোঁস ফোঁস করছিল না? টাকা চাইবার সময় লোভের রাশ টানতে খেয়াল ছিল না। ফুকতে টাকা চাই! কী লোভ কুকুরদের।'

সূর্য আঙ্কল অস্ত্রটা উঁচিয়ে রঙ্গনের দিকে এগিয়ে আসছিলেন।

'টাকাগুলো কোথায়?'

'নেই। সব হাওয়া। তোদের ছিল পুকুরের লোভ আমার সাগরের। এখন এই সুটকেসটা আর এই বুড়ি মেয়েমানুষটা—এই আমার সম্বল।'

'অত টাকা সব হাওয়া হয়ে গেল?' রঙ্গন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'বিশ্বাস হচ্ছে না? আমারও হয়নি। চোরের ওপর বাটপার থাকে। নইলে আমার মতো লোক এই ভিখিরিদের আস্তানায় লুকিয়ে থাকে?'

'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। নিশ্চয়ই আপনি টাকা পাচার করেছেন!'

সূর্য আঙ্কল মাত্র তিন হাত দূরে। কথাটা শোনা মাত্র তাঁর চোখ জ্বলে উঠল, 'বেশ করেছি। তুই কি ভেবেছিস এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবি। আমি সংকেত করা মাত্র ওরা তোকে কেটে যমুনার জলে ভাসিয়ে দেবে।'

রঙ্গনের মনে হল কথাটা সত্যি। সূর্য আঙ্কলের মুখের প্রতি স্পন্দন বলে দিচ্ছে তিনি ওকে ছেড়ে দেবেন না। তার গোপন আস্তানার খবর বাইরে পাচার করবার সুযোগ তিনি বেঁচে থাকতে দিতে চাইবেন না। রঙ্গন শেষবার বাঁচবার চেষ্টা করল। যেন এসব কথার তার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি এমন ভঙ্গি করে সে পেছন ফিরে চিৎকার করল, 'এসো আত্রেয়ী, উনি এখানে।'

'আত্রেয়ী?' চমকে উঠলেন সূর্য আঙ্কল। যেন ভূত দেখলেন সামনে।

রঙ্গন চমৎকার মিথ্যে বলল, 'হ্যাঁ, ও আমাকে ফলো করে এখানে এসেছে। আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায় ও।'

পলকে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন সূর্য আঙ্কল। তাঁর মুখে এখন ভয়। নার্ভাস গলায় বললেন, 'না না, মিথ্যে কথা। আত্রেয়ী আসতে পারে না। আমি, আমি ওকে ঠকাতে চাই নি। আমি শুধু বাচ্চাটাকেই নষ্ট করতে বলেছিলাম। ও! গড! এখন কী হবে? শি উইল নট লিভ মি।'

'নিশ্চয়ই। আর ওই মহিলা যদি আত্রেয়ীর কথা শোনেন তা হলে আজ রাত্রে ফ্রাঙ্কফুর্টে উড়ে যাওয়ার স্বপ্ন ত্যাগ করতে হবে আপনাকে।'

'না!' পাগলের মতো ঘুরপাক খেতে খেতে চিৎকার করে উঠলেন সূর্য আঙ্কল। আর তখনই নীপার মা উঠে বসে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'শয়তান। তুমি শয়তান। আমি তোমাকে ছাড়ব না।'

আর তখনই শব্দটা ছিটকে উঠল। রঙ্গনের চোখের সামনে নীপার মায়ের মুখটা নড়ে উঠল। তারপর একগাদা রক্তের সঙ্গে শরীরটা ধীরে ধীরে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। এক লাফে রঙ্গন দরজা ছেড়ে মন্দিরের কাছে চলে আসতেই পিল পিল করে লোকজন ছুটে আসছে গুলির শব্দ শুনে। মুহূর্তেই টিনের ঘরটাকে ঘিরে বৃত্ত দাঁড়িয়ে গেল। সবাই উত্তেজিত হয়ে লক্ষ করছে দরজাটা। ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্য আঙ্কল উন্মাদের মতো দরজায় এসে দাঁড়ালেন রিভলভার হাতে। সামনে এত মানুষ দেখে তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, 'রঘুবীর রঘুবীর।'

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। সূর্য আঙ্কলের মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। এক মুহূর্ত তাঁর চোখ দুটো জনতার মাঝখানে কাউকে খুঁজল। রঙ্গনের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না তিনি কাকে খুঁজছেন। তার ওপর দৃষ্টিটা পড়তেই সূর্য আঙ্কল অস্ত্রটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকলেন। এখন রঙ্গনের চারপাশে ভিখিরি টাইপের মানুষের ভিড়। তাকে লক্ষ করে গুলি ছোঁড়া সম্ভব নয়।

সূর্য আঙ্কলের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। তিনি আবার ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে উৎসাহী জনতা দরজা অবধি পৌঁছে গেল। আর সেই সময় দ্বিতীয় গুলির শব্দ ছিটকে এল ঘরের ভেতর থেকে। কোনও আর্তনাদ নয়, শুধু অস্ত্রের শব্দ চারপাশ কাঁপাল।

আর একবার আত্রেয়ীর কাছে কৃতজ্ঞ হল রঙ্গন। এবারও তার জীবন বাঁচাল মেয়েটা। হয়তো এই মুহূর্তে আত্রেয়ী পুলিশের হেফাজতে হাসপাতালে কিংবা থানায়। অথচ তার নামটাকে সে বর্মের মতো ব্যবহার করে বেঁচে গেল। মানুষগুলো চিৎকার করছে। এর মধ্যে কেউ কেউ ঢুকে গেছে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে।

নির্লিপ্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল রঙ্গন। কোথায় যাচ্ছে সে জানে না। দুটো মৃতদেহ পেছনের ঘরে পড়ে আছে। অথচ নিজেকে তার মৃত মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। ঝুপড়ির মধ্যে দিয়ে যখন সে হাঁটছিল তখন তার পেছনে উত্তেজিত জনতার ভিড় জমছে। ভিড়টা তার পেছন পেছন আসছে। কিন্তু রঙ্গন সেদিকে তাকাচ্ছিল না। সে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল। এখন আর কিছুতেই তার কিছু এসে যায় না।

This Book Downloaded From
http://Doridro.com